NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ আজ শিক্ষক দিবস ও ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য

বিডিওকে চড় মারার হুমকি, অভিযুক্ত বিধায়ক অমরনাথ শাখা ৫

কলকাতা ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ১৯ ভাদ্র ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৮৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 5.9.2024, Vol.18, Issue No. 87 8 Pages, Price 3.00

বসছে না প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ

আজ সুপ্রিম কোর্টে হচ্ছে না আরজি কর মামলার শুনানি

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর: আজ আরজি কর মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল সুপ্রিম কোর্টে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ বসছে না এদিন। দেশের শীর্ষ আদালতের তরফে বুধবার সন্ধ্যায় সেই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এর ফলে আরজি কর মামলার শুনানি ঘিরে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। আপাতত আজ স্থগিত হয়ে গেল আরজি কর মামলার শুনানি।

সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, প্রধান বিচারপতি ৫ সেপ্টেম্বর আদালতে বসবেন না। ফলে বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের সঙ্গে তাঁর বেঞ্চ বৃহস্পতিবার বসছে না। তবে এই দুই বিচারপতি পৃথক ভাবে বেঞ্চ বসাবেন এবং ১০ নম্বর কোর্টের কিছু মামলা শুনবেন। ওই বেঞ্চে কোন কোন মামলা শোনা হবে, তার তালিকা পরে প্রকাশিত হবে। আরজি কর মামলা তালিকায় থাকবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

আরজি কর-কাণ্ডে মামলাকারীর পক্ষে লড়ছেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার শুনানি থাকায় তিনি বুধবার

সন্ধ্যাতেই দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। পথে জানতে পারেন, প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ না বসছে না। বিমানবন্দর থেকে বিকাশ বলেন, 'এটা আগে থেকে আমাদের জানানো উচিত ছিল। বেঞ্চ না বসার কথা এখন জানতে পারছি। এতে আমাদের সময়, টাকা দু'টোই নষ্ট হল।'

উল্লেখ্য, গত সোমবার সুপ্রিম কোর্টে নবান্ন অভিযানে ধৃত ছাত্রনেতা সায়ন লাহিড়ির মামলার শুনানি ছিল।

সেই শুনানিও হওয়ার কথা ছিল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে। কিন্তু সে দিনই প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ বসেনি। বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে ওই মামলার শুনানি হয়েছিল। আরজি কর মামলার ক্ষেত্রে কী হবে, তার দিকে নজর রয়েছে গোটা দেশের।

টাকার বিনিময়ে নম্বর বাড়ানো, থ্রেট কালচার

সরব উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা, ঘেরাও ডিন ও অধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডে উত্তাল গোটা রাজ্য। তারই মাঝে এবার উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তুমুল উত্তেজনা। টাকার বিনিময়ে নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া, চিকিৎসকদের বদলির হুমকি-সহ একাধিক অভিযোগ উঠেছে। চিকিৎসক অভীক দে এবং তাঁর দলবলের লোকজনের বিরুদ্ধে সরব ওই মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পড়ুয়ারা। বুধবার দুপুর ১টা থেকে ঘেরাও করে রাখা হয় অধ্যক্ষ ও ডিনকে। অবিলম্বে হাসপাতালে 'থ্রেট কালচার' বন্ধের দাবি জানান বিক্ষোভকারীরা। শুধু তাই নয়, অভীক দে-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সরব চিকিৎসকরা। তাঁর বিরুদ্ধে পোস্টার পড়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে। শুধু তাই নয়, অভীককে মেডিক্যাল কলেজে ঢুকতে না দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসক পড়ুয়ারা।

তবে এই অভীকের বিরুদ্ধে শুধু জুনিয়র চিকিৎসকরা নয়, পাশাপাশি

ডিপার্টমেন্টাল হেডরা এসেও উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, বিশেষ একজন ছাত্র নেতার নম্বর সাদা কালি দিয়ে মুছে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এইচওডি-রা বলছেন, তাঁরা ৫২-৫৩ নম্বর দিয়েছিলেন। অথচ মার্কশিটে নম্বর লেখা ৮০। এক অধ্যক্ষ বলেন, 'নম্বর ধরে ধরে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের ডাকলে ফাইল দেখাব।' এরপর আজ ছাত্র-ছাত্রী সহ অধ্যাপকরা ঘিরে ধরে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের ডিন ও প্রিন্সিপালকে। তাঁরা জানতে চান নম্বর বাড়ানোর পিছনে কে যুক্ত। প্রথমে ডিন মানতে না চাইলেও পরে আন্দোলনকারীদের চাপে পড়ে কার্যত মুখ খোলেন তিনি।

ডিন অফ স্টুডেন্স বলেন, 'কোনও-কোনও সময় অভীক দে-র ফোন আসত। তবে যদি বারবার ফোন আসত আমি বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে যেতাম। অভীক ছাড়া কেউ ফোন করত না। তবে যতক্ষণ হলে ছিলাম, ততক্ষণ কড়া গার্ড দিয়েছি।' পাল্টা আন্দোলনকারীরা বলতে থাকেন নাম বলুন নাম। তখন আবার ডিন বলেন, 'আমি অ্যাপোলজি চেয়ে বলছি, কয়েকটা ক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল স্যারের কাছেও ফোন আসত। উনি বলতেন তুমি বেশিক্ষণ না থেকে চলে এসো। কিন্তু এতবার ফোন আসত যে সকলে বিরক্ত হত। স্যর বেরিয়ে যেতেন। আমার কাছে চোদ্দবার ফোন আসত। আমি হলের মধ্যে ধরব? বেরিয়ে যেতাম। অভীক ছাড়া ফাইনাল ইয়ারে শাহিন সরকার ফোন করেছিল। আর কেউ নেই।' যদিও, প্রিন্সিপাল বলেন, 'আমার কাছে কোনও ফোন আসত না।'

সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ সন্দীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: একদিকে সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে চিকিৎসক থেকে সাধারণ মানুষ। এরই মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন সেই আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। দুর্নীতির অভিযোগে সম্প্রতি তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। বর্তমানে সিবিআই হেপাজতে রয়েছেন তিনি। আর এবার তিনি আর্জি জানালেন সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ৬ সেপ্টেম্বর রয়েছে শুনানি।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

ইডি দপ্তরে চন্দ্রনাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিন্‌হাকে তলব করেছিল ইডি। এই তলবের জেরে বুধবার সকালেই তিনি পৌঁছে যান সিজিও কমপ্লেক্স ইডির দপ্তরে। উল্লেখ্য, এর আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বোলপুরের বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিন্‌হার বাড়িতে হানা দেয় ইডি। সেই তল্লাশিতে তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ৪৪ লাখ টাকা।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

ফের রাত জাগল শহর থেকে গ্রাম

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে প্রদীপ জ্বেলে প্রতিবাদ। ছবি: অদিতি সাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় তোলপাড় রাজ্য। বিচারের দাবিতে পথে নেমেছেন সাধারণ মানুষ। কলকাতা তো বটেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আন্দোলন চলছে। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে বসছে না প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। ওই বেঞ্চেই আরজি কর-কাণ্ডের মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। তবে বুধবার বিচারের দাবিতে ফের 'রাত জাগলো' বাংলা। শুধু তা-ই নয়, দিকে দিকে মানববন্ধন এবং মোমবাতি বা প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতিবাদের ডাক দেওয়া হয়। আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে প্রতি দিনই কোনও না কোনও প্রতিবাদ কর্মসূচি চলছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। জুনিয়র ডাক্তারেরা পথে নেমেছেন। আরজি করের সামনে লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভ করছেন তাঁরা। স্বাস্থ্য ভবন থেকে লালবাজার অভিযান; জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিবাদে পা মিলিয়েছেন সাধারণ মানুষও। বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বও প্রতিবাদে শামিল। বুধবার রাত ৯টা থেকে আরজি করের সামনে জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়। সেখানে এক ঘণ্টা প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করার কর্মসূচি রাখা হয়েছিল। শুধু আরজি কর নয়, এই কর্মসূচি ছড়িয়ে পড়েছে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। বিভিন্ন হাসপাতালের সামনেও একই ভাবে প্রতিবাদ করেন আন্দোলনকারীরা। কলকাতা ছাড়িয়ে এই আন্দোলনের রেশ মফস্সলেও পড়েছে। সন্ধ্যা থেকেই সেই প্রস্তুতি তুঙ্গে। আরজি করের প্ল্যাটিনাম বিল্ডিংয়ের সামনে প্রদীপ দিয়ে সাজানো হয়। সেই সঙ্গে রয়েছে হাতে লেখা পোস্টার। 'আরজি কর-কাণ্ডের বিচার চাই', 'দোষীদের শাস্তি'র দাবিও। হাওড়া, হুগলির বিভিন্ন কোচিং সেন্টার সন্ধ্যার পরেই ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় বিভিন্ন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোও। নিউ টাউনে তথ্যপ্রযুক্তির সংস্থার কর্মীরা মিছিল করেন বুধবার সন্ধ্যাতেই মিছিল, পথনাটিকার আয়োজন করা হয়। এ ছাড়াও বুধবার রাতে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে জমায়েত এবং রাত দখলের কর্মসূচি নেন অনেকে। নানা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পুলিশি নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়, বিভিন্ন হাসপাতালে যেখানে যেখানে জমায়েত হয়, সেখানে সেখানে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। ডিসিদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত ফোর্সও রাখার কথা বলে হয়েছিল। উল্লেখ্য, গত ১৪ অগস্ট 'মেয়েদের রাত দখল' কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল আরজি করে। দুষ্কৃতীরা তাণ্ডব চালায়। হাসপাতালে ভাঙচুর করা হয়। সেই কথা মাথা রেখেই নিরাপত্তা আঁটসাঁট করা হয়। পুলিশ ছাড়াও আরজি করে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীও।

বাংলার মতো ধর্ষণ-বিরোধী বিল চায় মহারাষ্ট্রও: পাওয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিধানসভায় মঙ্গলবার আনা হয়েছে 'দ্য অপরাজিতা উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড (ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০২৪'। আলোচনায় শাসক-বিরোধী কাজিয়া হলেও সর্বসম্মতিক্রমেই সেই বিল পাশ হয়েছে। তার পর মহারাষ্ট্রেও একই রকম বিল চাই বলে দাবি তুললেন এনসিপি সভাপতি শরদ গোবিন্দ পাওয়ার। পাওয়ারের কথা

ধরেই তৃণমূল বলেছে, বাংলাই সব সময়ে দেশকে পথ দেখায়।

সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে পাওয়ার বলেন, 'বাংলায় যে বিল আনা হয়েছে, তাতে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় মৃত্যুদণ্ডের উল্লেখ রয়েছে। মহারাষ্ট্রেও সেই রকম বিল নিয়ে আসা প্রয়োজন।' পাওয়ারের ওই বক্তব্য তুলে ধরে এক্স হ্যান্ডলে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা লেখেন, 'বাংলা পথ দেখায়।' রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'মঙ্গলবার যে বিল পাশ হয়েছে তা ইতিহাস তৈরি করেছে। বিভিন্ন রাজ্যে এই বিলের মতো বিল আনার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই শরদ পাওয়ারের মতো নেতা মহারাষ্ট্রে এইরকম বিলের দাবি তুলেছেন।' তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষও বলেছেন, 'নারী সুরক্ষায় যে নজির মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি করেছেন তাকে সমর্থন করেছেন জাতীয় স্তরের নেতা শরদ পাওয়ারও। এ থেকেই স্পষ্ট, বাংলা আজ যা ভাবে, গোটা দেশকে কাল তা ভাবতে হয়।'

আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে যখন রাজ্য উত্তাল, তখন তৃণমূলের তরফে সংসদে কঠোর আইনের দাবি তোলা হয়েছিল। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এ-ও বলেছিলেন, ধর্ষণের মতো ঘটনায় কেন্দ্রের শাসকদল যদি দ্রুত বিচার পক্রিয়া শেষ করে চূড়ান্ত শাস্তির বিল না আনে, তা হলে তিনি সাংসদ হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে বিল আনবেন। তার পরবর্তী সময়ে রাজ্য বিধানসভায় বিল আনার কথা ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। এ বার সেই বিলের জাতীয় স্তরে প্রভাব কতটা, তা তুলে ধরতে চাইল তৃণমূল।

সংবিধানের ২১ নম্বর ধারা উল্লেখ করে ফের ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট সুখেন্দুশেখরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে প্রথম থেকেই সরব তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। বার বার বোঝাতে চেয়েছেন দলের লাইন না মেনে তিনি বিবেকের ডাকে সাড়া দিতে চান। মেয়েদের রাত দখলকে আগেই সমর্থন জানিয়েছিলেন। এ বার রাত দখলের পাশাপাশি মানুষের সাংবিধানিক অধিকার দখলের কথাও বললেন তিনি। বুধবার রাতে ঘরের আলো নিভিয়ে দীপ জ্বালানোর ডাক দেন আন্দোলনরত জুনিয়ার চিকিৎসকদের সংগঠন। সেই কর্মসূচির পাশাপাশি অনেকে বুধবার রাতেও পথের দখল নিতে চান। আর সেই দুপুরেই নিজের এক্স হ্যান্ডলে সুখেন্দুশেখর লিখেছেন, 'রাতের দখল নেওয়ার পাশাপাশি ভারতীয় সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখ থাকা নাগরিকদের সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারও চাই।'

বৃহস্পতিবার আরজি কর-কাণ্ড সংক্রান্ত মামলার শুনানি রয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। তার আগে বিভিন্ন সংগঠনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ আবার যখন পথে রাত জাগার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন সুখেন্দুশেখরের এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে শাসকদল তৃণমূলের অস্বস্তি বাড়িয়েছে। এটা অবশ্য প্রথম নয়। ১৪ অগস্ট ছিল প্রথম রাত দখল কর্মসূচি। তাতে সমর্থন জানিয়ে রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ জানিয়েছিলেন, তিনি মেয়ের বাবা, নাতনির দাদু। তাই তিনি মনে করেন, এই সময়ে প্রতিবাদে শামিল হওয়াটা জরুরি। ১৪ তারিখ দক্ষিণ কলকাতার যোধপুর পার্কে নেতাজি মূর্তির সামনে বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ধর্নাতেও বসেছিলেন সুখেন্দু। এর পরে নিজের দলের 'অস্বস্তি' বৃদ্ধি করে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল এবং আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে হেপাজতে নিয়ে জেরা করার দাবি জানিয়েছিলেন সিবিআইয়ের কাছে। ওই পোস্টেই কলকাতা পুলিশের ডগ স্কোয়াড নিয়েও মন্তব্য করেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, আরজি করের ঘটনার তিন দিন পর ডগ স্কোয়াড গিয়েছিল হাসপাতালে। কেন এই বিলম্ব, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন সুখেন্দু।

এর পরেই ভুল তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে কলকাতা পুলিশ সুখেন্দুকে লালবাজারে ডেকে পাঠায়। যদিও তিনি হাজির হননি। পরে কলকাতা হাইকোর্টে সুখেন্দু স্বীকার করে নেন, আরজি কর-কাণ্ডে কলকাতা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা এক্স হ্যান্ডলের পোস্টে ভুল তথ্য ছিল। উচ্চ আদালতে নিজের ভুল স্বীকার করে সমাজমাধ্যমে পোস্ট মুছে দেওয়ার কথা জানান সুখেন্দু। হাইকোর্টে তিনি জানান, তথ্যগত কিছু বিভ্রান্তির কারণে ওই পোস্ট করা হয়েছিল। সেটি মুছে ফেলা হবে। এর পরে সমাজমাধ্যমে আবার একটি 'তাৎপর্যপূর্ণ' পোস্ট করেছিলেন সুখেন্দু।

সাংবাদিক বৈঠকে বিস্ফোরক জুনিয়র চিকিৎসকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কুণাল ঘোষকে 'মিথ্যাবাদী'বলে দাবি করলেন আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা। বুধবার রীতিমতো সাংবাদিক বৈঠক করে এমন দাবি করা হয়েছে। লালবাজার অভিযান কিংবা পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাতের মাঝে কোনও মধ্যস্থতা হয়নি। কুণাল ঘোষ মিথ্যা দাবি করছেন। সাংবাদিক বৈঠক করে স্পষ্ট করে দিলেন আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তাররা। জুনিয়র ডাক্তারদের তরফে কিঞ্জল নন্দ স্পষ্ট বলেন, 'এটা একেবারেই মিথ্যা। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে কোনওরকমের কোনও যোগাযোগ করিনি। আমরা যেটুকু করেছি, তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে যে ডিসিশন হয়েছে, সেটাই করেছি। কারোর কোনও মধ্যস্থতা এখানে ছিল না। গত আন্দোলনেও ছিল না, আগামীতেও থাকবে না। এটা আমাদের স্ট্যান্ড। এই আন্দোলন সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক। এই ভাবেই আন্দোলন চলবে।' প্রসঙ্গত, প্রায় ২২ ঘণ্টা অবস্থানের পর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জুনিয়র চিকিৎসকদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে আন্দোলকারী চিকিৎসকরা স্মারকলিপি তুলে দেন। তারপরই তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ নিজের সামাজিক মাধ্যমে

পোস্ট করে দাবি করেন, 'আজ সকালে আন্দোলনকারীদের তরফে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তাঁদের তরফে বলা হয় নির্দিষ্ট কিছু কারণে লালবাজারের ধরণা এগোন ঠিক হবে না। তাঁরা আজই এখনই নগরপাল ইস্তফা না দিলে উঠবেন না, এই দাবিতে অনড় থাকবেন না। পরে ইস্তফা দিলেও হবে। আজ শুধু নগরপালের হাতে স্মারকলিপি দিয়ে দেখা করতে চান। তারপর রাজপথ থেকে ধর্না তুলে নেবেন।' তিনি দাবি করেন, এক সংবাদমাধ্যমের অফিসেই জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। মুহূর্তে তাঁর বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়েও পড়ে। তার প্রেক্ষিতেই জুনিয়র চিকিৎসকরা প্রেস মিট করে স্পষ্ট করে দেন, 'আন্দোলনের যা মূল সুর, তা অরাজনৈতিক। সংবাদমাধ্যমে যা উঠে এসেছে, তা আন্দোলনের মূল সুরের সমর্থক নয়।' এক জুনিয়র চিকিৎসক বলেন, 'এক সংবাদমাধ্যমে আমাদের ছবি দেখানো হয় এই বলে যে, আমরা নাকি আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধি হিসাবে মধ্যস্থতা করতে এসেছি। এটা মিথ্যা।' তাঁর বক্তব্য, 'বিগত তিন সাড়ে তিন বছর ধরে আমাদের ওপর সন্দীপ ঘোষ ও তাঁর বাহিনীর দ্বারা আমরা যেভাবে অত্যাচারিত হয়েছিল, সেটাই আমরা ওই সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলাম। তাঁরাই আমাদের আমন্ত্রণ করেছিলেন। সেখানে কাকতালীয়ভাবে কুণাল ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি ডেকে আতিথেয়তা করেন। আমরা কোনওভাবেই ডব্লুবিজেডিএফ, আন্দোলনকারীদের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে যায়নি। লালবাজার অভিযান ও তার পরিণতি নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। আমাদের মধ্যে যে আলাপচারিতা হয়েছে, সেটা বড়জোর ২ থেকে ৩ মিনিট। না জানিয়ে ছবি তোলা হয়েছে। সেটা নিয়ে অপপ্রচার করা হয়েছে।'

ব্রুনেই সফর সেরে বুধবারই সিঙ্গাপুরে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। সেদেশের ভারতীয় সম্প্রদায় তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। গানবাজনায় মেতে ওঠেন তাঁরা। মোদিও যোগ দেন তাতে। তাঁকে দেখা যায় ঢোল বাজাতে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৩/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৮৮ নং এফিডেভিট বলে Mohammad Raphik S/o. Sk. Jamaluddin Mondal ও Md. Rafik S/o. J. Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫১ নং এফিডেভিট বলে Sunil Kumar Singh S/o. Shyamdeo Singh ও Sunil Kr. Singh S/o. S. Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৯/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৩৮০ নং এফিডেভিট বলে আমি Kalipada Adhikari (old name) S/o. Madan Mohan Adhikari R/o. 49/2 Mitrabagan Jelepara, Baidyabati, Serampore, Hooghly–712222, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Bappa Adhikari (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Kalipada Adhikari & Bappa Adhikari S/o. Madan Mohan Adhikari উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Deb Adhikari.

নাম-পদবী

গত ০৩/০৯/২৪ নোটারী পাবলিক, চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে ৮৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Shreya Dakshin Kabat D/o. Ajay Dakshin Kabat নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Ayrin Ansari D/o. Ajay Dakshin Kabat নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৯/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬০২৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Koyel Ray (old name) D/o. Parimal Chaudhuri W/o. Abhijit Ray R/o. 28/700, Kanakshally Bose's Ghat, Chinsurah, Hooghly– 712101, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Koyel Ray Chaudhuri (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Koyel Ray & Koyel Ray Chaudhuri D/o. Parimal Chaudhuri W/o. Abhijit Ray উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Mishka Ray.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৫ ই সেপ্টেম্বর। ২০ শে ভাদ্র। বৃহস্পতিবার। দ্বীতিয়া তিথি। জন্মে কন্যা রাশি, অষ্টোত্তরী মঙ্গল র দশা বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা, ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অশুভ শনি। তবুও দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : অশুভ শনি।খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : অশুভ শনি। প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রাপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : অশুভ শনি ।আর্থিক সহযোগিতা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা ।বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : অশুভ শনি। প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ।

(আজ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শিক্ষাবিদ ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস । মাদার তেরেসা র প্রয়াণ দিবস। স্বামী প্রনবানন্দ মহারাজের শুভ ভুমিষ্ঠ জন্মতিথি।)

নাম-পদবী

গত ০২/০৯/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৭৪০ নং এফিডেভিট বলে আমি Debdas Koley ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kartick Chandra Koley ও Late Kartick Chandra Koley সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৮/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৩৫৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Hira Paswan ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Rajnath Paswan ও R. N. Paswan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২১৭৮ নং এফিডেভিট বলে Manik Kumar Mitra S/o. Subodh Mitra ও Manik Mitra S/o. Lt. S. K. Mitra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে Susanta Sarkar S/o. Subadh Sarkar ও Sushanta Sarkar S/o. S. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Sohag Sur ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Lokesh Ch. Sur ও Lt. L Ch. Sur সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০২/০৯/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৩৭৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Kalipada Adhikari (old name) S/o. Madan Mohan Adhikari R/o. 49/2 Mitrabagan Jelepara, Baidyabati, Serampore, Hooghly– 712222, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Bappa Adhikari (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Kalipada Adhikari & Bappa Adhikari S/o. Madan Mohan Adhikari উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Deep Adhikari.

নাম-পদবী

গত ৩০/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১০ নং এফিডেভিট বলে Manab Mandal S/o. Sushil Mandal ও Manab Mondal S/o. Lt. S. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে Prafulla Koley S/o. Sriram Koley ও Profulla Koley S/o. S. C. Koley সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

-: আমমোক্তার নামা :-

অতীশ সিংহরায়, পিতা- মৃত শিবপ্রসাদ সিংহরায়, সাকিম- মাকালপুর, পোঃ- মাকালপুর, থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৩০৫ বিগত ইংরাজী ১১/০২/২০১৬ তারিখে ডি.এস.আর. - ১ চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-২৫৫/২০১৬ নম্বর আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**ত্রিদিব সিংহরায়**, পিতা- মৃত শিবপ্রসাদ সিংহরায়, সাকিম- মাকালপুর, পোঃ- মাকালপুর, থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৩০৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে এবং আমি স্বয়ং **ত্রিদিব সিংহরায়** হুগলী ডি.এস.আর. -২ অফিসে **মীর মনিরুল আলি**, পিতা- মীর কাশেম আলি, সাকিম- কাগনান, পোঃ- মাকালপুর, থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২৩০৫; মহাশয়কে I-১২৯৭/২০২৪ নম্বর বিক্রয় দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে ১০ (দশ) শতক এবং আমার স্বয়ং ২০ (কুড়ি) শতক একত্রে মোট ৩০ (ত্রিশ) শতক বিক্রয় করি।

// তপশীল //

জেলা- হুগলী, থানা- দাদপুর, মৌজা - মাকালপুর, জে.এল.নং ৩৯, হাল (এল.আর.) খতিয়ান নম্বর ১৭ হইতে ১০ শতক আমমোক্তারনামা বলে, বক্রী হাল (এল.আর.) ৮৭ নম্বর খতিয়ান হইতে ১০ শতক এবং হাল (এল.আর.) ৮১৪ নম্বর খতিয়ান হইতে ১০ শতক একত্রে মোট সাবেক ৫১/৮৮৮ হাল ৮৭ নম্বর দাগে শালি ১৲ আনা অংশে ৩০ (ত্রিশ) শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

ইতি- **ত্রিদিব সিংহরায়**
আমমোক্তার ও স্বয়ং

নাম-পদবী

গত ০২/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৮ নং এফিডেভিট বলে Sk Anowar Haque S/o. Akin Box Shiek ও Anowar Haque S/o. Sk Akin Box, Ekinabask Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Niraj Kumar Harodia, S/O Keshaw Kumar Harodia residing at Tower-3, Panache, Mahishbathan, VTC: Bidhannagar(m), PO : Mahishbathan, District: North 24 Paragnas, Kolkata-700102 solemnly affirm and declare by affidavit No. 267 dated 3rd September 2024 before the First Class Magistrate at Calcutta that my actual and correct name is Niraj Kumar Harodia but by mistake in Passport of my wife Mrs. Rakhi Harodia, my name has been recorded as Niraj Harodia. Niraj Kumar Harodia and Niraj Harodia is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Gaziar Rahaman (Sarkar) S/O Raisuddin Sarkar residing at Vill-Kazipara, P.S.- Sagarpara, Dist-Murshidabad, WB do hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. S.D.E.M. at Domkal, Murshidabad dated 4.9.2024 that my actual and correct name is Gaziar Rahaman (Sarkar) and it is recorded in my Aadhar card but in the land records of my wife Late Jibannahar Bibi, my name is recorded as Gaziar Rahaman. Gaziar Rahaman (Sarkar) and Gaziar Rahaman is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সাগর সিং, পিতা-দেবলাল সিং, সাং-বিপ্লবী অনাদি দাস সরণী, দাশনগর, হাওড়া, মহাশয় গত ইংরাজী ০১/ ০৩/ ২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-২ হাওড়া রেজেষ্ট্রী অফিসে বুক নং. ১, ভল্যুম নং. ০৫১৩-২০২৪, পাতা নং. ৪৮৭৪৩ হইতে ৪৮৭৫৬, বি. নং.-০৫১৩০১৪৫৮ নং. পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী বলে ১। সমরেন্দ্র নাথ দাস, ২। গৌতম দাস, উভয়ের পিতা-লাল মোহন দাস, ৩। আল্পনা পান্তি, স্বামী-স্নেহময় পান্তি মহাশয়/ মহাশয়াগন এর নিকট হইতে সাহানপুর মৌজায় (জে.এল. নং. ১০২) হাল ১৮০৬ নং. খতিয়ানে সাবেক/ হাল ৪৯৭ নং. দাগে ৭ কাঠা ৪ ছটাক ১২ বর্গফুট জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকে তাহলে তিনি বালী-জগাছা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলী, মোকাম চঁচুড়া জেলা জজ আদালত

প্রবেট কেস নং ০১।২০১১

এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ১৪৩/২০০৯

দরখাস্তকারী :- ১। **শ্রী পরেশ মণ্ডল**, ২। **সুশীল মণ্ডল** ৩। ক) **কমলা মন্ডল**, স্বামী- মৃত মিহির মণ্ডল, খ) **বিদ্যুৎ মণ্ডল**, পিতা মৃত মিহীর মণ্ডল গ) **অলোক মন্ডল**, পিতা মৃত মিহীর মণ্ডল, ১ ও ২ নং এর পিতা মৃত বিশ্বনাথ মন্ডল, সর্ব সাং-বরাইল, পো: পাটুলি গ্রাম, থানা- বলাগড় জেলা হুগলী, পিন – ৭১২৫০১।

বনাম

প্রতিপক্ষ : ১। **নরেন্দ্র নাথ সেন**, ২। **সুরেন্দ্রনাথ সেন**, ৩। **সতীশ সেন**, ৪। **শ্রী বালক সেন**, সর্ব পিতা ˇভূপতি ভুষন সেন, ৫। **শ্রীমতী ইন্দু বালা সেন**, স্বামী ˇভূপতি ভূষন সেন, ১ নং হইতে ৫ নং সর্ব সাকিম- জগন্নাথপুর, পো: পাঁচপাড়া জেলা হুগলী।

এতদ্বারা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে **শ্রীমতী মিনতি সেন** (অধুনা মৃত) স্বামী মৃত কমল কৃষ্ণ সেন, সাং বরাইল পোঃ পাটুলি গ্রাম, থানা বলাগড় জেলা হুগলী, পিন – ৭১২৫০১ -গত ইং ১০ ই সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে একটি উইল বা ইচ্ছাপত্র সম্পাদন করিয়া তাহার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি তাহার সহোদর ভ্রাতাগন ১। **বাসুদেব মণ্ডল**, ২। **পরেশ মন্ডল**, ৩। **মিহীর মণ্ডল** ৪। **সুশীল মণ্ডল** সর্ব পিতা মৃত বিশ্বনাথ মণ্ডল, সর্ব ধর্ম হিন্দু, পেশা -চাষাদী, সর্ব সাকিম গ্রাম বরাইল, পো: পাটুলিগ্রাম থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী, পিন ৭১২৫০১ গণকে একজিকিউটর নিয়োগ করিয়া তাহাদের বরাবর ঐ উইল সম্পাদন করেন। যাহার তপশীল সম্পত্তি নিম্নে বর্ণিত হইল। উক্ত উইলের প্রবেট নেওয়ার যাবতীয় আইনগত পদক্ষেপ লওয়া হইয়াছে। মাননীয় আদালতের অনুমোদন সাপেক্ষে ঐ প্রবেট দরখাস্তের চুড়ান্ত শুনানীর দিন ধার্য্য হইবে। উক্ত উইল প্রবেটের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগনের কোনোরূপ আপত্তি থাকিলে বহুল প্রচারিত এই সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের ভিতরে অত্র আদালতে স্বয়ং/এবং/অথবা উকিলবাবুর মাধ্যমে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় বিনা পত্রে দরখাস্তকারীগনের অনুকূলে উক্ত উইলের প্রবেট ইস্যু করা হইবে।

তপশীল

জেলা হুগলী, থানা- বলাগড়, জে.এল. নং ৬৮,

মৌজা দ্বারপাড়া-

দাগ নং	শ্রেণী	পরিমান
১৯১৪	শালি	৩১ শতক
২০৩১	শুনা	১৭ শতক
১৯৮১	শালি	৩৬ শতক
১৯৯০	শালি	০৩ শতক
১৯৪০	শালি	০৮ শতক

মৌজা আমোদপুর

দাগ নং	শ্রেণী	পরিমান
৭০৮	শালি	১৬ শতক

মৌজা আসানপুর

দাগ নং	শ্রেণী	পরিমান
১৮৩	শালি	০৫ শতক
২২৮	শুনা	০৭ শতক

মৌজা পাঁচপাড়া

দাগ নং	শ্রেণী	পরিমান
৯৮	শুনা	২২ শতক

দরখাস্তকারীগনের পক্ষে
সেখ মহম্মদ রাইহান আলী (উকিলবাবু)
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশক
শ্রী চরণ সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা জজ আদালত, হুগলী।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

-: আমমোক্তার নামা :-

১) **আরিফ আবু তালেব** ২) **আব্দুল রহমান আবু তালেব** উভয়ের পিতা মরহুম আবু তালেব সাকিম 5/1386, ফাস্ট ফ্লোর, গুমবাজওয়ালি মসজিদনি গলি, হরিপুরা, সুরাট, গুজরাট, পিন 395003, ৩) **আঞ্জুমানারা** পিতা মরহুম আবু তালেব স্বামী আকবর আলি সেখ সাকিম 407A উইং, শিবকৃপা এ্যাপার্টমেন্ট, বাজার পথ, মুম্ব্রা মার্কেট, থানে, মহারাষ্ট্র, পিন 400612 ৪) **নাফিসা** পিতা মরহুম আবু তালেব স্বামী হুমায়ুন সেখ, ৫) **রুবিনা** পিতা মরহুম আবু তালেব স্বামী ফারুক হুসেন সৈয়দ, 4/5-এর সাকিম 5/1386, ফাস্ট ফ্লোর, গুমবাজওয়ালি মসজিদনি গলি, হরিপুরা, সুরাট, গুজরাট, পিন 395003, ১ হইতে ৫ নং এর স্থায়ী সাকিম মুল্টী, ইটাচুনা, পান্ডুয়া, হুগলী, পিন 712147, বিগত ইং- 04/06/2019 তারিখে সুরাট, ডি.এস.আর-I0, নানপুরা অফিসে IV-003/2019 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**আসমা ওরফে আসেমা খাতুন** স্বামী মরহুম আবু তালেব সাকিম 5/1386, ফাস্ট ফ্লোর, গুমবাজওয়ালি মসজিদনি গলি, হরিপুরা, সুরাট, গুজরাট, পিন 395003, স্থায়ী সাকিম মুল্টী, ইটাচুনা, পান্ডুয়া, হুগলী, পিন 712147) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি 16/02/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-0748/2024 নং দলিল মূলে **অনসুয়া কুন্ডু** পিতা ভুবনেশ্বর কুন্ডু সাকিম খন্যান ষ্টেশন বাজার, খন্যান, পান্ডুয়া, হুগলী, পিন 712147 মহাশয়াকে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মুল্টী, জে.এল. 130, হাল 245 খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল 1454 নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় 32 শতকের মধ্যে 16 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **অনসুয়া কুন্ডু** পিতা ভুবনেশ্বর কুন্ডু উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **আসমা ওরফে আসেমা খাতুন**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রীমতী অর্পিতা মুখার্জী পিতা ˇদেবীপ্রসাদ মুখার্জী সাবেক সাকিম চুঁচুড়া স্টেশন রোড, পোঃ চুঁচুড়া আর.এস., থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০২, পঃবঃ, হাল সাকিম ফ্ল্যাট নং 1F1, 267, ইডেন বার্গ, স্কটল্যান্ড, ইউনাইটেড কিংডম, বিগত ইং 24/08/2023 তারিখে স্কটল্যান্ড ইডিনবার্গ ইউ.কে. অফিসে 575/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী বিশ্বনাথ সার্বভৌম** পিতা ˇঅবনী কুমার সার্বভৌম সাকিম নঘরেপাড়া কাজোরাগ্রাম, পোঃ কাজোরাগ্রাম, থানা অন্ডাল, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পিন ৭১৩৩৩৮, পঃবঃ)-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল ইং 07/12/2023 তারিখে ডি.এস.আর-II, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-4045/2023 নং দলিল মূলে **নীরবাহাদুর গুরুং** পিতা ˇরাম বাহাদুর গুরুং সাকিম মঙ্গল পান্ডে আবাসন বি/3, পোঃ 2নং রবীন্দ্র নগর, ভি.টি.সি. কুলিহান্ডা, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712103, পঃবঃ, হাল সাকিম আই/৫ গভঃ কোয়ার্টার পিপুলপাতি, পোঃ হুগলী, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন 712103, পঃবঃ, মহাশয়কে বিক্রয় কোবালা পত্র দলিল মূলে বিক্রয় করিয়া দেন।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা সিমলা, জে.এল. নং 16, আর.এস. 140 তথা হাল এল.আর. 9473, 9474, 9475, ও 9476 খতিয়ানে, আর.এস. 1806 তথা হাল এল.আর. 2007 নং দাগে ভিটি জমি ষোল আনায় 278 শতকের মধ্যে 0.0117 অংশে 01 কাঠা 14 ছটাক বা 03 শতক উক্ত বিক্রয় কোবালা পত্র দলিলের বিক্রয়কৃত সম্পত্তির মধ্যে অবিভক্ত ¼ অংশ (710 বর্গফুট পরিমিত পাকা গৃহাদি সহ) আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, নীরবাহাদুর গুরুং পিতা ˇরাম বাহাদুর গুরুং উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, অফিসে আবেদন করিয়াছেন, যাহার কেস নং MN/2023/0601/14375, তাং 09/12/2023। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

-ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

জেলা হুগলী, মোকাম চন্দননগর ডিঃ ডেলিগেট আদালত চন্দননগর

এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং. ৮৭/২০২৩

দরখাস্তকারী ঃ- সঙ্গিতা প্যাটেল, স্বামী-লাভ প্যাটেল, পিতা মৃত দীনেশ প্যাটেল, সাং-গ্রাম ও পো ঃ নান্দা, থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১২৪।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে ঃ- উক্ত দরখাস্তকারীর পিতা দীনেশ প্যাটেল গত ইংরাজী ২/ ১২/ ২১ তারিখে এবং মাতা অনুসূয়া প্যাটেল গত ইংরাজী ২/ ১২/ ২০২১ তারিখে এবং তাহার ভ্রাতা ভাবিক প্যাটেল গত ইংরাজী ২/ ১২/ ২০২১ তারিখে পরলোক গমন করিলে, তাহাদের ত্যক্ত জীবদ্দশায় রেখে যাওয়া নিম্ন তপশীল বর্ণিত এল.আই.সি. হাওড়া ডিভিশন্যাল পলিসির উপর সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার নিমিত্ত দরখাস্তকারী অত্র আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবেন অন্যথায় একতরফা শুনানি হইবে।

তপশীল

1) Name of the policy holder : Dinesh Patel
Policy No. a) 435183960, Branch - Singur, Sum Assured-Rs. 2,00,000/-, Policy No. b) 496174069, Branch - Singur, Sum Assured-Rs. 3,75,000/-, Policy No. c) 498053571, Branch - Tarakeswar, Sum Assured-Rs. 1,05,000/-

2) Name of the policy holder : Ansuya Patel
Policy No. a) 499830753, Branch - Uttarpara, Sum Assured-Rs. 2,50,000/-, Policy No. b) 436701434, Branch - Singur, Sum Assured-Rs. 2,00,000/-, Policy No. c) 496572946, Branch - Singur, Sum Assured-Rs. 5,00,000/-

3) Name of the policy holder : Bhavik Patel
Policy No. a) 435917053, Branch - Tarakeswar, Sum Assured-Rs. 2,00,000/-, Policy No. b) 496986138, Branch -Tarakeswar, Sum Assured-Rs. 5,00,000/-, Policy No. c) 448055330, Branch - Tarakeswar, Sum Assured-Rs. 2,50,000/-

Grand Total Rs. 25,80,000/- + Int.

রমেশ তিওয়ারী, এ্যাডভোকেট
সৌমেন ঘোষাল, সেরেস্তাদার
চন্দননগর ডিঃ ডেলিগেট আদালত
০৬.০৬.২০২৪

SITUATION VACANT

Professor in perspective in Education. Qualification: As per NCTE norms. Apply with in 7days. Email: **krishnanagarbedcollege@yahoo.com** Krishnanagar B.Ed college, M.G.Road 52 Ruipukur mouza, Krishnagar, Nadia

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

-: আমমোক্তার নামা :-

১) **সেখ আব্দুল আলিম** পিতা মরহুম আব্দুল মান্নান ওরফে সেখ আব্দুল মান্নান সাকিম কুলিপুকুর, পান্ডুয়া, হুগলী ২) **নুরনাহার বিবি** স্বামী মরহুম সেখ নুর ইসলাম ওরফে সেখ নুরুল ইসলাম ৩) **সেখ নাজিবুল ইসলাম** ৪) **নাইমুল ইসলাম** ৩/৪ নং এর পিতা মরহুম সেখ নুর ইসলাম ওরফে সেখ নুরুল ইসলাম, ২/৩/৪ নং এর সাকিম প্লট নং ৩০, গোপীনাথ রোড, ভিমজি প্রেমজি নি ওয়াড়ী তালাজা, ভাবনগর, গুজরাট, পিন ৩৬৪১৪০, বিগত ইং- 10/10/2023 তারিখে পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে I-5307/2023 নং ও I-5308/2023 মোট দুইটি আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**আলি হোসেন সেখ** পিতা মরহুম আব্দুল মান্নান ওরফে সেখ আব্দুল মান্নান সাকিম- কুলিপুকুর, পান্ডুয়া, হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি 28/01/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3280/2024 নং দলিল মূলে **সেখ নাজিবুল** পিতা সেখ আব্দুল লতিফ সাকিম কুলিপুকুর দক্ষিণপাড়া, পান্ডুয়া, হুগলী মহাশয়কে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা কুলিপুকুর, জে.এল. 103, হাল 551, 552, 553 ও 554 খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল 431 দাগে শালি জমি ষোল আনায় 44 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে বিক্রয়কৃত সম্পত্তির পরিমান 22 শতক হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, সেখ নাজিবুল পিতা সেখ আব্দুল লতিফ উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **আলি হোসেন**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

-: আমমোক্তার নামা :-

১)**আরিফ আবু তালেব** ২) **আব্দুল রহমান আবু তালেব** উভয়ের পিতা মরহুম আবু তালেব সাকিম 5/1386, ফাস্ট ফ্লোর, গুমবাজওয়ালি মসজিদনি গলি, হরিপুরা, সুরাট, গুজরাট, পিন 395003, ৩) **আঞ্জুমানারা** পিতা মরহুম আবু তালেব স্বামী আকবর আলি সেখ সাকিম 407A উইং, শিবকৃপা এ্যাপার্টমেন্ট, বাজার পথ, মুম্ব্রা মার্কেট, থানে, মহারাষ্ট্র, পিন 400612 ৪) **নাফিসা** পিতা মরহুম আবু তালেব স্বামী হুমায়ুন সেখ, ৫) **রুবিনা** পিতা মরহুম আবু তালেব স্বামী ফারুক হুসেন সৈয়দ, 4/5-এর সাকিম 5/1386, ফাস্ট ফ্লোর, গুমবাজওয়ালি মসজিদনি গলি, হরিপুরা, সুরাট, গুজরাট, পিন 395003, ১ হইতে ৫ নং এর স্থায়ী সাকিম মুল্টী, ইটাচুনা, পান্ডুয়া, হুগলী, পিন 712147, বিগত ইং- 04/06/2019 তারিখে সুরাট, ডি.এস.আর-I0, নানপুরা অফিসে IV-003/2019 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**আসমা ওরফে আসমা আবুতালেব** স্বামী মরহুম আবু তালেব সাকিম 5/1386, ফাস্ট ফ্লোর, গুমবাজওয়ালি মসজিদনি গলি, হরিপুরা, সুরাট, গুজরাট, পিন 395003, স্থায়ী সাকিম মুল্টী, ইটাচুনা, পান্ডুয়া, হুগলী, পিন 712147) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি 20/02/2024 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1600/2024 নং দলিল মূলে ১) **সেখ মাসুদ হোসেন** ২) **আবুল মফিজ** উভয়ের পিতা আব্দুল রসিদ সাকিম মুল্টী, ইটাচুনা, পান্ডুয়া, হুগলী, পিন 712147 মহাশয়দ্বয়কে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মুল্টী, জে.এল. 130, হাল 245 খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল 1390 নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় 35 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, ১) **সেখ মাসুদ হোসেন** ২)**আবুল মফিজ** উভয়ের পিতা আব্দুল রসিদ উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **আসমা ওরফে আসমা আবুতালেব**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

// মহামান্য জেলা জজ বাহাদুর মহাশয় আদালত, চুঁচুড়া সদর হুগলী //

মিস কেস নং- ৩৪ / ২০২৪

শ্রীমতী তাপসী আওন, স্বামী ˇদেবাশিষ আওন ওরফে দেবাশিষ আওান, সাং-৭০/১ টি সি মুখার্জ্জী স্ট্রীট, পো: ও থানা- রিষড়া, জেলা-হুগলী, পিন ৭১২২৪৮, হাল - সাং- কেয়ার অফ শ্রী মধুসূদন সাহা, ৩৫ ড: টি পি ভট্টাচার্য্য স্ট্রীট, পো: ও থানা-শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পিন - ৭ ১২২০১ ......**দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা সর্ব সাধারন কে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, নিম্ন তপশীলে বিশদ ভাবে বর্ণিত সম্পত্তি **নাবালক দেবব্রত আওন** পিতা ˇদেবাশিষ আওন, এর থাকে। এক্ষনে দরখাস্তকারী মাতা অভিভাবক বিধায় তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার জন্য অত্র আদালতে উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় যদি কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের - ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ বা স্বয়ং হাজির হইয়া অত্র মোকর্দ্দমায় আপত্তি দাখিল করিবেন। নতুবা উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় মহামান্য আদালত কর্তৃক একতরফা শুনানী করা হইবে ।

// তপশীল //

জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা- রিষড়া, জে.এল. নং-২৭ আর.এস. খতিয়ান নং- ২৫৩ এল.আর খতিয়ান নং- ৮০০৫ আর.এস. দাগ নং- ৫২৬০ এল.আর দাগ নং- ১৪৫৯০ এবং আর.এস. দাগ নং- ৫২৬০/৫৮৮৭ মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩ কাঠা ৪০ স্কোয়ার ফুট তদুপরিস্হিত – ৮০০ স্কোয়ারফুট পাকা বাড়ী যাহা রিষড়া মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাভুক্ত হইতেছে।

দরখাস্তকারীর তরফে
অনিমেষ ঘোষ (নিযুক্তীয় উকিলবাবু)
আদেশানুসারে
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
হুগলী জজ আদালত চুঁচুড়া সদর হুগলী ।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া চালু করল ৩৩৩ দিনের স্টার ধন বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া চালু করা হল অত্যন্ত আকর্ষণীয় নতুন পরিষেবা ৩৩৩ দিনের 'স্টার ধন বৃদ্ধি ফিক্সড ডিপোজিট'। এই পরিষেবায় সুপার সিনিয়র সিটিজেনের জন্য সর্বাধিক সুদের হারের কথা ভেবেছে ব্যাঙ্ক। বয়স্কদের জন্য সর্বোচ্চ হার ৭.৯০ শতাংশ পিএ চালু করা হয়েছে। সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ট্রিনিটি ফিক্সড ডিপোজিট ৭.৭৫ শতাংশ পিএ হারে দেওয়া হবে। অন্যান্যদের জন্য ৭.২৫ শতাংশ হারে পিএ দেওয়ার কথা জানিয়েছে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। লোনের এগেইনস্টে ফিক্সড ডিপোজিট এবং প্রিমেটিউর উইথড্রল সুবিধাও পাওয়া যাবে।

গ্রাহকরা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার যেকোনও শাখা থেকে অথবা বিওআই ওমনি নিও অ্যাপ/ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং ব্যবহার করে ৩৩৩ দিনের 'স্টার ধন বৃদ্ধি ফিক্সড ডিপোজিট' পরিষেবা নিতে পারেন। সংশোধিত হারগুলি ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে কার্যকর হবে। তবে এই অফারটি সীমিত সময়ের জন্য।

'আকাশ' ইনস্টিটিউট রাজ্যে নিয়ে এল নতুন ৭টি শাখা

কলকাতা: নিট ও জেইই পরীক্ষার প্রস্তুতি পরিষেবায় জাতীয় স্তরে প্রসিদ্ধ আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিসেস লিমিটেড (এইএসএল) সম্প্রতি ৭টি নতুন লার্নিং সেন্টারের উদ্বোধনের কথা ঘোষণা করল। কলকাতায় দুটি সেন্টার উত্তর কলকাতা ডানলপ এবং দক্ষিণ কলকাতা বেহালাতে খোলা হবে। এছড়াও রাজ্যের অন্যান্য ৫টি স্থান আসানসোল, বর্ধমান, বহরমপুর, মালদা ও কোচবিহারে নতুন সেন্টার চালু হবে। সমস্ত সেন্টার এবছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে চালু করার আশা রাখা হচ্ছে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে, আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিসেস লিমিটেড (এ ইএসএল)-এর এমডি ও সিইও, দীপক মেহরোত্রা বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে ৭টি নতুন লার্নিং সেন্টারের উদ্বোধন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। এটি আমাদের নীতি অনুযায়ী ছোট শহরগুলির ছাত্র ছাত্রীদের কাছে আকাশের মতো একটি ব্র্যান্ডের বিশেষজ্ঞ পরামর্শ পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা। আমি নিশ্চিত যে আমাদের অনন্য শিক্ষণ পদ্ধতি আরও বেশি শিক্ষার্থীদের নিট ও জেইই-তে তাদের কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনে সাহায্য করবে।'

প্রথম প্রশাসনিক বৈঠক করলেন নয়া মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যসচিব পদে দায়িত্বে আসার পর সব দপ্তরের সচিব ও জেলা শাসকের সঙ্গে বৈঠক করলেন মনোজ পন্থ। প্রশাসনিক পরিষেবা নিয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ, অভিযোগ যাতে তৈরি না হয়, বুধবারের এই বৈঠকে সকলকে তা নিশ্চিত করতে বলেন তিনি। তিনি জানান, যে কোনও রকম সমস্যা এবং বিপদ নিয়ে মানুষ এলে, তাঁদের পাশে দাঁড়াতে হবে। সরকারের জনহিতকর প্রকল্পের সুবিধা সব উপভোক্তারা ঠিক মত পাচ্ছেন কিনা তা নজরে রাখতে হবে। ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার প্রকল্প, জরুরী ভিত্তিতে শেষ করতে হবে। ওই বৈঠকেই আবাস যোজনা নিয়ে ফের সমীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২০২৩ সালে এই সমীক্ষা হয়েছিল। তা আরও একবার করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। উল্লেখ্য, কেন্দ্র এই প্রকল্পে টাকা না দিলে রাজ্যই দেবে বলে আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। কী কী প্রকল্প রূপায়ণ বাকি আছে, তার বিস্তারিত তথ্য চেয়েছেন মুখ্যসচিব। সচিবদের জুনিয়র, সিনিয়রের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। যাতে প্রশাসনিক কাজে ভুল ত্রুটি না হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে।

১৫ বছরের বেশি বয়সি গাড়ি বাতিলের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিমে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহত্তর কলকাতায় ১৫ বছরের বেশি বয়সি গাড়ি বাতিলের বিষয়ে হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে রাজ্য সরকার। হাইকোর্টের বেঁধে দেওয়া ১৫ বছরের সময়সীমা বাড়িয়ে কুড়ি বছর করার জন্য সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন জানানো হবে বলে রাজ্য পরিবহন দফতর সূত্রে জানা গেছে। গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ সঠিক থাকলে শুধুমাত্র বয়েসের কারণে গাড়ি বাতিল করে দেওয়ার বিরোধিতা করা হবে। এধরণের গাড়ি গুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দূষণ ছড়ানোর মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকলে যাতে সেগুলিকে ছাড় দেওয়া হয় সে আবেদনও জানানো হবে। প্রবীণ আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি রাজ্যের হয়ে এই মামলা লড়বেন।

হাইকোর্টের নির্দেশ কার্যকর করতে হলে ২০২৫ সালের মধ্যে কেএমডিএ এলাকাতে প্রায় দেড় হাজার গাড়ি বাতিল হয়ে যেতে পারে। গণ পরিবহনের ওপরেও এর বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। সেকারণেই হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে রাজ্যের তরফে।

করম পুজো সরকারি ছুটি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেন: করম পুজো উপলক্ষে রাজ্য সরকার আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর ছুটি ঘোষণা করেছে। নবান্নে অর্থ দপ্তর থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে ওইদিন সব সরকারি, আধা সরকারি অফিস এবং সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা ছাড়াও বিভিন্ন চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের সবেতন ছুটি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

আরজি কর ইস্যুতে গর্জে উঠেছে গোটা বাংলার মানুষ। বঙ্গের জনগণের আবেগকে প্রশমিত না করে মহিলা সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদান করতে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মজবুত করতে মুখ্যমন্ত্রীকে বিশ্বাসযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানিয়ে কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বললেন, 'এনাফ ইজ এনাফ'। বুধবার রাতে নাগরিক সমাজের ডাকে সাড়া দিয়ে রাজভবনে প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানালেন রাজ্যপাল।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ১৯ ভাদ্র ১৪৩১ বৃহস্পতিবার

‘সিবিআই তদন্তের নির্দেশের আগে কোনও কথা শোনেনি হাইকোর্ট’

অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ সন্দীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: একদিকে সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে চিকিৎসক থেকে সাধারণ মানুষ। এরই মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। দুর্নীতির অভিযোগে সম্প্রতি তাঁকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। বর্তমানে তিনি সিবিআই হেফাজতে। সুপ্রিম কোর্টের করা আবেদনে সন্দীপ ঘোষ দাবি করেন, সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার আগে তাঁর কোনও

কথা শোনা হয়নি। তাঁর আরও দাবি, হাসপাতালের ধর্ষণের ঘটনার সঙ্গে দুর্নীতির অভিযোগ জড়িয়ে বিশেষ মন্তব্য করেছে হাইকোর্ট। এই দাবি নিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। আগামী ৬ সেপ্টেম্বর সেই মামলা শুনবে সুপ্রিম কোর্ট।

উল্লেখ্য, প্রায় ১৫ দিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর গত সোমবার গ্রেফতার করা হয় সন্দীপ ঘোষকে। সন্দীপ ঘনিষ্ঠ আরও তিন ব্যক্তিকেও গ্রেফতার করে সিবিআই। বর্তমানে সিবিআই হেফাজতে রয়েছেন তাঁরাও। সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ নতুন নয়। এদিকে দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। হাসপাতালের বর্জ্য পাচার থেকে শুরু করে মৃতদেহের দেহ নিয়েও ব্যবসার অভিযোগ উঠেছে সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে। গত ৯ অগাস্ট আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের মৃতদেহ উদ্ধারের পর নতুন করে সেই সব অভিযোগ সামনে আসে। ঘটনার দায় মাথায় নিয়ে পদত্যাগ করলেও বিতর্ক পিছু ছাড়ে না সন্দীপ ঘোষের। নতুন করে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। সেই মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় আদালত।

রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের দু’দিনের বৈঠক বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডের আবহে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের দু’দিনের বৈঠক বাতিল করা হয়েছে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল। বুধবার সব সদস্যকে ই-মেল করে ওই বৈঠক বাতিল করার কথা জানানো হয়েছে। কেন বৈঠক বাতিল করা হয়েছে ই-মেলে তার কোনও কারণ উল্লেখ করা না হলেও কাউন্সিলের বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের নাম আরজি কর কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে সামনে আসায় গোলমালের আশঙ্কায় বৈঠক বাতিল করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

সুশান্ত রায়, অভীক দে, বিরূপাক্ষ বিশ্বাস, এদের মধ্যে অনেককেই ঘটনাস্থলে দেখা গিয়েছিল বলে অভিযোগ সামনে

এসেছে। যেহেতু তাঁদের কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, এরকম একটা আবহে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের বৈঠকে ঝড় উঠতে পারে এবং এঁদের বহিষ্কারের দাবি উঠতে পারে, সেরকম একটা আশঙ্কা থেকেই এই বৈঠক বাতিল করার সিদ্ধান্ত। সেরকমটাই মনে করছেন চিকিৎসক মহলের অনেকে। তবে, এখনও পর্যন্ত এই বৈঠক বাতিলের কোনও সঠিক কারণ রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের তরফে দেওয়া হয়নি। মেডিক্যাল কাউন্সিলের সভাপতি তথা শ্রীরামপুরের তৃণমূল বিধায়ক সুদীপ্ত রায় এবিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, মোবাইল ফোন বেজে গিয়েছে। তিনি ফোন ধরেননি।

শুধু তা-ই নয়, আরজি কর-কাণ্ডে তোলপাড়ের মধ্যে এবার রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করেছেন রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সদস্য তথা চিকিৎসক দীপাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সভাপতিকে চিঠি দিয়ে পদত্যাগের ঘোষণা করেছেন তিনি। ‘আরজি কর-কাণ্ডে একাধিক বিতর্কে নাম জড়িয়েছে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্যের। এতে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সুনাম নষ্ট হচ্ছে। কাউন্সিলের পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি বজায় রাখতে বিতর্কের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সদস্যদের কাউন্সিলের কাজ থেকে দূরে রাখা হোক।’ রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সভাপতিকে চিঠি দিয়ে এমনই দাবি জানিয়েছেন চিকিৎসক দীপাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছাড়াও রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল থেকে চিকিৎসক সুমন মুখোপাধ্যায়ও ইস্তফা দিয়েছেন।

চিকিৎসকদের কর্মবিরতির ব্যাপক প্রভাব পড়েছে রোগী পরিষেবায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির জেরে রোগী পরিষেবায় ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। হাসপাতালে আউটডোর পরিষেবা ও গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রোপচার প্রায় ৫০ শতাংশ কমেছে বলে স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে। স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম এই মর্মে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছেন। পাশাপাশি সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলিতে রোগী ভর্তির পরিমাণও ২৫ শতাংশ কমে গিয়েছে। প্রতি সপ্তাহে রাজ্যে সব মেডিক্যাল কলেজগুলিতে প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রোপচার হয়। ১০ অগস্ট ডাক্তারদের কর্মবিরতি চালু হওয়ার পর থেকে তা ৫০ শতাংশ কমে গেছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এদিকে সরকারি হাসপাতালের রোগী পরিষেবা ব্যহত হওয়ায় বেসরকারি হাসপাতালে খরচের ঝোঁক বেড়েছে। যার ফলে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পেও বাড়তি খরচ হচ্ছে বলে স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে। ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হাসপাতালগুলির বিল মেটাতে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় ১৫০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে। এজন্য দৈনিক গড়ে প্রায় ৬ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। আগে এই অঙ্ক ছিল ৩ কোটি টাকা। এদিকে উদ্ভুত পরিস্থিতির জেরে আরজি কর সহ শহরের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সামনে হেল্প ডেস্ক চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। দূর-দূরান্ত থেকে আসা রোগীদের সরকারি স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা দিতে শহরের বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে ওই হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে।

উল্লেখ্য, কলকাতার আরজি করে কর্তব্যরত অবস্থায় চিকিৎসক ছাত্রী ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর থেকে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি শুরু হয়েছে। এই আন্দোলনে পাশে দাঁড়িয়েছেন সিনিয়র ডাক্তাররাও। যার প্রভাব পড়ছে হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবায়। শুধু আরজি কর হাসপাতালেই নয়, রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজগুলিতেও একই চিত্র লক্ষ্য করা গিয়েছে। সবথেকে বেশি প্রভাব পড়েছে, আরজি কর এবং এসএসকেএম হাসপাতালে।

হরিয়ানায় গণপিটুনির বলি হওয়া শ্রমিকের স্ত্রীকে চাকরি দিল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: হরিয়ানায় কাজে করতে গিয়ে গণপিটুনির বলি হওয়া এরাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের পাশে দাঁড়াল রাজ্য সরকার। বাসন্তীর বাসিন্দা নিহত সাবির মল্লিকের স্ত্রীর জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বুধবার নবান্নে সাবিরের স্ত্রী শাকিলা সর্দার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে তাঁর হাতে নিয়োগ পত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। শাকিলাকে বাসন্তী ব্লক ভূমি সংস্কার অফিসের সহায়ক পদে নিয়োগ করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে।

গত ২৭ অগস্ট হরিয়ানার চরখি দাদরি জেলার অন্তর্গত বধরা থানা এলাকায় সাবির মল্লিককে পিটিয়ে খুন করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। গোমাংস ভক্ষণের সন্দেহে গোরক্ষকেরা তাঁকে হত্যা করে বলে পরিবারের তরফে অভিযোগ জানানো হয়েছে। সেই ঘটনার পরেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল শোকস্তব্ধ পরিবারের সঙ্গে দেখা করে। রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম-সহ এক প্রতিনিধি দল গিয়েছিল বাসন্তীতে সাবিরের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে। সামিরুল রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের দায়িত্বেও রয়েছেন। তখনই পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে পরিবারের একজনকে চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় রাজ্যের তরফে।

বেলঘড়িয়ায় প্রকাশ্যে স্কুল ছাত্রীকে ধারালো অস্ত্রের কোপ, ধৃত অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আরজি কর কান্ড নিয়ে তোলপাড় গোটা রাজ্য। তারই মধ্যে বেলঘড়িয়ার প্রফুল্লনগরে ভর দুপুরে এক স্কুল ছাত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপানোর অভিযোগ উঠল স্থানীয় এক কিশোরের বিরুদ্ধে। ক্ষিপ্ত জনতা অভিযুক্তকে পাকড়াও করে গণধোলাই দেয়। বেলঘড়িয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে স্কুল থেকে মায়ের সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল ওই ছাত্রী। বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ে সন্নিহিত প্রফুল্লনগর এলাকায় ওই ছাত্রীর সঙ্গে স্থানীয় কিশোরের বচসা হয়। বচসা চলাকালীন ওই কিশোর ছাত্রীর ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। ছাত্রীর মাথা, গলা, ঘাড় মুখ-সহ নানা জায়গায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত করে হামলাকারী। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে ওই ছাত্রী।

সংকটজনক অবস্থায় ওই ছাত্রী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিকে স্থানীয়রা ছুটে এসে অভিযুক্তকে পাকড়াও করে উত্তম মধ্যম দেয়। উত্তেজনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। ঘটনার প্রতিবাদে ব্যস্ততম বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় মানুষজন। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন স্থানীয় মহিলারা।

অবরোধে সামিল হওয়া তরুণী পায়েল ভট্টাচার্য বলেন, নারীদের সুরক্ষা কোথায়। আরজি কর কান্ড নিয়ে তোলপাড় গোটা দেশ। তারই মধ্যে এদিন প্রকাশ্যে এক স্কুল ছাত্রীকে কোপানো হয়েছে। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হলেন স্থানীয়রা।

প্রতিবাদী নাট্যকার চন্দন সেনের সঙ্গে দেখা করলেন সজল ও কৌস্তুভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূল বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিকের খোঁচায় অপমানিত হয়ে রাজ্য সরকারের দেওয়া ‘দীনবন্ধু মিত্র পুরস্কার’ ফেরাতে উদগ্রীব ব্যারাকপুরের বাসিন্দা প্রবীণ নাট্যকার চন্দন সেন। ইতিমধ্যেই তিনি মঙ্গলবার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিবের কাছে ইমেলও করেছেন। বুধবার সকালে নাট্যকার চন্দন সেনের ব্যারাকপুরের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান কলকাতা কর্পোরেশনের পুরপিতা তথা বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী তথা বিজেপি নেতা কৌস্তুভ বাগচী। তাঁরা চন্দন বাবুর প্রতিবাদের সত্তাকে কুর্নিশ জানালেন। বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আমরা চন্দন সেনের বাড়িতে আসিনি। সরকারের অগণতান্ত্রিক নীতি এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন করছেন, আমরা সাধারণ মানুষ

হিসেবে তাঁদের পাশে দাঁড়াচ্ছি। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে উনি সরকারি পুরস্কার ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন। তাই ওনাকে প্রণাম করতে ব্যারাকপুরে এসেছি।’ বিজেপি নেতা কৌস্তুভ বাগচী বলেন, ‘চন্দন বাবু ব্যারাকপুরের গর্ব। ব্যারাকপুরবাসী হিসেবে উনি শিরদাঁড়ার শক্ত থাকার পরিচয় দিয়েছেন। উনি প্রতিবাদী সত্তার প্রতীক হয়ে থাকলেন। তাই ওনাকে প্রণাম জানাতে এসেছি।’ অপরদিকে নাট্যকার চন্দন সেন বলেন, ‘আমার নাটক কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে কথা বলে না। নাটকগুলো সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথা বলে। কিন্তু একজন তৃণমূল বিধায়ক পুরস্কার ফিরিয়ে প্রতিবাদ করার কথা বলছেন। তার মানে উনি সরকারের তরফে এটা বলেছেন। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।’ অন্যদিকে, চন্দনবাবুর পথ অনুসরণ করে এখনও অনেকেই সরকারি পুরস্কার ফেরাচ্ছেন। যারা পুরস্কার ফেরাচ্ছেন তাদের তিনি অভিনন্দন জানান।

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি’র প্রশ্ন মন্ত্রী চন্দ্রনাথকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে তলব করেছিল ইডি। এই তলবের জেরে বুধবার সকালেই তিনি পৌঁছে যান সিজিও কমপ্লেক্স ইডির দফতরে।

উল্লেখ্য, এর আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বোলপুরের বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিনহার বাড়িতে হানা দেয় ইডি। সেই তল্লাশিতে তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ৪৪ লাখ টাকা। গত ২২ মার্চ বোলপুরের নিচুপট্টিতে চন্দ্রনাথ সিনহার বাড়িতে যান ইডির একটি দল। বাড়ি তল্লাশি করা হয়। উদ্ধার হয় ওই বিপুল টাকা। কারামন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ার পর তাঁকে এবার ডেকে পাঠানো হল। সূত্রের খবর, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এর আগে যাদের গ্রেফতার করা হয়, তাদের জেরা করেই নাম পাওয়া গিয়েছে চন্দ্রনাথের। পাশাপাশি কুন্তলের ডাইরিতে একশো জনেরও বেশি লোকের নাম পাওয়া গিয়েছিল। সেইসব নামের মধ্যে ছিল চন্দ্রনাথ সিনহার নামও। ইডির তরফে বিভিন্ন নথি চন্দ্রনাথের কাছ থেকে চাওয়া হয়েছে। সেইসব নথি নিয়েই তিনি এদিন ইডি দফতরে পৌঁছান বলে খবর। এর আগে তাঁকে একবার তাঁর বাড়িতে সারাদিন জিজ্ঞাসবাদ করেছিল ইডি। তার ফোনও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। সেই ফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বেশকিছু তথ্য পাওয়া যায় বলেই জানা গেছে ইডির তরফ থেকে। আর তারই সূত্র ধরে বুধবারের এই তলব। এখন নতুন কিছু তথ্য পাওয়া যায় কিনা সেটাই দেখার।

নগরপালের বিবেক বোধ, মেরুদন্ড থাকলে উনি পদত্যাগ করতেন: মনোজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কলকাতা নগরপালের পদত্যাগের দাবিতে জুনিয়র চিকিৎসকরা মঙ্গলবার নগরপালের কাছেই স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। এপ্রসঙ্গে বিজেপির ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ‘নগরপালের বিবেকবোধ, বিচারবুদ্ধি কিংবা মেরুদন্ড থাকলে উনি পদত্যাগ করতেন।’ তাঁর দাবি, ‘তৃণমূল সরকারের মন্ত্রী থেকে শুরু করে আমলারা সবাই নাক-কান কাটা। আরজি কর কাণ্ডের বিচার চেয়ে বাংলার মানুষ যেভাবে পথে নেমেছেন। তাতে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্য মন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী এবং নগরপালের পদত্যাগ করা উচিত।’ রাজ্যের ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী বুধবার রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল বঙ্গ বিজেপি। এদিন পানপুর বিডিও অফিসের সামনেও অবস্থান বিক্ষোভ করেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। উক্ত অবস্থান বিক্ষোভে বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি ছাড়াও মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র হাজির ছিলেন। এদিন ফাল্গুনী পাত্র বলেন, ‘রাজ্যের ৪৮ হাজার ৬০০ ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি হয়নি। সব ‘পেন্ডিং’ হয়ে পড়ে রয়েছে। ফাল্গুনীর কথায়, দেশের আইন মোতাবেক ধনঞ্জয়ের ফাঁসি হয়েছে। তবুও ধর্ষণ বিরোধী নতুন আইন আনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নাটক শুরু করে দিয়েছেন।’

জ্যোতিপ্রিয়র নতুন করে স্বাস্থ্য পরীক্ষার নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবী অসুস্থতার কথা বললেও তা মানতে রাজি নয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এসএসকেএম-এর রিপোর্টে ভুল বলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ইডি। তাই ফের নতুন করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে জ্যোতিপ্রিয়র।

এদিকে, ইডি-র আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদীর বক্তব্য, রিপোর্টে বেশ কিছু গলদ আছে বলে তাদের মনে হয়েছে। কমান্ড হাসপাতালে প্রাক্তন মন্ত্রীর মেডিক্যাল টেস্ট করার কথা বলেছেন তারা। এর আগেও হাইকোর্টের অন্য বেঞ্চের নির্দেশে কমান্ড হাসপাতালে মেডিক্যাল টেস্ট হয়েছে জ্যোতিপ্রিয়র।

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের আইনজীবী মিলন মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, যে কোনও মুহূর্তে প্রাক্তন মন্ত্রীর ডায়ালিসিস করার প্রয়োজন হতে পারে। আইনজীবী বলেন, ‘আমরা বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু রিপোর্ট দেখে আদালত অন্তত বোঝার চেষ্টা করুক এবং সিদ্ধান্ত নিক।’ এই প্রসঙ্গে ইডি-র বক্তব্য, ২০১৯ সালের জুন মাসের রিপোর্টে বলা হয়েছে জ্যোতিপ্রিয়র সুগার ৯.৮। সুগারের মাত্রা খাওয়া দাওয়ার উপর নির্ভর করে। আইনজীবীর বক্তব্য, টেস্ট করার আগে প্রচুর মিষ্টি খেয়ে থাকলে রিপোর্টে মাত্রাও বেশি দেখাবে। শুনানির পর ইস্টার্ন কমান্ড হাসপাতালে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ফের স্বাস্থ্য পরীক্ষার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। সঙ্গে এও নির্দেশ দেওয়া হয় যে, প্রেসিডেন্সি জেলের সুপার ও ইডি-র প্রতিনিধির উপস্থিতিতেই এই পরীক্ষা করতে হবে। এরআগে কলকাতার এসএসকেএম ও অ্যাপোলো হাসপাতালে যে পরীক্ষা হয়েছিল, সেই রিপোর্টে ভুল রয়েছে বলে অভিযোগ জানিয়েছিল ইডি। সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই ফের স্বাস্থ্য পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হল। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের নির্দেশ, আগামী ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে কমান্ড হাসপাতালকে। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে ৩ টেয় ফের এই মামলার শুনানি।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনে ভর্তিতে ‘দুর্নীতি’র অভিযোগ আরজি করের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের কাঠগড়ায় আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ। এবার আরজি করের বিরুদ্ধে উঠেছে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনে ভর্তিতে ‘দুর্নীতি’-র অভিযোগ। অভিযোগের তির কলেজের তৎকালীন ডিন অফ স্টুডেন্টস এফেয়ার্স বুলবুল মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। আদালত সূত্রে খবর, এই ইস্যুতে মামলা দায়েরও করা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। আগামী সপ্তাহের শুনানির সম্ভাবনা।

আদালত সূত্রে খবর, মামলাকারীর নাম রাজীব রঞ্জন। বিহারের চিকিৎসক এই রাজীব রঞ্জন। ২০২২ সালে আরজি করে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন তিনি। এরপর ২০২২-এর ২৩ নভেম্বর নিয়মাফিক নথি যাচাইয়ের জন্য আরজি করে আসেন। কিন্তু যখন নথি যাচাই পর্ব শুরু হয়, তখন রাজীবকে নাকি বলা হয়, তাঁর নথি ও শংসাপত্র জাল! শুরু হয় তুমুল বাক-বিতণ্ডা। তখন আরজি করের ডিন অফ স্টুডেন্টস এফেয়ার্স ছিলেন বুলবুল মুখোপাধ্যায়। রাজীবের দাবি, তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই অভিযোগ দায়ের করা হয় টালা থানায়। পড়শি রাজ্যের ওই চিকিৎসককে ২০২২ সালের ৩ রা ডিসেম্বর পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয় শিয়ালদা আদালত। পরে জামিন পান রাজীব। এখনও পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনে ভর্তি হতে পারেননি রাজীব। তাঁর দাবি, তদন্ত চলাকালীন বিহারের মেডিক্যাল কাউন্সিলের কাছ থেকেও নথি যাচাই করা হয়েছিল। কাউন্সিল জানিয়েছিল, বিহারে মেডিক্যাল কাউন্সিলের রেজিস্টার্ড চিকিৎসক তিনি। কিন্তু তারপরেও সমস্ত আটক নথি আটকে রেখেছে পুলিশ।

নিজের বাড়িতেই অভিযোগের কপি লুকিয়ে রাখতেন সন্দীপ, দাবি সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ। হাসপাতালের বর্জ্য পাচার থেকে শুরু করে মর্গ থেকে দেহ পাচার-একাধিক অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এদিকে এই সন্দীপ ঘোষ নিয়ে কাটাছেঁড়া শুরু হতেই আরও নানান চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে। জানা যাচ্ছে, সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উঠেছে, তার তদন্তে রয়েছেন খোদ সন্দীপ ঘোষই।

আরজি কর মামলার তদন্তভার হাতে পাওয়ার পরই সন্দীপ ঘোষের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল সিবিআই। সকালে সন্দীপের বাড়িতে ঢুকেছিলেন আধিকারিকরা, সন্ধ্যায় পোটলা বেঁধে নথি নিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়। এই সব নথি ঘেঁটে সিবিআইয়ের হাতে অনেক তথ্যই আসে। এরপরই সিবিআই দাবি করে, সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ জমা পড়ত, সেইসব অভিযোগপত্রের আসল কপি মিলেছে সন্দীপের বাড়িতে। সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠেছে, যে নথি থাকার কথা হাসপাতালে, সেই নথি সন্দীপের বাড়িতে কেন তা নিয়েও। তদন্তকারীদের সন্দেহ, নিজের বিরুদ্ধে তদন্ত আটকাতেই অভিযোগের কপি বাড়িতে লুকিয়ে রাখতেন সন্দীপ। সন্দীপের বাড়িতে মিলেছে এনকোয়ারি রিপোর্টের কপিও। সিবিআই মনে করছে, তাঁর বিরুদ্ধে রিপোর্ট জমা পড়তেও দিতেন না সন্দীপ। এই বিষয়টি মঙ্গলবারই আলিপুর আদালতে জানিয়েছে সিবিআই।

প্রসঙ্গত, আরজি করের ছত্রে ছত্রে যে দুর্নীতি রয়েছে, তা মামলা চলাকালীন নির্দেশনামায় উল্লেখ করছেন আলিপুর আদালতের বিচারক। বিচারকের পর্যবেক্ষণ, আরজি করের দুর্নীতি ‘বিগ স্ক্যাম’। মঙ্গলবারই বিচারক নির্দেশনামায় লিখেছেন, ‘কেস ডায়েরি যত্ন সহকারে খুঁটিয়ে পড়ার পর বোঝা যাচ্ছে এই কেস একটি বড় স্ক্যাম। এজেন্সিকে এই দুর্নীতির মানি ট্রেল ও কীভাবে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তা খুঁজে বের করতে হবে।’ এক বছর আগে আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার নন মেডিক্যাল আখতার আলি আঙুল তুলেছিলেন সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে। হাসপাতালের মর্গ থেকে শুরু করে বর্জ্য পাচার-সবতেই দুর্নীতির একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ ওঠে সন্দীপের বিরুদ্ধে। স্বাস্থ্য দফতরের বিভিন্ন প্রশাসনিক শাখার অভিযোগ করেছিলেন আখতার আলি। আরজি করে ধর্ষণ করে খুনের মামলার তদন্তে সেই বিষয়গুলো নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

বিরূপাক্ষকে কাকদ্বীপ হাসপাতালে বদলি করতেই শুরু বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বাস্থ্যভবন থেকে কাকদ্বীপ সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে বদলি করা হয়েছে আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত বিরূপাক্ষ বিশ্বাসকে। আর এই নির্দেশিকা সামনে আসার পরই শুরু হয়ে যায় বিক্ষোভ। ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার সিএমওএইচের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেন ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তাররা। স্থানীয় সূত্রে খবর, দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে সিএমওএইচের অফিসের গেটের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে বসেন চিকিৎসক পড়ুয়ারাও।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, বিরূপাক্ষ বিশ্বাস বর্ধমান-সহ রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক পড়ুয়া-সহ জুনিয়র চিকিৎসকদের উপর ‘থ্রেট কালচার’ শুরু করেছিলেন। যেহেতু ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার আওতাধীন ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। একইরকম ভাবে এই স্বাস্থ্য জেলার আওতাধীন কাকদ্বীপ সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালও। তাই কাকদ্বীপ সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে বিরূপাক্ষ বিশ্বাস যোগদান করলে আবারও কর্তৃত্ব ফলাতে পারেন বলেই আশঙ্কা করছেন তাঁরা। আর সেই কারণেই শুরু হয় বিক্ষোভ। তাঁদের একটাই দাবি, কোনও ভাবেই বিরূপাক্ষ বিশ্বাসকে কাকদ্বীপ সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে যোগদান করতে দেওয়া হবে না। বিরূপাক্ষের এই বদলি প্রসঙ্গে জুনিয়র চিকিৎসক সাগ্নিক মিদ্দা জানান, ‘বিরূপাক্ষের অর্ডার এসেছিল ২০২৩ সালে। এতদিন নিজের প্রভাব খাটিয়ে

বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে থেকে গিয়েছিলেন। এখন সেখানকার আন্দোলন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। এতদিনে উনি ট্রান্সফার নিতে বাধ্য হলেন। ওইখানকার ছাত্ররা জানিয়ে দিয়েছে, কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিক বা না নিক, পড়ুয়ারাই যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেবে। আমাদের গায়নো বিভাগের প্রাক্তন এইচওডি সমাদৃতা ম্যাডামকে থ্রেট করেছিলেন বিরূপাক্ষ। তাই ওনার সঙ্গে সম্পর্ক পুরনো দিনের। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত এই অর্ডার ফিরিয়ে নেওয়া না হচ্ছে আমাদের অবস্থান চলবে।’

উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য ভবন মঙ্গলবারই বিরূপাক্ষকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ থেকে সরিয়ে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজের অন্তর্গত কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে বদলি করেছে। যদিও, এ প্রসঙ্গে বিরূপাক্ষ জানান, ‘যখন আমি কাউন্সিলিংয়ে যোগ দিই, সেই সময় দুটো তিনটে হাসপাতাল পেয়েছিলাম। তার সঙ্গে পানিহাটি বা নৈহাটি হাসপাতাল আর কাকদ্বীপ হাসপাতাল পেয়েছিলাম। কাকদ্বীপ নিয়েছি কারণ কলকাতা পার্শ্ববর্তী এলাকা। আরজি কর সূত্রে কোনও যোগাযোগ নেই। আমার বিরুদ্ধে যা ছড়ানো হচ্ছে তা মিথ্যে কথা। এটা আমার মেধা তালিকা। এমডি-তে আমি কত নম্বর পেয়েছিলাম তার ভিত্তিতে একটি কাউন্সিলিংয়ে যোগ দিতে হয়। সেই অর্থে কপালে জুটেছে কাকদ্বীপ।’

সম্পাদকীয়

শেখ হাসিনা ছিলেন ভারতের স্বীকৃত ও পরীক্ষিত এক বন্ধু

বাস্তবিক অর্থেই এখন তাৎপর্যপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ। জুলাই-অগস্টে বাংলাদেশের মাটিতে হাসিনা সরকারের নাম-কা-ওয়াস্তে 'গণতন্ত্র' চালিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে যে অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থান ঘটে গেল, তা আকস্মিক নয়। ২০১৮ ও ২০২৪ সালের ভোট নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে নানা ভাবে। কারচুপির ছবিগুলো কোনও ভাবে আড়াল করা যায়নি। আন্দোলনের প্রত্যুত্তরে সরকারের নিষ্ঠুরতম রাষ্ট্রীয় হিংসা দেখে মনে প্রশ্ন জাগে, ১৯৮৯ সালে তিয়েনআনমেন স্কোয়ারের ছাত্রবিপ্লব দমনের ছবিটা হাসিনার চোখে ভেসেছিল কি? তবে বাংলাদেশের এই গণঅভ্যুত্থানে কোনও নতুন ইতিহাস তৈরি হবে কি না, তা নিয়ে আশঙ্কা, উদ্বেগ রয়েই গেল। নতুন আন্দোলনে ঢুকে পড়ল রক্ষণশীল রাজনীতির উত্তাল তরঙ্গ। ইসলামি মৌলবাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে ভারত বিরোধিতা। বাংলাদেশে যত্রতত্র ভারত-বিরোধী মনোভাব কেন মাথা তুলছে, ভারতের তা অজানা নয়। স্বাধীনতার ৫০তম বর্ষপূর্তিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে বাংলাদেশে সত্তরটিরও বেশি বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছিল। এত সাহায্য, এত দ্বিপাক্ষিক সফর, এত উন্নয়ন সত্ত্বেও বিরোধিতার বহর কেন দিন দিন বেড়েই চলেছে, তা গভীর ভাবে অনুধাবন করতে হবে। নেপাল, মলদ্বীপেও এমনই হচ্ছে। তা হলে কি ধরে নিতে হবে ভারতের বিদেশনীতি এবং তার রূপায়ণে কোথাও ভুল হচ্ছে? মাটিতে দাঁড়িয়ে ঘ্রাণ না-নিলে বাস্তবের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় না। ভারতীয় নেতৃত্বকে মাটিতে নেমে আসতে হবে। সন্দেহ নেই, শেখ হাসিনা ছিলেন ভারতের স্বীকৃত ও পরীক্ষিত বন্ধু। ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় বাংলাদেশে তাঁর অবস্থান দৃঢ় থাকা ভারত এখনও জরুরি মনে করে। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের দেশে শাসককে জনপ্রিয়ও থাকতে হবে; যেটা সহজ নয়। দুই ক্ষেত্রেই ভারতের করণীয় অনেক কিছুই। সেই দায়িত্ব থেকে মুখ ফেরালে সঙ্কটে পড়বে দু'টি দেশই।

শব্দবাণ-৩৫

■	■	১			২	■
৩			■	■		■
	■		■	৪		৫
	■	■	■	■	■	
৬	৭		■	৮	■	
■		■	■	৯		
■	১০				■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১.কাচ্চাবাচ্চা ৩. মূর্ছিত, অচেতন ৪. বেতন ৬. লতার তুল্য ৯. প্রচারিত, সুবিদিত ১০. সংবর্ধনা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ঝাঁঝরি, ছিদ্রযুক্ত হাতা ২. জব্দ ৩. অঢেল, প্রচুর ৫. অব্দ ৭. ঘোর অন্ধকারময় ৮. খতম, সাবাড়।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৪

পাশাপাশি: ২. অনুমোদন ৫. ইরা ৬. কাজ ৭. পিতা ৮. বেনে ১০. কমসেকম ।

উপর-নীচ: ১. রদ ২. অনেকানেক ৩. মোদী ৪. নই তালিম ৯. যেসে ১১. মম।

জন্মদিন

আজকের দিন

প্রজ্ঞান ওঝা

১৯৬৩ *বিশিষ্ট নির্বাচন বিশেষজ্ঞ যোগেন্দ্র যাদবের জন্মদিন।*
১৯৭৯ *বিশিষ্ট সরোদবাদক আয়ান আলি খানের জন্মদিন।*
১৯৮৬ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় প্রজ্ঞান ওঝার জন্মদিন।*

শিক্ষক-শিরোমণি হলেন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

আজ শিক্ষক দিবস ● ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন

মতিউর রহমান

৫ ই সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষক দিবস। এই দিনটি শিক্ষক - শিরোমণি ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভারতরত্ন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন। এদিন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক, আদর্শ শিক্ষক এবং ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণকে দেশবাসী স্মরণ করবেন, একই সাথে সমাজে শিক্ষককুলের অনন্য সাধারণ অবদানের জন্য তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।

এই দিনটি ছাত্রদের জীবনে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এদিন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি ও নাটক প্রদর্শিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকারাও নানাভাবে এর সঙ্গে যুক্ত থাকেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ফুল, কার্ড ও নানা উপহারে ভরিয়ে দেয় ছাত্র-ছাত্রীরা। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ১৮৮৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তামিলনাড়ুর তিরুট্টানিতে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, ছিলেন বাগ্মী। দর্শন নিয়ে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি করেন। ব্রিটিশ সরকার তাকে নাইটহুড সম্মান প্রদান করে। ভারত সরকার ১৯৫৪ সালে তাকে ভারতরত্ন পুরস্কারে ভূষিত করে। তিনি দেশ ও বিদেশে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৬২ সালে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ভারতের রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তার গুণমুগ্ধ বহু প্রাক্তন ছাত্র তার জন্মদিন ৫ই সেপ্টেম্বর বিশেষ মর্যাদার সাথে পালন করার জন্য আবেদন জানান। শিক্ষকতা বৃত্তিতে নিবেদিতপ্রাণ ডঃ রাধাকৃষণ দেশের সমগ্র আচার্যকুলের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সাহায্যে তার জন্মদিবস উদযাপিত হলে তিনি সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তার এই তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্যে তার ছাত্ররা অভিভূত হন । তার ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার পাঁচই সেপ্টেম্বরকে দেশব্যাপী জাতীয় শিক্ষক দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। ১৯৬২ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষক দিবস উদযাপন শুরু হয়।

আমাদের দেশে ৫ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস হিসাবে উদযাপিত হলেও বিশ্বের বহু দেশে ৫ই অক্টোবর শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করা হয়। ১৯৯৪ সালের ৫ই অক্টোবর থেকে ইউনেস্কো দ্বারা এই দিনটি 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস 'হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। শিক্ষক দিবস হচ্ছে সারা বিশ্বের শিক্ষকদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের দিন। শিক্ষকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এই যে ধারা তা যাতে আগামীতেও অব্যাহত থাকে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

বর্তমানে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নৈতিক অবক্ষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাদের মধ্যে মূল্যবোধ ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। শ্রেণিকক্ষের মধ্যে শিক্ষককে হেনস্তা করা, শিক্ষক ঘেরাও, অপমানজনক কথাবার্তা বলা, শিক্ষকের গায়ে হাত তোলার মত ঘটনা ইদানিং প্রায়শই ঘটছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেন নৈতিক অবক্ষয়, নৈরাজ্য ও অস্থির মানসিকতা দানা বাঁধছে? আমরা ছোটবেলায় দেখেছি, আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকারা কঠোর শাসন করতেন, প্রয়োজনে বেত্রাঘাত করতেন। আমাদের অভিভাবকরা তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ানিনি। কিন্তু বর্তমানে অভিভাবকদের মধ্যেও এক ধরনের অস্থির অসহিষ্ণু মানসিকতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের একটু শাসন করলে তারা স্কুলে ছুটে আসছেন। তেড়ে আসছেন সমাজের মাথারা। স্কুলে হইহই করে ঢুকে পড়ছে রাজনীতি। সময় বদলাচ্ছে ঠিকই তবে এটা লক্ষ্য রাখতে হবে, শিক্ষক এবং ছাত্রের সম্পর্কের রসায়নটা যেন নষ্ট না হয়। এটাও বাস্তব যে, কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মধ্যে বিচ্যুতি বা ফাঁকফোকর থেকে যাচ্ছে। তার মানে সমস্ত শিক্ষক খারাপ এ ধারণা ঠিক নয়। বেশিরভাগ শিক্ষক তাদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছেন। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, শিক্ষকতা শুধু পেশা নয় , এটা একটা ব্রত। এটা একটা ধর্ম। যে ধর্মকে ধারণ করে দাঁড়িয়ে থাকে দেশ , সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

একজন শিক্ষক একইসঙ্গে হবেন কঠিন ও কোমল। থাকবে শাসন ও স্নেহ। একজন শিক্ষক শুধুমাত্র একাডেমিক শিক্ষায় আমাদের শিক্ষিত করে তোলেন এমনটি নয়, তার পাশাপাশি জীবনে সঠিক পথে এগিয়ে চলার শিক্ষা তিনি প্রদান করেন। জীবনে শুধুমাত্র সাফল্য নয়, ব্যর্থতাকেও মোকাবিলা করে কিভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হবে তাও শেখান তিনি। একজন শিক্ষক হলেন মানুষ গড়ার কারিগর। আজকের ছাত্র-যুবরাই আগামী দিনে দেশের নাগরিক। তারা যদি সঠিকভাবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে প্রগতির পথে এগিয়ে যাবে দেশ। সমস্ত নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতন থেকে তারা যাতে দূরে থাকে সেদিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে এবং তাদেরকে সবসময় আগলে রাখতে হবে।

যিনি পাঠ্য বই পড়ান তিনিই শুধু শিক্ষক নন , যিনি নাচ গান আবৃত্তি শেখান তিনিও শিক্ষক। সমস্ত শিক্ষকই সম্মানের, শ্রদ্ধার। একজন শিক্ষকের স্থান সবার উপরে। শিক্ষক দিবস হচ্ছে, শিক্ষকের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের দিন। তবে একটা কথা স্মরণে রাখা দরকার, এদিন শুধুমাত্র ডঃ রাধাকৃষ্ণণের প্রতিকৃতিতে ফুলমালা আর হৈহই করে দিনটি কাটালেই হবে না। ডঃ রাধাকৃষ্ণণের জীবন দর্শন আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। তাকে আমাদের জীবনে পাথেয় করতে হবে। ৫ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে গুরুর প্রতি , শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের দিন। সারা বছর এই আপ্তবাক্য আমরা স্মরণ করব, পালন করব। শিক্ষকরা বছরভর থাকবেন আমাদের অন্তরে শ্রদ্ধা ভক্তি আর ভালোবাসায়। শিক্ষক দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার ।

স্মরণে শিক্ষক দিবস

রথীন কুমার চন্দ

আমাদের স্কুল জীবনের সবচেয়ে প্রত্যাশিত দিনটি যখন আমরা আমাদের শিক্ষকদের একটি স্বস্তিদায়ক মেজাজে পাব। তারা ক্লাসে আসতো নৈমিত্তিক ও রিল্যাক্স মুডে। পাঠ্য পাঠদানের প্রস্তুতির জন্য কোন টেনশন ছিল না, দৈনন্দিন রুটিন থেকে মুক্ত, তারা আমাদের স্বাধীনতা এবং শ্রেণীকক্ষে অতিরিক্ত পাঠ্যক্রমিক কার্যকলাপ অনুশীলনের অবাধ প্রবেশাধিকার দিত। আমাদের কয়েকজন ক্লাস ফেলো ব্ল্যাকবোর্ডে নকশা আঁকতেন এবং হস্তশিল্প দিয়ে ক্লাসরুম সাজাতেন।

সেদিন শিক্ষকরা একঘেয়ে রুটিন ওয়ার্ক থেকে তাদের স্বস্তি উপভোগ করেছিলেন। তারা প্রাথমিক পর্যায়ে সতর্ক করে দিয়েছিল যে শিক্ষক দিবসের সুবিধা নিয়ে কোনো বিশৃঙ্খলা না করা এবং কোনো দুর্ব্যবহার করার জন্য তারা তিরস্কার করার মুডে ছিল না।

এমনকি কিছু ছাত্র শিক্ষকদের ব্ল্যাকবোর্ডে কার্টুন আঁকেন যারা রুটিন ওয়ার্ক হিসাবে বাড়ির কাজ চেকিং করতে কঠোর এবং কঠোর ছিল। শিক্ষকরা এই বিষয়ে মাথা ঘামালেন না এবং সেই দুষ্টুমিগুলিকে উপেক্ষা করলেন এবং দিনের জন্য ক্ষমা করলেন।

শিক্ষক দিবসটি তাদের প্রিয় ছাত্রদের কাছ থেকে শিক্ষকদের জন্যও একটি বিস্ময়কর দিন ছিল যারা তার সেরা শিক্ষককে সেই দিনের জন্য একটি বিশেষ উপহার দিতে চান একগুচ্ছ গোলাপ বা ফুলের বোক, মালা বা এই জাতীয় অন্যান্য উপহার একজন শিক্ষার্থী তাদের দিতে চান। প্রিয় শিক্ষক।

শিক্ষকরা তাদের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপের জন্য অনুপ্রাণিত করেন এবং এই জাতীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য তাদের মূল্যায়ন করেন এবং তাদের ভবিষ্যতের ক্যারিয়ারের জন্য এটি চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কোনো কোনো শিক্ষক শিক্ষক দিবসের মূল্যায়ন সংক্ষেপে বলতেন, কার জন্মদিন পালন করা হয়, কেন এই দিনটি এত গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষক দিবসটি ছিল আমাদের শিক্ষকদের প্রতি আমাদের ভালবাসা দেখানোর একটি দিন, আমাদের একচেটিয়া প্রতিভা যে দিনটির জন্য আমরা দীর্ঘ বছর ধরে অপেক্ষা করেছি এবং মন, হৃদয় এবং প্রতিভার ধৈর্য একটি দক্ষ এবং ভিন্ন উপায়ে ফলাফল আনার জন্য, এটি একটি বিষয় হয়ে উঠেছে। দিন

শিক্ষক যারা আমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং দক্ষতাকে বছরব্যাপী প্রস্ফুটিত করার জন্য আমাদের সময়, প্রচেষ্টা, শ্রেষ্ঠত্ব, শক্তি, অন্তর্দৃষ্টি দেন। আমরা কি তাদের অনায়াসে কাজের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সেই দিনটির জন্য নিজেদের সামর্থ্য রাখতে পারি না, দিনটিকে সফল করতে এবং আমাদের শিক্ষকদের সন্তুষ্ট করতে আমাদের আনন্দ ছিল।

আমরা আমাদের হৃদয় থেকে আমাদের সামর্থ্যের সবকিছু দিয়ে আমাদের শিক্ষকদের সন্তুষ্ট করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি গল্প বলার মাধ্যমে, জোকস শেয়ার করে, থ্রিলার দিয়ে। আমরাও চেষ্টা করেছি যে আমাদের শিক্ষকদের সেবা বৃথা না যায় যা আমাদের শিক্ষকরা বছরের পর বছর পড়ান, তার প্রতি নির্লজ্জ মনোভাব পোষণ করে বা আমাদের মনোভাবের জন্য লজ্জিত হয়ে পড়ে।

এই দিনটি সেই শিক্ষকদের জন্য একটি সম্মানের দিন যারা তাদের ছাত্রদের পড়ান, ভবিষ্যত প্রজন্মের এবং দেশের সমাজের মেরুদণ্ড তৈরিতে তাদের কষ্ট দেন। তারা তাদের জীবনের মূল্যবান সময় আমাদের ক্যারিয়ার, তাদের ছেলে বা কাছের মানুষ হিসেবে ভবিষ্যত গড়ার জন্য উৎসর্গ করে। শিক্ষকরা সবসময় আমাদের এবং আমাদের সমাজের জন্য কিছু দেওয়ার কথা ভাবেন যা তারা শিক্ষা হিসাবে পেয়েছেন। তারা আমাদের ফলপ্রসূ পথপ্রদর্শক, দার্শনিক এবং বন্ধু হয়ে ওঠে।

আজ শিক্ষকদের মূল্যায়ন দিন দিন কমে গেছে কারণ তারা দুর্নীতি, যৌনকর্মে আসক্ত। অসৎ অপকর্মের জন্য শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের কারণে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক কমে যাচ্ছে। তারা ছাত্রসমাজের কাছ থেকে তাদের সম্মান ফিরে পেতে পারে না। আমি দেখেছি আমার এক পরিচিত শিক্ষককে তার ছাত্রদের জন্য নোট তৈরি করতে যখন তিনি ট্রেনে বাড়ি ফিরছিলেন। এই দার্শনিক চিন্তাভাবনা হ্রাস পেয়েছে এবং শুধুমাত্র স্বার্থপর চিন্তাগুলি সমস্ত শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বেড়েছে না কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কমই শিক্ষকের নৈতিকতা বজায় রাখছে না।

আনন্দকথা

যেমন সাক্ষাৎ বাগ্বাদিনী শ্রীরামকৃষ্ণের জিহ্বাতে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগরকে উপলক্ষ করিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য কথা বলিতেছেন। রাত্রি হইতেছে; নয়টা বাজে। ঠাকুর এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগরর প্রতি সহাস্যে) — এ-যা বললুম, বলা বাহুল্য আপনি সব জানেন — তবে খপর নাই। (সকলের হাস্য) বরুণের ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে! বরুণ রাজার খপর নাই।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে) — তা আপনি বলতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — হাঁ গো, অনেক বাবু জানে না চাকর-বাকরের নাম (সকলের হাস্য) — বা বাড়ির কোথায় কি দামী জিনিস আছে।

কথাবার্তা শুনিয়া সকলে আনন্দিত। সকলে একটু চুপ করিয়াছেন। ঠাকুর আবার বিদ্যাসাগরকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — একবার বাগান দেখতে যাবেন, রাসমণির বাগান। ভারী চমৎকার জায়গা।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বিডিওকে 'চড়' মারার হুঁশিয়ারি, বিতর্কে বিধায়ক অমরনাথ শাখা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিডিওকে 'চড়' মারার হুঁশিয়ারি দিয়ে বিতর্কে জড়ালেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি তথা ওন্দার বিধায়ক অমরনাথ শাখা। আরজি কর ইস্যুতে বুধবার ওন্দা বিডিও অফিসের সামনে দলের ধরনা ও অবস্থান কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি ওই কথা বলেন। 'বিধায়ক না থাকলে এক চড়ে বিডিওর দুটো গাল লাল করে দিয়ে' দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েই থেমে থাকেননি ওন্দার বিধায়ক। তাঁর দাবি, 'উনি সবসময় ঘর বন্ধ করে থাকেন'। এমনকি 'ঠিকাদারদের কাছ থেকে ওন্দার বিডিও 'টাকা খান' বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

এছাড়াও পুলিশকেও এক হাত নেন অমরনাথ শাখা। তাঁর দাবি, 'পদোন্নতি'র লোভে পুলিশ আধিকারিকরা এখানে আছেন। তবে নিচুতলার পুলিশ কর্মীদের সাধারণ মানুষের কাছে 'গালি খাওয়া' ছাড়া কোনও উপায় নেই বলে তিনি জানান। এবিষয়ে বলতে গিয়ে তৃণমূল নেতা ও ওন্দা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিরূপ খাঁ বলেন, 'একজন বিধায়কের বক্তব্য রুচিশীল ও মার্জিত হওয়া উচিত। বিডিও-র উদ্দেশ্যে উনি যা বলেছেন তা দুর্ভাগ্যজনক। উনি 'অশিক্ষিত' বলেই দুর্নীতির কথা বলছেন।' ২০১১ সালে পরিবর্তনের সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে সর্বত্র ই-টেন্ডার প্রক্রিয়া চালু হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

এছাড়াও বিজেপির এই কর্মসূচি ঘিরে এদিন ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। মিছিল করে ওন্দা বিডিও অফিসে আসা বিজেপি কর্মীদের পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করে। ফলে দু'পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। তবে এই অবস্থাতেও বড় ধরনের কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই।

আরজিকর কাণ্ডের জের! কিশোরীদের ভিড় জিমে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: আরজিকর কাণ্ডের জেরে তোলপাড় আসমুদ্র হিমাচল। নারকীয় এই ঘটনা কিশোরী মনে যে গভীর ক্ষত তৈরি করেছে এবং রাগ তৈরি করেছে তার প্রমাণ মিলছে প্রতিদিন। আর তারই নমুনা দেখা যাচ্ছে হাওড়া গ্রামীণ এলাকায় কয়েকটি জিমে।

জানা গিয়েছে, গ্রামীণ এলাকার বাগনান, উলুবেড়িয়া, আমতা সহ কয়েকটি জায়গায় জিম করার জন্য নাম লেখাচ্ছে কিশোরীরা। বাগনানের এক জিম সেন্টারের মালিকের কথায়, গত কয়েক দিন ধরেই জিম করতে আসা ছাত্রীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেককে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে যথাযথ সময় এবং আসনের অভাবে। প্রসঙ্গত, কয়েকটি জায়গায় কিশোরীরা রীতিমতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে জিম সেন্টারগুলি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কিশোরীর কথায়, আরজি করের ডাক্তার দিদি যদি শারীরিক ভাবে শক্তিশালী হতেন, তা হলে হয়তো প্রাণে বাঁচতেন। মেয়েরা ও দৈহিক শক্তি সঞ্চয়ে নজর দিচ্ছে টিনেজারারা।

পুলিশকে জুতো ছুড়ে মারায় অভিযুক্ত বিজেপি নেত্রী ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পুলিশকে জুতো ছুড়ে মেরেছিলেন। গ্রেপ্তার হুগলির শ্রীরামপুরের সেই বিজেপি নেত্রী। তাঁকে নিয়ে মহিলা থানায় হাজির হন বিজেপি নেতৃত্ব।

হুগলি সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি তুষার মজুমদার বলেন, 'সেদিন অনেকেই বিক্ষোভে ছিল। তা হলে পম্পাকে কেন গ্রেপ্তার করা হল। আমরা আইনি লড়াই লড়ব।' বিজেপির দাবি, শান্তিপূর্ণ ভাবে বিক্ষোভ প্রতিবাদ চলছিল। অন্যায় ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অপরদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুলিশের কাজে বাধা, বেআইনি জমায়েত,বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া সহ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃত নেত্রীকে চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয়।

প্রসঙ্গত, গত ২ সেপ্টেম্বর জেলাশাসক অভিযানের ডাক দিয়েছিল বিজেপি। হুগলি জেলা শাসক দপ্তর ঘেরাও করতে যৌথ ভাবে অভিযান করেন হুগলি ও শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি নেতা কর্মীরা। মিছিল করে ঘড়ির মোড়ে এসে পুলিশের বাধার মুখে পড়ে বিজেপি। ব্যারিকেডে আটকে দেওয়া হয় বিক্ষোভ মিছিল। সেখানেই পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিজেপি কর্মীরা। ব্যারিকেড ভাঙতে না পেরে পুলিশি বাধার মুখে পড়ে বিজেপি নেত্রী পম্পা অধিকারীকে দেখা যায় জুতো হাতে তুলে পুলিশকে দেখাতে। এরপর সেই জুতো পুলিশের ভিড়ে ছুঁড়ে মারেন।

পম্পা বিজেপি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক পদে রয়েছেন। রিষড়া তিন নম্বর জল ট্যাঙ্ক এলাকায় বাড়ি বিজেপি নেত্রীর। তাঁর স্বামী বলাই অধিকারী বলেন, 'বুধবার ভোরে পুলিশের তিনটে গাড়ি আসে। প্রচুর পুলিশ গিয়ে পম্পাকে বাড়ি থেকে আটক করে নিয়ে যায়। পরে জানতে পারেন চুঁচুড়া মহিলা থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে।'

পূর্ব খিলকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
বদরাইট, পোস্ট-মিরহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০২-০৯-২০২৪ তারিখ থেকে **১১-০৯-২০২৪** পর্যন্ত পূর্ব খিলকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রতিটি সংসদে ম্যানুয়াল স্কাভেঞ্জার সমীক্ষার কাজ চলবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে বিশদে জানবার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় যোগাযোগ করতে পারেন।

স্বা/- **প্রধান**
পূর্ব খিলকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
বারাসাত-১ ব্লক

SBI — এসবিআই আরএসিপিসি রাজারহাট ব্রাঞ্চ কোড নং:- ১৬৮২২
সন্তোষ চেম্বার, ৩য় তল, সিটি সেন্টার-২ -এর নিকটে নিউটাউন কলকাতা ৭০০১৬১। ই-মেইল: sbi.16822@sbi.co.in

ভেহিকেল অকশন বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: শ্রী পঙ্কজ কুমার, মোবাইল নং ৯৬৭৪৭৯৮২৩৪,৯৬৭৪৭১৩৫৮৫ ইমেইল: sbi.16822@sbi.co.in

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৬(২) বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৬(২) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে অস্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১২.০৯.২০২৪ সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার (পুং/স্ত্রী) ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে ইবিক্রয়/পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড (ই-মেইল আইডি: support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in -এর সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার (পুং/স্ত্রী) দরদাতা অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার (পুং/স্ত্রী) ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড আছে। **অভিগ্রস্ত গাড়িগুলি** যেগুলি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (সুরক্ষিত ক্রেডিটর) অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা **"যেখানে যেমন আছে"**, **"যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১২.০৯.২০২৪** তারিখে।

জ্ঞাত দায় সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ক্র. নং.-১ **শ্রী সৌরভ সরকার**, অ্যাকাউন্ট নং. ৪২৫৫৫৭৭৫৭৭৯ বকেয়া পরিমাণ: **১৭০০৩৫৪.০০ টাকা ২৭.০৬.২০২৪ অনুযায়ী** + তদপরবর্তী সুদ। রিজার্ভ মূল্য **১২,০০,০০০/- টাকা**। আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) হবে **১,২০,০০০.০০/- টাকা** এবং ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে **১০,০০০.০০ টাকা**

পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়: ১১.০৯.২০২৪ এবং সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা

গাড়ির বিবরণ: হুন্ডাই মোটর ইন্ডিয়া লিঃ Creta 1.5 MPIMT SX, রেজিঃ নং **WB 24 BL2588**, রেজিঃ তারিখ: **২৯.১২.২০২৩**, উৎপাদনের বছর: **২০২৩, ইঞ্জিন নং - G4FLPV645627, চেসিস নং - MALPC812LPM594545**

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটরস -এর ওয়েবসাইট: **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক **https://ebkray.in**

তারিখ: ০৫.০৯.২০২৪, স্থান: রাজারহাট — অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই আরএসিপিসি রাজারহাট

Howrah Wholesale Fish Market Stall Owners Co-operative Society Ltd.
(Registration No. 02(How) Date-31.05.1999
1No. I. C. Bose Road,
Howrah-711101

NOTICE

In pursuance of order no. 1106-II/6/12 dated-05.09.2024 of the Returning Officer of Howrah Wholesale Fish Market Stall Owners Co-Operative Society. Ltd and ARCS, Howrah Range it is hereby notified for information to all the members of the Howrah Wholesale Fish Market Stall Owners Co-Operative. Society Ltd (Regn No- 02 of 31.05.1999) that a Special General Meeting of the Society will be held on 26.10.2024 at 11:30 A.M. at the premises of the Registered Office of the Society under section 31 of WBCS Act 2006 to transact the following agendum.

1: Election to the Board of Directors of Howrah Wholesale Fish Market Stall Owners Co-Operative .Society Ltd (Election Schedule is attached below).All the members of the above noted Society are requested to attend the Special General Meeting on the scheduled date and time positively and to take part in the election to the Board of Directors of the Society.

Inspector of Co-operative Societies
Howrah Sadar (N) Circle.

SCHEDULE FOR ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS

Memo no. 02/BOD Election/2024 **Date: 05.09.2024**

In pursuance of W.B. Co-operative Election commission Regulation-2012 & Order no. 679/II-6/12 dated-25.06.2024 of the Returning Officer & ARCS, Howrah Range all the members are hereby informed that the Election of the Board of Directors of the above mentioned Society will be held on 26.10.2024 as per the following schedule.

Number of Directors to be elected: 9 (Nine) out of which 02(two) are reserved for women and 01(One) reserved for SC/ST.

SL. No.	Programme	Date	Time	Place	Authorised person
1	Publication of Draft voter list	05.09.2024	12.00 noon	Notice Board of the Society	ARO
2	Receiving of Claims & Objection on the draft voter list	06.09.2024 to 11.09.2024	12.00 noon to 3.00 p.m.	Society's Office	Asim Datta Manager of the Society.
3	Hearing on Claims & Objection on the draft voter list	12.09.2024	11.30 a.m. to 1.00 p.m.	Society's Office	ARO
4	Publication of final voter list	12.09.2024	After completion of hearing	Notice Board of the Society	ARO
5	Issue & of Nomination papers	17.09.2024	11.00 a.m. to 2.00 p.m.	Society's Office	Asim Datta Manager of the Society.
6	Submission of Nomination Papers	18.09.2024	12.00 noon. to 2.00 p.m.	Society's Office	ARO
7	Scrutiny of Nomination Papers	20.09.2024	From 12:00 (Noon)	Society's Office	ARO
8	Publication of list of Valid Nominations	20.09.2024	Immediately after Scrutiny	Notice Board of the Society	ARO
9	Last Date of Withdrawal of Nomination Papers	21.09.2024	Upto 3:00 p.m.	Society's Office	ARO
10	Publication of Final List of Contesting Candidates	21.09.2024	After 3.00 p.m.	Notice Board of the Society	ARO
11	Election (if required)	26.10.2024	11.00 a.m. to 2.00 p.m.	Society's Office	Polling Personnel
12	Counting of Votes & Publication of Results	26.10.2024 of Poll	After completion	Society's Office	Polling Personnel & ARO

N.B.- 1) **Eligibility for being elected as Director:** As per WBCS Act 2006 and Rules 2011 as amended up to date.
2) At the time of Election of the BOD, voters have to produce a photo ID Card as recognized by the election Commission of India.
3) Photocopy of Certificate from competent authority must be submitted with nomination paper (if applied for SC/ST reservation)and original to be produced before the ARO at the time of scrutiny.

(Shib Shankar Das)
Assistant Returning Officer
Howrah Wholesale Fish Market Stall Owners Co-Operative .Society Ltd.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মহম্মদ হাশিম, পিতা- মরহুম আব্দুস সামাদ, ধর্ম- ইসলাম, পেশা- চাষাবাদ, সাকিন- পাঁচবেড়িয়া, বাঁশবাড়ি, ডাকঘর- ইন্দা, থানা- খড়গপুর শহর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৩০৫। গত ১৯/০২/২০১৮ তারিখে I-1219/18 নং দানপত্র দলিল মূলে শ্রী ত্রিপুরারী দত্ত, পিতা- ঁ পঞ্চানন দত্ত, ধর্ম- হিন্দু, পেশা-ব্যবসা, সাকিন- ইন্দা, ডাকঘর-ইন্দা, থানা- খড়গপুর শহর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৩০৫ এর কাছ থেকে খড়গপুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত দানপত্র দলিল পাই। যার তপশীল জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা-খড়গপুর শহর, খড়গপুর পৌরসভার অন্তর্গত ২৩২ নং জে. এল. এর ইন্দা মৌজার আর. এস. ৪৬, ১২০৮ ও ৪৪/১ নং খতিয়ানভুক্ত ১ বন্দে আর. এস. ২০২০ (দুই হাজার কুড়ি) নং দাগে মোট ১ একর ৮৭.৫০ ডেঃ জমির মধ্যে পূর্ব দিকে উত্তর-দক্ষিন বরাবর ৩৭.৭৮ ডেঃ জল সোয়েম শ্রেণীভুক্ত জমি যার এল. আর. ৪৫৫০ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ২৪০৩ এবং ২৪০৪ নং দাগের সম্পত্তি হইতেছে এবং ঐ জেলা, ঐ থানা, ঐ মিউনিসিপ্যালিটির ঐ মৌজার একই জে. এল. নং, আর. এস. নং এবং খতিয়ানভুক্ত ২ বন্দে আর. এস. ২০২১ নং দাগে মোট ১ একর ৫৪ ডেঃ জমির মধ্যে পূর্ব দিকে উত্তর-দক্ষিন বরাবর ৩৭.৭৮ ডেঃ জল সোয়েম শ্রেণীভুক্ত জমি যার এল. আর. ২৬৮৪ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ২২০৮ এবং ২৪০১ নং দাগের সম্পত্তি হইতেছে। যে সম্পত্তি আমার নামে রেকর্ডও হয়েছে। আমি গত ০৬/০২/২০১৮ তারিখ I-982/24 নং দলিল মূলে একটি আমোক্তারনামাপর সম্পাদন করি ১) শের আলি খান, পিতা- মরহুম সাত্তার আলি খান, সাং- পাঁচবেড়িয়া সাত্তার চক, ডাকঘর- ইন্দা, থানা- খড়গপুর শহর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, ২) শেখ রাজু, পিতা-মরহুম শেষ হালিম, সাং-সাঁজোয়াল, ডাকঘর-খড়গপুর, থানা- খড়গপুর শহর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, ৩) মহম্মদ মিনহাজুদ্দিন, পিতা- মহম্মদ মাইনুদ্দিন, সাং- পাঁচবেড়িয়া বামনিয়াড়া, খড়গপুর মিউনিসিপাল ওয়ার্ড নং- ০৪, ডাকঘর - ইন্দা, থানা - খড়গপুর শহর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ৪) শ্রী সমীর দে, পিতা- ঁবনমালী দে, সাং-পাইকনগরি, ডাকঘর-ঘাটরাঙ্গা, থানা-খড়গপুর (লোকাল), জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর সকলে এ.ডি.এস.আর অফিস - খড়গপুর এর অন্তর্গত যার তপশীল জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা-খড়গপুর শহর, এ. ডি. এস. আর অফিস খড়গপুরের এলাকাধীন খড়গপুর পৌরসভার অন্তর্গত ১ নং ওয়ার্ডের অধীন মৌজা ইন্দা, জে. এল. নং- ২৩২ দলিল মোতাবেক আর. এস. খতিয়ান নং- ৪৪/১ হাল (এল. আর.) খতিয়ান ৭৯৫৫ রায়তি স্থিতিবান স্বত্ব আর. এস. ২০২০ দাগ যাহা এল. আর, ২৪০৩ দাগে জল সোয়েম মোট ৭৩.৯১ ডেঃ মধ্যে ৩৩.৯৪ ডেঃ তার মধ্যে বর্তমান বাস্তু যোগ্য ভূমি মোট ১২.৮৪ ডেঃ এবং আর. এস. ২০২০ দাগ যাহা এল. আর, ২৪৪০ দাগে জল সোয়েম ৭৫.৮৮ ডেঃ মধ্যে ৩৩.৯৪ যাহা মধ্যে বর্তমান বাস্তু যোগ্য ভূমি মোট ১০.০৪ ডেঃ এবং জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- খড়গপুর শহর,-এ. ডি. এস. আর. অফিস- খড়গপুর এলাকাধীন খড়গপুর পৌরসভার অন্তর্গত ১ নং ওয়ার্ডের অধিন মৌজা, জে. এল. নং- ২৩২ দলিল মোতাবেক আর. এস. খতিয়ান নং- ৪৬ ও ১২০৮, হাল এল. আর খতিয়ান নং- ৭৯৫৫ রায়তি স্থিতিবান স্বত্ব আর এস. দাগ ২০২১ দাগ যাহা এল. আর. ২৪০১ দাগে জল সোয়েম মোট ৫০.৯১ ডেঃ মধ্যে বর্তমান বাস্তু যোগ্য ভূমির মোট ১৮.৮৯ ডেঃ আর. এস. দাগ ২০২১ দাগ যাহা এল. আর. ২২০৮ দাগে জল সোয়েম মোট ২৯.০৭ ডের মধ্যে বর্তমান বাস্তু যোগ্য ভূমি মোট ১৮.৮৯ ডেঃ হইতেছে। এমতাবস্থায় আমার নিযুক্ত উপরিউক্ত আমোক্তারগণ আমার হয়ে দুটি বিক্রয় কোবালা দলিল করেন যার বিবরন যথাক্রমে ১) জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- খড়গপুর শহর, মৌজা- ইন্দা, জে. এল. নং- ২৩২, আর. এস. খতিয়ান নং- ৪৬, এল. আর. খতিয়ান নং- ৭৯৫৫, আর. এস. দাগ নং- ২০২১, এল. আর. দাগ নং- ২৪০১, মোট ৩.৬২ ডেঃ জল সোয়েম জমি গত ১৫/০৩/২০২৪ তারিখ খড়গপুর এ. ডি. এস. আর অফিসে শ্রীমতি সন্ধ্যা শ্রিবাস্তবা, স্বামী- শ্রী মহেন্দ্র শ্রিবাস্তবা, সাং- ট্রাফিক গোলখুলি, ডাকঘর- খড়গপুর, থানা- খড়গপুর শহর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর এর নিবাসিকে I-2292/24 নং দলিল মূলে বিক্রয় করেন যার তপশীল জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- খড়গপুর শহর, এ ডি. এস আর অফিস খড়গপুর মিউনিসিপ্যালিটির ১ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন মৌজা ইন্দা, জে. এল. নং - ২৩২, আর. এস. খতিয়ান নং - ৪৬, এল. আর. খতিয়ান নং- ৭৯৫৫ রায়তি স্থিতিবান স্বত্ব আর. এস. দাগ নং - ২০২১, এল. আর. দাগ নং - ২৪০১ সাব দাগ F মোট ৫.৯১ ডেঃ এর মধ্যে ১৮.৮৯ ডেঃ পতিত ভূমির মধ্যে ৩.৬২ ডেঃ জল গোয়েম এবং ২) জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- খড়গপুর শহর, মৌজা- ইন্দা, জে. এল নং- ২৩২, আর. এস. খতিয়ান নং- ৪৬, এল আর, খতিয়ান নং -৭৯৫৫, আর. এস. দাগ নং- ২০২১, এল. আর. দাগ নং - ২২০৪, মোট ২.৩৫ ডেঃ জল সোয়েল জমি এবং আর. এস. দাগ নং- ২০২১, এল. আর. দাগ নং- ২৪০১, মোট ১.৬০ ডেঃ জল সোয়েম জমির সর্ব্বমোট পরিমান ৩.৯৫ ডেঃ জমি শ্রীমতি রাধনা, পিতা-ঁ মহাবীর, সাং- T/26 A-1, ইউনিট ০৪ খড়গপুর মিউনিসিপাল ওয়ার্ড নং- ২২ ট্রাফিক গোলখুলি, পোঃ- খড়গপুর, থানা- খড়গপুর শহর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর নিবাসীকে I-2291/24 নং দলিল মূলে গত এ. ডি. এস. আর. অফিস খড়গপুরে ১৫/০৩/২০২৪ তারিখ বিক্রয় কোবালা দলিল রেজিষ্ট্রী করেন। যার তপশীল হল জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- খড়গপুর শহর অন্তর্গত এ. ডি. এস. আর. অফিস ও মিউনিসিপ্যালিটির ১ নং ওয়ার্ড স্থিত মৌজা - ইন্দা, জে. এল. নং - ২৩২, আর. এস. খতিয়ান নং - ৪৬, এল. আর. খতিয়ান নং- ৭৯৫৫ রায়তি স্থিতিবান স্বত্ব আর. এস. দাগ নং - ২০২১, এল. আর. দাগ নং- ২২০৪, মোট ২৯.০৭ ডেঃ মধ্যে ১৮.৮৯ ডেঃ পতিত জমির ২.৩৫ ডেঃ জল সোয়েম জমির এবং আর. এস. দাগ নং ২০২১, এল. আর. দাগ ২৪০১, মোট ৫০.৯১ ডেঃ মধ্যে ১৮.৮৯ ডেঃ পতিত জমির ১.৬০ ডেঃ জল সোয়েম জমি মোট ৩.৯৫ ডেঃ জল সোয়েম জমি। আমার নিযুক্ত আমোক্তার উক্ত সম্পত্তির ক্রেতাগণকে বিক্রয় করলে ও ক্রেতাগণ তা নিজ নামে রেকর্ড করিলে তা বৈধ বলিয়া গন্য হবে।

Yours truly
Sanjukta Sishu, Advocate (23-08-2024)
Judges Court Midnapore, Reg. No-F/1132/2009

বিজ্ঞপ্তি

"তাম্রলিপ্ত মাতঙ্গিনী সিটি লেভেল ফেডারেশন" তাম্রলিপ্ত পৌরসভার রাজ্য নগর জীবিকা মিশন (**WBSULM**) প্রকল্পের কাজের জন্য ০৪ (চার) জন **Community Service Provider (CSP)** নিয়োগ করতে চলেছেন । ইচ্ছুক প্রার্থীদের এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে আবেদন করতে অনুরোধ করা হইতেছে । এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যোগাযোগ করুন বা পৌরসভার নোটিশ বোর্ড লক্ষ্য করুন ।

Sd/- Dr. D.N. Roy Chairman,
CSP Selection Committee
Tamralipta Municipality

SBI — এসবিআই আরএসিপিসি চুঁচুড়া (৬৪১৫৩)
রহরা প্লাজা, ২য় তল, মিউনিসিপ্যাল বাসস্ট্যান্ড, জে সি ঘোষ সরণি, চুঁচুড়া, জেলা - হুগলি, পিন - ৭২১১০১ ইমেল - sbi.64153@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV (রুল-৮(১)) **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

Loan A/C-36385581591(HBL)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি চুঁচুড়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৩.০৬.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী প্রিয়ব্রত পাল পিতা সুকুমার পাল এবং শ্রী সুকুমার পাল পিতা প্রিয়ব্রত পাল, গ্রাম - মোমরাজপুর, পো. বঁইচি, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২১৩৪** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৭,৫০,৮১৬.০০ টাকা (সাত লাখ পঞ্চাশ হাজার আটশ যোলো টাকা) টাকা ২৪.০৬.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি চুঁচুড়া,** নিকট বকেয়া **৭,৫০,৮১৬.০০ টাকা (সাত লাখ পঞ্চাশ হাজার আটশ যোলো টাকা) টাকা ২৪.০৬.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত :
সম্পত্তি অবস্থিত জেলা : হুগলি,থানা: পাভুয়া,মৌজা :বাটিকা, জেএল নং ০৭, খতিয়ান নং ৫১০২, প্লট নং ১০০২, এরিয়া : ১ ডেসিমেল, শ্রেণি : বাস্তু, দলিল নং : ৭০৫৪- ১৯৯৪ সালের, এডিএসআর : পাভুয়া।

তারিখ - ০২.০৯.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান - চুঁচুড়া, হুগলি — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD
দত্তফুলিয়া শাখা
দত্তফুলিয়া রোড, দত্তফুলিয়া
জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১ ৫০৪

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৫.০৬.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী মৃত্যুঞ্জয় সাহা,** পিতা যদুনাথ সাহা, গ্রাম - দত্তফুলিয়া ইন্দ্রপল্লী, পো. - দত্তফুলিয়া, থানা - ধানতলা, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১৫০৪, **বন্ধকদাতা/জামিনদাতা : শ্রীমতি মীরা সাহা,** স্বামী যদুনাথ সাহা, গ্রাম - দত্তফুলিয়া ইন্দ্রপল্লী, পো. - দত্তফুলিয়া, থানা - ধানতলা, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১৫০৪ এবং **জামিনদাতা : শ্রী যদুনাথ সাহা,** পিতা প্রয়াত নিত্য গোপাল সাহা, গ্রাম - দত্তফুলিয়া ইন্দ্রপল্লী, পো. - দত্তফুলিয়া, থানা - ধানতলা, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১৫০৪, **দত্তফুলিয়া শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৪,৮৩,৩৫৪.৩৫ টাকা (চোদ্দ লাখ তিরাশি হাজার তিনশ চুয়ান্ন টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর নিকট বকেয়া **১৪,৮৩,৩৫৪.৩৫ টাকা (চোদ্দ লাখ তিরাশি হাজার তিনশ চুয়ান্ন টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা) টাকা** এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

"ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন, দত্তফুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মৌজা : দত্তফুলিয়া, জেএল নং ৮৪, খতিয়ান নং আরএস ২৬৬, এলআর নং ৯৩,১৮৮৫, বর্তমান এলআর নং ২২৭২, প্লট নং ১১৪৩, জমির পরিমাণ এরিয়া ১৭৮.৫ বর্গফুট বা ০.৪০৯ শতক, শ্রেণি - "বাজার" এবং পাকা ঘর , উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ১-০২১৮২ তারিখ ০২.১১.২০০৭, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও - রানাঘাট-২, থানা : ধানতলা, জেলা : নদিয়া। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি মীরা সাহা,** স্বামী যদুনাথ সাহা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : শম্ভু কর্মকারের দোকান ঘর, দক্ষিণে : নিরঞ্জন সাহার দোকন ঘর, পূর্বে : গলি পথ, পশ্চিমে : পিডব্লুডি এর জমি।

তারিখ :০৩.০৯.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : দত্তফুলিয়া — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) এবং তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ০৭.১০.২০২৪
নিলামের সময় - বেলা ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সম্পদের বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ	নিলামের তারিখ এবং যোগাযোগের ব্যক্তি
১	**ঋণগ্রহীতা : মহ মজিদ,** পিতা প্রয়াত আবদুল জব্বর এবং **নাহিদা খাতুন,** স্বামী মহ মজিদ **ঠিকানা :** ৪৭বি, ক্যানাল ইস্ট রোড, ফসি মসজিদের নিকট, নারকেলডাঙ্গা, কলকাতা : ৭০০০১১ **এবং** ৩/৪এ/এইট/১৭, নারকেলডাঙ্গা, ফসি মসজিদের নিকট, কলকাতা : ৭০০০১ **এবং** এফআর ২, ৫মতল, গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ৮২৮, উত্তর পূর্ব ফরতাবাদ,স্কিম প্লট নং এসসি ১, ফেজ -২, গুলমোহর পার্ক, পো : গড়িয়া, কলকাতা : ৭০০০৮৪।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এফআর-২, ৫মতল, গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট ,দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম দিকে পরিমাণ ১১৩২ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি এবং একটি কার পার্কিং স্পেস নং ২ একতলায় পরিমাণ ১২০ বর্গফুট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সকলের ব্যবহারের জন্য স্থানের ব্যবহার সংশ্লিষ্ট বহুতল ভবনের জমির পরিমাণ কমবেশি ৯.৯০ ডেসিমেল সমপরিমাণ ০৬ কাঠা (আনুমানিক), অবস্থিত মৌজা : বারহানস ফরতাবাদ, জেএল নং ৪৭, আরএস দাগ নং ৩৯৭৩ এবং ৩৯৭৪, আরএস খতিয়ান নং ৯৫, ১৭৪০, ১৭৪২, ১৭৪৩, স্কিম প্লট নং এসসি-১, ফেজ -২, গুলমোহর পার্কস্থিত, থানা : সোনারপুর, পো : গড়িয়া, কলকাতা -৭০০০৮৪,হোল্ডিং নং ৮২৮, উত্তর-পূর্ব-ফরতাবাদ, পো : স্থানীয় রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ০২৮, থানা : সোনারপুর, এডিএসআরও গড়িয়া, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মহ মজিদ, উল্লেখ্য দলিল নং ১৬২৯০৪৪৩১-২০১৮,** নথিভুক্ত বুক নং -১, ভল্যুম নং ১৬২৯-২০১৮, পৃষ্ঠা ১৩৪৬০৬ থেকে ১৩৪৬৪০, অ্যাডিশনাল জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস এডিএসআর গড়িয়া, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত।**	**৪৯,৪৭,২৬৭.০০ টাকা (উনপঞ্চাশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার দুশো সাতষট্টি টাকা) ০৯.০৩.২০২৪ অনুযায়ী।** আপনারা উক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দানে দায়বদ্ধ।	ক) ৪৬,৭০,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৬৭,০০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **পর্যবেক্ষণের তারিখ ৩০.০৯.২০২৪**	নিলামের তারিখ ০৭.১০.২০২৪ এবং যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১১২৫৫
২	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী সন্দীপ কুমার গুপ্তা,** পিতা প্রয়াত নগেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তা, **ঠিকানা :** ৭, নিতাই চরণ দত্ত লেন, জৈন মন্দির এর নিকট, হাওড়া : ৭১১১০১ **এবং** ফ্ল্যাট নং ১০২, ২য় তল, শান্তি আবাসন, হোল্ডিং নং ৬/৩/১/এ, তারা চাঁদ পল্লি লেন, পো : ব্যাঁটরা, থানা : শিবপুর, হাওড়া : ৭১১১০১।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট, দুই বেড রুম,এক লিভিং , এক ডাইনিং তথা কিচেন এরিয়া, এক পৃথক প্রিভি এবং বাথ রুম ইত্যাদি, ফ্ল্যাট নং ১০২, পরিমাণ আনুমানিক ৬৩০ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ কমবেশি দক্ষিণ দিকে এবং ২য়তল, জি-৩, তলা ভবন এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ অংশ বা স্বার্থ মোকারারি মৌরাশি বাস্তু জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ১০ ছটাক ০৬ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত জি-৩ তলা ভবন, হাওড়া পৌর সংস্থার হোল্ডিং নং ৬/৩/১/এ, তারা চাঁদ পল্লি লেন,থানা : শিবপুর, জেলা : হাওড়া, ওয়ার্ড নং ২৫, অ্যাডি. জেলা ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রার হাওড়া অধিক্ষেত্রে। **জমির চৌহদ্দি নিম্নোক্ত মতে :** উত্তরে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট, সাধারণ চলার পথ সিঁড়ি, দক্ষিণে : খোলা জায়গা, পূর্বে : রাজেশ রায় এর ফ্ল্যাট, পশ্চিমে : খোলা জায়গা। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী সন্দীপ কুমার গুপ্তা, উল্লেখ্য দলিল নং ০৮০২৫-২০১২,** সিডি ভল্যুম নং -২২, পৃষ্ঠা ৩৮১৪ থেকে ৩৮৪৪, নথিভুক্ত বুক নং -১, জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ডিএসআর হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলীকৃত।** দ্রষ্টব্য ১: এস.এ/৪০২/২০২৩, ডিআরটি-১, কলকাতা, অবস্থান : কোনও স্থগিতাদেশ।	**২২,৭৩,৫০১.০০ টাকা (বাইশ লাখ তিয়াত্তর হাজার পাঁচশ এক টাকা) ০৯.০৪.২০২৪ অনুযায়ী।** আপনারা উক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দানে দায়বদ্ধ।	ক) ২০,৬৬,০০০.০০ টাকা খ) ২,০৬,৬০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **পর্যবেক্ষণের তারিখ ৩০.০৯.২০২৪**	নিলামের তারিখ ০৭.১০.২০২৪ এবং যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১১২৫৫

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ০৫.০৯.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

SBI — শাখা - স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা (০৫১৭১)
শাখার ঠিকানা - ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১	**১. শ্রীমতি পূরবী গোস্বামী (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী লিটন মিঞা ঠিকানা : ভাটি অভয়নগর, পশ্চিম পাড়া, ক্যান্টনমেন্ট রোড, আগরতলা , ত্রিপুরা পশ্চিম, পিন : ৭৯৯০০২, রেজি. অফিস ঠিকানা : নিউ পূরবী এন্টারপ্রাইজ, ভাটি অভয়নগর, পশ্চিম পাড়া, ক্যান্টনমেন্ট রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম, পিন : ৭৯৯০০২। **এ/সি নং : ৪১১৭৪৯১২০৪৮ (এইচবিএল), শাখা : চিনার পার্ক শাখা**	**স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি পূরবী গোস্বামী, দলিল নং - ১৩৩৮১-২০২৩ সালের** সংশ্লিষ্ট বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৫এ, পরিমাণ আনুমানিক ১০৬৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ৩ বেড রুম,১ ডাইনিং, ১ কিচেন, ২ বারান্দা, ২ টয়লেট, ৬ষ্ঠতলে, বহুতল 'কাপ্পা ড্রিমস" নামে ভবনে, অবস্থিত বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক ১২ ছটাক ২০ বর্গফুট, অংশ সিএস দাগ নং ৪৬১, আরএস/এলআর দাগ নং ৪৫৪, এবং জমির পরিমাণ ১ কাঠা ১১ ছটাক ২৫ বর্গফুট সিএস দাগ নং ৪৬০(অংশ), আরএস/এলআর দাগ নং ৪৫৩, নথিভুক্ত সিএস খতিয়ান নং ২৫৫, আরএস খতিয়ান নং ২৫৫ এলআর খতিয়ান নং ২৬৩, ৩৭৫, ২১৬ এবং ৩৪৪, বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং ২০৭৪স মোট জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ৮ ছটাক অবস্থিত মৌজা : আটঘড়া, জেএল নং ১০, আরএস নং ১৩৩, তৌজি নং ১৭২, পূর্বতন স্থানীয় রাজারহাট -গোপালপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৪ অধিক্ষেত্রাধীন, থানা : বাগুইআটি, বর্তমানে বিধানগর পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৪,থানা: এয়ারপোর্ট, রাজারহাট রোড, কলকাতা : ৭০০১৩৬, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং স্বত্ব এবং স্বার্থ উল্লিখিত দলিলের প্রথম তপশিলে জমির দলিল নং ১৩৩৮১ -২০২৩। **দলিল অনুযায়ী 'কাপ্পা ড্রিমস' সম্পত্তির জমির এরিয়া চৌহদ্দি :** উত্তরে : মৌজা দশদ্রোণ, দক্ষিণে : ২০ ফুট রোড, সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : অংশ আরএস প্লট নং ৪৫৩ এবং ৪৫৪ , পশ্চিমে : অংশ আরএস প্লট নং ৪৫১ এবং ৪৫২।	২১.০৮.২০২৪	২৯.১২.২০২৩	**৩৩,৮১,৬৮৪.০০ টাকা (তেত্রিশ লাখ একাশি হাজার ছশো চুরাশি টাকা)** ২১.০৮.২০২৪ অনুযায়ী। ২২.০৮.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে চুক্তি মোতাবেক হারে উপরিউক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি আদায়দানে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ০৫.০৯.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান - কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

প্রতিবাদ জিইয়ে রাখতে শাড়ির বিল ও প্যাকেটে ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’ স্টিকার ও স্ট্যাম্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সামিল হওয়ার পাশাপাশি বিচার চাওয়ার দাবিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে জিইয়ে রাখতে অভিনব পদ্ধতি চালু করেছে রায়গঞ্জ শহরের এক শাড়ি ব্যবসায়ী। তার দোকানে আসা কাস্টমারদের শাড়ি বিক্রি করার পাশাপাশি ক্যাশমেমো ও প্যাকেটে ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস স্ট্যাম্প দিচ্ছেন তিনি। রায়গঞ্জ শহরের এই শাড়ি ব্যবসায়ীর অভিনব উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে ওই দোকানে শাড়ি কিনতে আসা কাস্টমার থেকে শুরু করে শহরের সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ী সংগঠন। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে রায়গঞ্জ শহরে ঘটনার দিন থেকে একাধিক কর্মসূচি পালন করা হয়েছে সারা রাজ্যের পাশাপাশি। ১৪ অগস্টে রাত দখলের পাশাপাশি ২৩ অগস্ট দ্বিতীয়বার মহিলারা রাত দখল কর্মসূচি পালন করে। এর পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ও সংগঠন প্রায় প্রতিদিনই মিছিল, পথসভা-সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। হেলথ সার্ভিস ডক্টরসের পক্ষ থেকে শহরের বেশ কিছু সিনিয়র ডাক্তার তাদের চেম্বারে চিকিৎসা করাতে আসা রোগীদের

প্রেসক্রিপশনে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ করে ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’ স্টিকার ও স্ট্যাম্প লাগাতে শুরু করেছেন। এদিন শহরের উকিলপাড়ার এক শাড়ি ব্যবসায়ী তার দোকানেও এই স্ট্যাম্প চালু করেছে। শাড়ি কেনার পর তার ক্যাশমেমো ও শাড়ির প্যাকেটে তিনি এদিন থেকে স্ট্যাম্প লাগিয়ে দিচ্ছেন। এর পাশাপাশি দোকানের শোকেসেও এই একই স্লোগান লেখা স্টিকার লাগানো হয়েছে। এদিন ওই দোকানে শাড়ি কিনতে এসে রায়গঞ্জ গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের পার্শ্বশিক্ষিকা লোপামুদ্রা সিনহা জানিয়েছেন, আরজি কর কাণ্ডে বিচারের দাবিতে আমরা প্রতিদিনই বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল হয়েছি। কিন্তু পরিবারের এক বয়স্কা আত্মীয়ার জন্য আজ একটা শাড়ি কিনতে এসেছিলাম এই দোকানে। দোকানে ঢুকেই জাস্টিসের দাবি জানিয়ে স্টিকারগুলো চোখে পড়েছে। কেনার পর দেখলাম শাড়ির ক্যাশমেমো ও প্যাকেটে স্ট্যাম্প লাগানো হল। প্রতিবাদের এই অভিনব উদ্যোগ দেখে আমি নতুন করে চার্জড হয়ে গেলাম। শাড়ির ব্যবসায়ী অমিতাভ কুমার মণ্ডল জানিয়েছেন, ব্যবসার কারণে ইচ্ছে থাকলেও দিনের বেলায় আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের শাস্তির দাবিতে বিভিন্ন প্র তিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দিতে পারি না। বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে ক্রেতারা আমার দোকানে আসে, সেই ভেবেই আমি ক্যাশমেমো ও শাড়ির প্যাকেটে এই স্ট্যাম্প লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শাড়ির প্যাকেট ব্যাগ হিসেবে প্রচুর ব্যবহার হয়। প্রতিবাদের এই ছোট্ট চিহ্নটুকু হাতে হাতে ঘুরুক। ওয়েস্ট দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক জানিয়েছেন, প্রত্যেক মানুষ নিজেদের সুযোগ সামর্থ্য অনুযায়ী এই প্রতিবাদে সামিল হয়েছে। ওই ব্যবসায়ী বন্ধুর এই উদ্যোগকে স্বাগত।

দামোদর নদে তলিয়ে মৃত্যু বাবা-দুই ছেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: কুলটির থানার সাঁকতোড়িয়া ফাঁড়ির ডিসেরগড় মাজার শরিফের কাছে মঙ্গলবার বিকেলে দামোদর নদে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন একই পরিবারের তিনজন। তলিয়ে যাওয়াদের মধ্যে বাবা ও তাঁর দুই ছেলে রয়েছে।

যার মধ্যে বাবা ও দুই ছেলের দেহ উদ্ধার হয়। তবে এক মহিলা ও এক শিশু বরাত জোরে প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে সাঁকতোড়িয়া ফাঁড়ির পুলিশ। রাতে নিয়ে আসা হয় পশ্চিম বর্ধমান জেলার সিভিল ডিফেন্সের উদ্ধারকারী দলকে। জানা গিয়েছে, কলকাতার ইকবালপুর থানার বাসিন্দা নাসিমা বেগম তাঁর স্বামী মহম্মদ ফিরোজ (৪৫), বড় ছেলে মহম্মদ আসিফ (২৪), মেজ ছেলে মহম্মদ তৌসিফ (২০) এবং শিশু সন্তানকে নিয়ে সেখানে এসেছিলেন। মঙ্গলবার তাঁরা ডিসেরগড় মাজার শরিফে এসেছিলেন ট্রেনে। মাজার শরিফে যাওয়ার আগে তাঁরা দামোদর নদে স্নান করতে যান।

সূত্রের খবর, স্নান করতে করতে সেলফি তোলার সময় দামোদর নদে তলিয়ে যান তাঁরা। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা নাসিমা বেগম ও তাঁর শিশু সন্তানকে রক্ষা করেন। খবর পেয়ে সাঁকতোড়িয়া থানার পুলিশ এসে তল্লাশি শুরু করে। কিন্তু কোথাও তাঁদের হদিশ মেলেনি। এদিকে, রাত হয়ে যাওয়ায় ও দামোদর নদের জলের স্রোত বেড়ে যাওয়ায় তল্লাশি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে সিভিল ডিফেন্স এবং এনডিআরএফ দল এসে স্থানীয়দের সহায়তায় তল্লাশি অভিযান চালায়। রাতে একজনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

ডিভিসি মাইথন থেকে বুধবার ১৮ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়। ফলে উদ্ধারকাজে সমস্যা হয়। রাতে উদ্ধার হয় মহম্মদ ফিরোজের দেহ। সকালে উদ্ধার হয় মহম্মদ তৌসিফের দেহ। বুধবার রাত পর্যন্ত মহম্মদ আসিফের খোঁজ মেলেনি।

প্রতারণার অভিযোগে বেআইনি কল সেন্টার থেকে গ্রেপ্তার ১৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: প্রতারণার অভিযোগে দুর্গাপুরের বেআইনি কল সেন্টার থেকে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করল আসানসোল সাইবার থানা এবং আসানসোল দুর্গাপুর কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ। ধৃতদের কাছ থেকে ১২টি ল্যাপটপ, ১৩টি মোবাইল এবং ৫টি হেডফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

বুধবার আসানসোল সাইবার থানায় এক সাংবাদিক বৈঠকে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি হেড কোয়ার্টার অরবিন্দ আনন্দ বলেন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আসানসোল সাইবার থানা এবং আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ যৌথ ভাবে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে অভিযান চালিয়ে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতরা কলকাতার বাসিন্দা। ধৃতরা বিদেশিদের ফোন করে অ্যান্টি ভাইরাস আপডেট করার নাম করে ফোন করে প্রতারণা করত। ধৃতদের জেরা করে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে ধরনায় বিজেপি বিধায়ক, ধর্ষণে অভিযুক্ত ভাইপোর বিচারের দাবি তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আরজি করের ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের শাস্তির দাবিতে ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি নিয়ে বুধবার রাজ্যজুড়ে ব্লকে ব্লকে অবস্থান বিক্ষোভে বসে বিজেপি। সেইমতো এদিন কাঁকসা বিডিও অফিসের সামনেও অবস্থান-বিক্ষোভে বসেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা।

এদিন অবস্থান-বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন গলসি ছয় নম্বর মণ্ডলের সভাপতি পরিতোষ বিশ্বাস, বিজেপি নেতা রবি ঘোষ, দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা লক্ষণ ঘড়ুই, বিজেপি নেতা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মা, বিজেপি নেতা পঙ্কজ জয়সওয়াল সহ কাঁকসা ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তের বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এদিন সভামঞ্চ থেকে আরজি করের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে যে ঘটনায় যারা প্রকৃত দোষী তাদের গ্রেপ্তার করে তাদের যাতে ফাঁসি হয় সেই দাবি তোলেন সকলে। পাশাপাশি এদিন বিজেপি কর্মীরা দাবি করেন, রাজ্যের শাসকদল প্রকৃত দোষীদের আড়াল করছে। যতদিন না এই ঘটনায় প্রকৃত দোষীরা গ্রেপ্তার হচ্ছে, ততদিন বিজেপির আন্দোলন জারি থাকবে বলে জানান তাঁরা।

অন্যদিকে বিজেপির এই আন্দোলনে বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুইয়ের যোগদানের ঘটনায় বিজেপিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল। গত দু'বছর আগে দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা লক্ষণ ঘড়ুইয়ের ভাইপো এক বালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে ফেরার রয়েছেন। একজন ধর্ষকের কাকা হয়ে কোন মুখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি করছেন বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুই। আগে তাঁর ভাইপো যে কাণ্ড ঘটিয়েছেন সেই নাবালিকাকে বিচার দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। পুলিশকে সাহায্য করুক বা ভাইপোকে এনে হাজির করাক, তারপরে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি করবেন। কাঁকসার বিডিও অফিসের সামনে বিজেপির অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুইয়ের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিকে কটাক্ষ করেন কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নবকুমার সামন্ত।

প্রসঙ্গত, গত দু'বছর আগে কাঁকসায় এক নাবালিকাকে ভয় দেখিয়ে লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুইয়ের ভাইপো সহদেব ঘড়ুইয়ের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা জেলাজুড়ে তীব্র নিন্দার ঝড় ওঠে। ঘটনার পর থেকেই নিরুদ্দেশ অভিযুক্ত সহদেব ঘড়ুই। আজও তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

হুগলি উত্তরপাড়ার ভদ্রকালী শিবাজির স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্গাপুজোর খুঁটিপুজো বুধবার অনুষ্ঠিত হল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভার পুরপ্রধান দিলীপ যাদব মহাশয়। ১০ নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা সারথী গোলদার, ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা অর্ণব রায় এবং ক্লাবের সকল সদস্যবৃন্দ। এছাড়াও খুঁটিপুজো পূর্ব মেদিনীপুরের পঞ্চানন ডেকরেটরের তত্ত্বাবধানে হয়েছে। ছবি রঞ্জন বোস।

অভয়া ক্লিনিকে প্রতিবাদ, দেওয়া হল বিনামূল্যে পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আরজি কর কাণ্ড নিয়ে অভিনব প্রতিবাদ করে দেখালেন মালদা মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র এবং সিনিয়র ডাক্তাররা। তবে চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ নয়, বরঞ্চ মালদার আদিবাসী অধ্যুষিত দুর্গম গ্রামে গিয়ে অভয়া ক্লিনিক খুলে সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা দিয়ে প্রতিবাদ জানালেন মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ও একাংশ সিনিয়র ডাক্তাররা। বুধবার হবিবপুর ব্লকের আদিবাসী অধ্যুষিত আইহো এলাকায় এই কর্মসূচি গ্রহণ করেন মালদা মেডিক্যাল কলেজের একাংশ চিকিৎসকরা। মালদা মেডিক্যাল কলেজের এদিন অভয়া ক্লিনিক কর্মসূচি গ্রহণকারী জুনিয়ার ডাক্তাররা বলেন, এদিন পরিষেবা বন্ধ করে করা হয়নি, বরঞ্চ গ্রামে গিয়ে অভয়া ক্লিনিক খুলে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়েছে গ্রামের সাধারণ মানুষকে। তাও আবার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। বুধবার আরজি কর কাণ্ডে জুনিয়র ও সিনিয়র চিকিৎসকদের এমনই অভিনব প্রতিবাদ চোখে পড়ে মালদার হবিবপুর ব্লকের আইহো এলাকায়। এদিন ওই এলাকার এক বেসরকারি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মালদা মেডিক্যাল কলেজ রেসিডেন্ট ডক্টর অ্যাসোসিয়েশন এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডাক্তার ফোরামের পক্ষ থেকে অভয়া ক্লিনিক আয়োজন করা হয়। সেখানে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জুনিয়র ও সিনিয়র মিলিয়ে প্রায় ৫০জন চিকিৎসক বিভিন্ন বিভাগ খুলে সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন। প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দেন। মালদা মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তার মনীষা দাস, প্রকৃতি মান্না বলেন, আরজি করের বিচার চাই, অপরাধ চক্রের বিনাশ চাই। এমনই স্লোগান লিখে এদিন এই গ্রামে এসে অভয়া ক্লিনিকের মাধ্যমেই প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

শিক্ষক দিবসে বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স খানাকুলের রামনগর অতুল বিদ্যালয়ে

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: আজ শিক্ষক দিবস। আর এই শিক্ষক দিবসেই যুগান্তকারী পদক্ষেপ খানাকুলের অতুল বিদ্যালয়ের। ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে এবং স্কুলকে আধুনিকভাবে গড়ে তুলতে বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম চালু হল ওই বিদ্যালয়ে। তবে এই সিস্টেমটি শিক্ষক দিবসের পূর্ব দিন অর্থাৎ ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সালের সিলেবাস ম্যানেজমেন্টের কাজ শুরু হয় এই স্কুলে। সরকারি-বেসরকারি একাধিক প্রতিষ্ঠানে হাজিরায় নজর রাখতে বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। কিছু স্কুলে শিক্ষকদের জন্য বায়োমেট্রিক হাজিরার ব্যবস্থা রয়েছে। এবার স্কুলের পড়ুয়াদেরও বায়োমেট্রিক হাজিরা চালু হল। ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হারে শৃঙ্খলা আনতেই এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছেন শিক্ষাবিদরা। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অমিত আঢ্য বলেন,

বেলা ১২টার সময় জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকবৃন্দের উপস্থিতিতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উদ্বোধন করা হয়। স্কুলের আধুনিকীকরণ ও স্মার্ট স্কুল তৈরির লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ শুরু করেছে। হুগলি জেলার মধ্যে প্রথম বায়োমেট্রিক সিস্টেম চালু হয় গোঘাটের দামোদরপুর পশ্চিম মহীতোষ নন্দী প্রাঃ বিদ্যালয়ে। এরপর দ্বিতীয় স্কুল তথা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে প্রথম স্কুল হিসাবে খানাকুলের রামনগর অতুল বিদ্যালয়ে বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স চালু হল। বৃহস্পতিবার একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স কর্মসূচি চালু হয়। এদিন থেকেই ছাত্রছাত্রীদের ডিজিটাল পরিচয়পত্র দেওয়া থেকে আধুনিক এই ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ে পৌঁছলে অভিভাবক-অভিভাবিকার কাছে বিদ্যালয়ের পৌঁছনোর বার্তা পৌঁছে যাবে। নিয়মানুযায়ী একটি শিক্ষাবর্ষে ৭৫ শতাংশ হাজিরা থাকা বাধ্যতামূলক। স্কুল ছুটের প্রবণতা বন্ধ করতে ও হাজিরা সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি অভিভাবকেরা এসএমএসের মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের নিরাপত্তার বিশেষ সুনিশ্চিত হবেন। এই জন্যই স্কুলে পড়ুয়াদের জন্য বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। খানাকুলের ওই স্কুলে মোট ১৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রী। ১৪ জন স্থায়ী শিক্ষক আছেন। একজন অভিভাবক আলি হাসান বলেন, ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স চালু হওয়ায় আমরা খুবই উপকৃত।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

চন্ডি স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L13100WB 1978PL C031670
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১
ফোন: +৯১-৩৩-২২৪৮১৮০৮, ফ্যাক্স : +৯১-৩৩-২২৪৩০০২১
ইমেল: chandisteelindustries@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.chandisteel.com

৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধের তারিখ এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিত নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে, চন্ডি স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের (দি ‘‘কোম্পানি’’) সদস্যদের ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ শুক্রবার দুপুর ১২:৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ ঠিকানায় এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসা লেনদেনের জন্য।
সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/POD-2/ P / CIR/ 2023/4 অনুযায়ী ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখের এমসিএ সার্কুলার নং ১০/২০২২ -এর সাথে ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের নোটিশটি বার্ষিক রিপোর্ট সহ পঠিত, এজিএমের জন্য উপস্থিতি স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যারা কোম্পানি ঊ বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন।
বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৩-২৪ সহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি, এজিএম-এর জন্য উপস্থিতি স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট **https://chandisteel.com/** থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড **https://www.cse-india.com/** এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের (তসিডিএসএল) ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com** থেকে।
যে সদস্যরা তাদের ইমেল ঠিকানা প্রদান করেননি তারা ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তি পেতে সক্ষম হবেন না। তাই, যেসকল সদস্যরা তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি, তাদের মেসার্স মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রা. লি., ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০ ০০১, কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা ডিপি বা কোম্পানির নিকট করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। একই নিবন্ধনের প্রক্রিয়া নীচে উল্লেখ করা হয়েছে :
(ক) প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা নিম্নলিখিত বিবরণ সহ **mdpldc@yahoo.com/chandisteelindustries@gmail.com** -এ একটি ইমেল অনুরোধ পাঠাতে পারেন তাদের নাম উল্লেখ করে একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র, ফোলিও নম্বর, ই-মেইল আইডি, মোবাইল নম্বর, প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি সহ); (খ) ডিম্যাট আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (ডিপিএস) তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করতে পারেন।
শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা হয় ফিজিক্যাল বা ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে কাট-অফ তারিখে, যেমন **শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪** সিডিএসএল -এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের **www.evotingindia.com** মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন।
একজন ব্যক্তি যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে কাট-অফ তারিখে নথিভুক্ত করা হয়েছে, তিনি কেবল দুরবর্তী ই-ভোটিং এবং সেইসাথে সভায় ভোট দেওয়ার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
ভোটের অধিকার কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪** তারিখে সদস্যদের ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে হবে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪ (যেকোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন (গুলি) এবং এর পুনঃপ্রণয়ন (গুলি) সহ) -এর বিধি ২০ এর সাথে পড়া হয়েছে, ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া এবং রেগুলেশন ৪৪ -এর সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ এবং উল্লিখিত সার্কুলারগুলি দ্বারা জারি করা সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড, চন্ডি স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড তার সদস্যদের অনুশীলন করার জন্য ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করেছে উল্লিখিত তারিখ, সময় এবং স্থানে অনুষ্ঠিত হতে নির্ধারিত কোম্পানির ৪৬তম বার্ষিক ঊ সাধারণ সভায় লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।
কোম্পানিটি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) এর সেবা নিযুক্ত করেছে।
দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে মঙ্গলবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, সকাল ১০:০০টায় এবং শেষ হবে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫:০০টায়। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।
যেকোন ব্যক্তি যিনি শেয়ার অর্জন করেন এবং এজিএমের নোটিশ পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন, তিনি তাদের ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড/সিকোয়েন্স নম্বর পেতে পারেন কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, **"mdpldc@yahoo.com"** এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে তাদের ফোলিও নম্বর/ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তিটি ব্যবহার করা উচিত।
এজিএমে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা, যারা রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা সভায় তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। সভায় ফিজিক্যাল ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হবে।
একজন সদস্য যিনি রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট প্রয়োগ করেছেন তিনি সভায় উপস্থিত থাকতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম যোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই ৪০০০১৩ অথবা **helpdesk.evoting@cdslindia.com** -এ একটি ইমেল পাঠান বা টোল ফ্রি নম্বরে যোগাযোগ করুন - ১৮০০-২১-০৯৯১১।
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ অনুসারে কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ১০-এর সাথে পঠিত নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শনিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে শুক্রবার ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে উপরোক্ত এজিএমের উদ্দেশ্যে।

চন্ডি স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
সীমা চৌধুরী
কোম্পানি সচিব
স্থান: কলকাতা
তারিখ : ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

এজিআইও পেপার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L21090WB1984PLC037968
৫০৫ ডায়মন্ড প্রেস্টিজ ৪১এ এজেসি বোস রোড কলকাতা পব ৭০০০১৭ ভারত
ফোন : +৯১ ৩৩ ৪০৬৩ ০৬১২, **ইমেল :** ho@agiopaper.in; **ওয়েবসাইট** : www.agiopaper.in

বই বন্ধ এবং বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের **৩৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ডায়মন্ড প্রেস্টিজ ৪১এ এজেসি বোস রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ৩১৯, কলকাতা- ৭০০০১৭ ঠিকানায় সকাল ১০.৩০টায়** অনুষ্ঠিত হবে ডাকযোগে পৃথক শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসায় লেনদেন করার জন্য।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ https://www. agiopaper.in/সদস্যদের দ্বারা ডাউনলোডের জন্য।
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ এবং সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনের ৪২-এর অধীনেও নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই **২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ** (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে **৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে।**
আপনার ই-মেইল আইডিতে কোনো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী বা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে ইলেকট্রনিক মোড মাধ্যমে এটি আপডেট করুন, যাতে কোম্পানি ভবিষ্যতের সমস্ত নোটিশ এবং বার্ষিক রিপোর্ট পাঠাতে সক্ষম হয়।

এজিআইও পেপার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড’এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা **মলয় চক্রবর্তী**
তারিখ : ০৪.০৯.২০২৪ **ডিরেক্টর**

এজিআইও পেপার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L21090WB1984PLC037968
৫০৫ ডায়মন্ড প্রেস্টিজ ৪১এ এজেসি বোস রোড কলকাতা পব ৭০০০১৭ ভারত
ফোন : +৯১ ৩৩ ৪০৬৩ ০৬১২, **ইমেল :** ho@agiopaper.in; **ওয়েবসাইট** : www.agiopaper.in

“ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি”

উল্লিখিত বিষয়ের রেফারেন্স সহ, আমরা আপনাকে জানাতে চাই যে আমাদের কোম্পানি **মেসার্স এজিআইও পেপার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড** এনএসডিএল-এর মাধ্যমে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করেছে তার শেয়ারহোল্ডারদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে সেট করা রেজুলেশনগুলিতে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার জন্য। সদস্যরা এজিএম (‘রিমোট ই-ভোটিং’) এর স্থান ব্যতীত অন্য কোনও জায়গা থেকে এনএসডিএল-এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাদের ভোট দিতে পারেন। ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.agiopaper.in** এবং **www.evoting.nsdl.com** এ পাওয়া যাবে। কোম্পানী আইন, ২০১৩ এবং বিধিগুলির বিধান অনুসারে বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া হয়েছে
(ক) এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর সমাপ্তির তারিখ : ০৬.০৯.২০২৪
‘রিমোট ই-ভোটিং’ শুরু হওয়ার তারিখ এবং সময় : **শুক্রবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ৯টায়**
(খ) ‘রিমোট ই-ভোটিং’ শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময় : **রবিবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ বিকাল ৫টায়** (একই দিন)
(গ) ই-ভোটিংয়ের জন্য কাট-অফ তারিখ **সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪**
(ঘ) দূরবর্তী ই-ভোটিং **রবিবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪** তারিখ বিকাল ৫টার এর পরে অনুমোদিত হবে না।
(ঙ) যেকোন ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪** তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন **evoting@nsdl.co.in** বা **ho@agiopaper.in**-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে। যাইহোক, যদি আপনি ইতিমধ্যেই দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত হন তবে আপনি আপনার ভোট দেওয়ার জন্য আপনার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। আপনি যদি আপনার পাসওয়ার্ড ভুলে যান, তাহলে আপনি **www.evoting.nsdl.com**-এ উপলব্ধ ‘ব্যবহারকারীর বিবরণ/পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন’ বিকল্পটি ব্যবহার করে আপনার পাসওয়ার্ড পুনরায় সেট করতে পারেন বা নিম্নলিখিত টোল ফ্রি নম্বরে **১৮০০-২২২-৯৯০** এনএসডিএল-এর সাথে যোগাযোগ করুন।
(চ) যে সদস্যরা এজিএমের আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের (‘ইন্সটা পোল’) মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি সভায় উপলব্ধ করা হবে না এবং যেসব সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং ‘‘ব্যালট পেপার’’ বা ‘‘পোলিং পেপার’’ মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। অনুগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট তথ্য স্বীকৃতি এবং নথিভুক্ত করুন।

এজিআইও পেপার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড’এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা **মলয় চক্রবর্তী**
তারিখ : ০৪.০৯.২০২৪ **ডিরেক্টর**

MAHARSHI COMMERCE LIMITED
Regd. Office: 18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate no. 2, Kolkata-700001, West Bengal
CIN:U74140WB1983PLC223632
PHONE: 011- 41501995, EMAIL:finance@vpgrp.in

NOTICE OF 41stANNUAL GENERAL MEETING

The 41stAnnual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, September 30, 2024 at 11.00 A.M. at 18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No. 2, Kolkata-700001, West Bengal.
Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and SS-2, as amended, the Company is providing its members facility to exercise their rights to vote on resolutions proposed to be passed at the 41stAnnual General Meeting by Electronic Means and members may cast their votes using an electronic voting system from place other than the venue of the meeting (remote e-voting).
The detailed communication relating to remote e-voting inter-alia containing User-ID & Password along with the Copy of the Notice for the meeting and Annual Report for Financial Year 2023-24 has been dispatched to the members in the permitted mode.
This communication and notice of the meeting are also available on the website of CDSL at www.evotingindia.com.
The Company has engaged the services of Central Depository Services (INDIA) Limited (‘CDSL’) as the Authorized Agency to provide remote e-voting facilities.
The remote e-voting facility shall commence on September 27, 2024 from 9.00 a.m. (IST) and shall end on September 29, 2024 at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
A person whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners as on thecut-off date i.e.September 23, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.
Investors who became members of the Company subsequent to the dispatch of the Notice / Email and holds the shares as on the cut-off date, are requested to send the written / email communication to the Company at 18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Kolkata-700001, West Bengal or finance@vpgrp.in or the Registrar viz. Niche Technologies Pvt. Ltd., 3A Auckland Place,7th Floor, Room No. 7A & 7B, Kolkata-700017 (email id: nichetechpl@nichetechpl.com) (Phone Nos. 033 2280-6616/17/18, Fax:2280-6619), by mentioning their Folio-No./DP-ID & Client ID to obtain the Login-ID and Password for e-voting. If the member is already registered with CDSL for e-voting then he can use his existing User ID& Password for casting the vote through e-voting.
The members who have casted their votes by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
The facility for voting through polling paper shall also be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not casted their vote by remote e-voting may be able to exercise their right at the meeting.
Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of Members and Share Transfer Books of Equity Shares of the Company will remain closed from Tuesday, September 24, 2024 till Monday, September 30, 2024 (both days inclusive).
In case of queries/grievances relating to voting by electronic means, the Members/Beneficial owners may contact at the following address:
Registrar& Transfer Agent viz. Niche Technologies Pvt. Ltd., 3A Auckland Place,7th Floor, Room No. 7A & 7B, Kolkata-700017Email: nichetechpl@nichetechpl.com,Contact Nos. 033 2280-6616/17/18, Fax:2280-6619.

By order of the Board
ForMaharshi Commerce Limited
Sd/-
(Shweta Sharma)
Company Secretary
Membership No. :59524
Date: 04.09.2024
Place: New Delhi

পূর্ব ফ্লেক্সিপ্যাক লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ২৩, শরৎ বোস রোড, ২য় তল, স্যুট - ১সি, কলকাতা - ৭০০০২০, পব, ভারত
ফোন : +৯১ ৩৩ ৪০৭০৩২৩৮, ইমেল আইডি : cs@purvflexipack.in
CIN U25202WB2005PLC103086

১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, পূর্ব ফ্লেক্সিপ্যাক লিমিটেডের **১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শুক্রবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে দুপুর ১২টায়** অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ২৩, শরৎ বোস রোড, ২য় তল, স্যুট - ১সি, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৪ **সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের** নোটিশে উল্লেখ করা বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য।
এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বইগুলি **শনিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে শুক্রবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪** (উভয় দিন সহ) বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে বন্ধ থাকবে।
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০-এর বিধান মেনে সংশোধিত মতো। সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫-এর সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড-২ এবং রেগুলেশন ৪৪, কোম্পানি তার সদস্যদের বৈদ্যুতিন মাধ্যমে এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়সমূহে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট যেটি লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রদত্ত।
ই-ভোটিং, উপস্থিতি স্লিপ, প্রক্সি ফর্ম এবং আর্থিক বছরের ২০২৩-২৪-এর জন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ১৯তম এজিএমের নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি হয় নিবন্ধকের কাছে নিবন্ধিত এবং ট্রান্সফার এজেন্ট বা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরির সাথে।
সদস্যরা নিম্নলিখিত বিষয়ে অবগত হবেন :
বিজ্ঞপ্তিটি সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো/ইমেল করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াটি বুধবার, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এর মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।
ই-ভোটিং নির্দেশাবলীর ফর্মটি ১৯তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ যা কোম্পানির ওয়েবসাইট **http://www.purvflexipack.in**-এ এবং মেসার্স লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের ওয়েবসাইটেও প্রদর্শিত হয় **http://linkintime.co.in** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড **www.nseindia.com**।
দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল **মঙ্গলবার ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং শেষ হবে বৃহস্পতিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ বিকাল ৫টায়।** উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।
যে সকল সদস্যরা এজিএম-এর আগে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু এজিএম-এ তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
ইলেকট্রনিক ভোটিং/ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটিও এজিএম-এ এমন সদস্যদের জন্য উপলব্ধ করা হবে যারা ইতিমধ্যেই মিটিংয়ের আগে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি। এজিএম-এ লেনদেন করা ব্যবসার আইটেম সম্পর্কিত নথিগুলি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে সকাল ১১.০০টার মধ্যে পরিদর্শনের জন্য খোলা থাকবে, বিকাল ৩.০০ থেকে এজিএমের তারিখ পর্যন্ত সকল কার্যদিবসে এবং এজিএমের স্থানেও।
সদস্যদের ভোটদানের অধিকার কোম্পানির পরিশোধিত শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪। একজন ব্যক্তি যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা হয়েছে কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ, শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ সুবিধাভোগী মালিকরা কেবলমাত্র এজিএম-এ দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
যে কোনো ব্যক্তি যিনি সভার নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ **শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪**-এ শেয়ার ধারণ করেন, তাদের ই-ভোটিংয়ের জন্য একই পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত যেমনটি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যা কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হয়। যে সদস্যরা ইতিমধ্যেই লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে নিবন্ধিত তারা তাদের বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য।
আপনার যদি ই-ভোটিং সম্পর্কিত প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, সদস্যরা সাহায্য বিভাগের অধীনে **www.purvflexipack.in**-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি উল্লেখ করতে পারেন বা **cs@purvflexipack.in**-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন বা শ্রীমতি বন্দনা ঠাক্কর, কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে।
কোম্পানি **শ্রী কুলদীপ বোথরা (কে. বোথরা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস-এর স্বত্বাধিকারী), প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (পিসিএস), (সদস্য নম্বর এসিএস ৩৭৪৫২)** কে সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছভাবে ভোটদান এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়া যাচাই-বাছাই করার জন্য নিযুক্ত করেছে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
পূর্ব ফ্লেক্সিপ্যাক লিমিটেড’এর পক্ষে
স্বা/-
বন্দনা ঠাক্কর
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৫.০৯.২০২৪

জীবনরাম শেওদত্তরাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L17111WB1997PLC085533
[illegible] 30D, [illegible] 700026
[illegible] 301, [illegible] 1, [illegible] 1, [illegible] 3, [illegible] 700091
[illegible] 033-40169500; [illegible] 033-40169542
ই-মেল : cs@jiwan.co.in

27তম বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ও তথ্য

[illegible] 27 তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") বৃহস্পতিবার 26 সেপ্টেম্বর, 2024 সকাল 11টায় [illegible] (IST) [illegible] ("VC/OAVM") [illegible] কোম্পানি আইন, 2013 ("আইন") [illegible] 14/2020 [illegible] 2020, 17/2020 [illegible] 2020, 20/2020 [illegible] 2020, 2/2022 [illegible] 2022, 10/2022 [illegible] 28 ডিসেম্বর 2022, [illegible] 09/2023 [illegible] 25শে সেপ্টেম্বর, 2023 [illegible] ("MCA সার্কুলার") [illegible] ("SEBI") [illegible] SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 [illegible] ("SEBI সার্কুলার") [illegible] 2023 [illegible] SEBI [illegible] 27তম এজিএম-এর [illegible]

2023-2024 আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ 27তম এজিএম-এর নোটিশ [illegible] 2024 [illegible] ("RTA") [illegible]

2023-2024 আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ 27তম এজিএম [illegible] https://www.jiwanramgroup.com, [illegible] www.nseindia.com [illegible] ("CDSL") [illegible] www.evotingindia.com [illegible]

[illegible] CDSL [illegible] 103 [illegible]

[illegible]

[illegible] 2014-এর ধারা 108 [illegible]

1) 27তম এজিএম-এর [illegible] ই-ভোটিং [illegible]
2) দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে [illegible], 23শে সেপ্টেম্বর, 2024 সকাল 9:00 টায় (IST) এবং [illegible] 25শে সেপ্টেম্বর, 2024 বিকাল 5:00 টায় শেষ হবে (IST)।
3) দূরবর্তী ই-ভোটিং 5:00 P.M. [illegible] (IST)। 25শে সেপ্টেম্বর, 2024 [illegible]
4) [illegible]
5) [illegible]
6) [illegible] RTA/[illegible] 19শে সেপ্টেম্বর, 2024, [illegible]
7) [illegible] helpdesk.evoting@cdslindia.com [illegible] 1800 21 09911 (CDSL) [illegible]
8) [illegible]
9) [illegible] CS [illegible] 7196 [illegible] C.P. [illegible] 26037) [illegible]
10) [illegible] (CDSL), [illegible] N M Joshi Marg, Lower Parel (East), মুম্বই 400013 [illegible] helpdesk.evoting@cdslindia.com [illegible] 1800 21 09911 [illegible]

[illegible]
তারিখ : 04/09/2024 [illegible]
স্থান : কলকাতা [illegible]

ত্রিপুরায় শান্তি ফেরাতে দুই নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে চুক্তি

‘ঐতিহাসিক’ বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর: বছর ঘোরার আগেই অবস্থান বদলাল নরেন্দ্র মোদি সরকার। স্বাধীন তিপ্রাল্যান্ডের দাবিতে সক্রিয় দুই জঙ্গিগোষ্ঠী ‘ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা’ (এনএলএফটি) এবং ‘অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স’ (এটিটিএফ)-কে আগামী পাঁচ বছরের জন্য ‘নিষিদ্ধ’ ঘোষণা করা হয়েছিল গত বছরের অক্টোবরে। বুধবার তাদের সঙ্গেই শান্তিচুক্তি সই করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

দুই জঙ্গিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি সইকে ‘ঐতিহাসিক পদক্ষেপ’ বলে চিহ্নিত করে শাহ বলেন, ‘৩৫ বছর পরে আপনারা যে অস্ত্র ছেড়ে গণতন্ত্রের মূল স্রোতে ফিরে এলেন, এটি আমাদের সকলের জন্য আনন্দের বিষয়।’ প্রসঙ্গত, অতীতে এনএলএফটি এবং এটিটিএফ-এর সহযোগী এবং শাখা সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে হত্যা, অপহরণ, নাশকতা-সহ বিভিন্ন

অভিযোগ উঠেছে। গত ৩ অক্টোবর বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন’ (ইউএপিএ) অনুযায়ী ওই দুই জঙ্গিগোষ্ঠী এবং তাদের সহযোগী সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ করেছিল মোদি সরকার।

পূর্বতন বাম সরকারের আমলে ১৯৯৬ সালে ত্রিপুরায় ওই দুই জঙ্গি সংগঠনের উৎপত্তি। গণহত্যা, অপহরণ, চোরাচালান-সহ নানা অভিযোগ রয়েছে এনএলএফটি এবং এটিটিএফ-এর সদস্যদের বিরুদ্ধে। আশির দশকের শেষ পর্বে রাজীব গান্ধির প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় শান্তি প্রক্রিয়ায় শামিল হওয়া জঙ্গিগোষ্ঠী টিএনভি (ত্রিপুরা ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্স)-র একাংশ পরবর্তী সময়ে এনএলএফটি গড়েছিল। উগ্র বামবিরোধী বলে পরিচিত ছিল এই গোষ্ঠী। অন্য দিকে, এটিটিএফ নেতৃত্বের একাংশ ‘বাম-ঘনিষ্ঠ’ বলে অতীতে বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ উঠেছে। দুই সংগঠনের নেতারাই দক্ষিণ ত্রিপুরার জনজাতি সম্প্রদায়ের।

জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা ভোটের প্রচার শুরু করলেন রাহুল গান্ধি

শ্রীনগর, ৪ সেপ্টেম্বর: জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা ভোটের প্রচার শুরু করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বুধবার জম্মুর রামবন এবং কাশ্মীর উপত্যকার অনন্তনাগে কংগ্রেসের দু’টি জনসভায় বক্তৃতা করেন তিনি। দু’জায়গাতেই প্রতিশ্রুতি দেন, ‘ইন্ডিয়া’ ক্ষমতায় এলে সর্বতোভাবে জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে সচেষ্ট হবে।

রামবনের সভায় জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা বাতিল করা নিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকারকে নিশানা করে রাহুল বলেন, ‘স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে অনেকগুলি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার নজির রয়েছে। কিন্তু রাজ্যের মর্যাদা ছিনিয়ে নিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করার উদাহরণ মাত্র একটি; জম্মু ও কাশ্মীর। মানুষের অধিকার হরণের এমন নজির আর ভারতের ইতিহাসে নেই।’

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের ৫ অগস্ট মোদি সরকার ৩৭০ নম্বর ধারা বাতিল করে। ফলে বিশেষ মর্যাদা হারায় জম্মু ও কাশ্মীর। এমনকি, কেড়ে নেওয়া হয় রাজ্যের তকমাও। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে ভেঙে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ; দু’টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি করা হয়। এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলা হয়েছিল। তারই মধ্যে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফেব্রুয়ারি মাসে লোকসভায় ‘জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন (সংশোধন) বিল’ পেশের সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, ‘যখন কাশ্মীর বিভক্ত করা হয়েছিল, তখন কোথাও লেখা ছিল না যে ভূস্বর্গ রাজ্যের মর্যাদা ফিরে পাবে না। সঠিক

সময়ে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হবে জম্মু ও কাশ্মীরকে।’

কিন্তু সেই ‘সঠিক সময়’ এখনও জানায়নি মোদি সরকার। এরই মধ্যে ২০২৩ সালের ১১ ডিসেম্বরে রায়ে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ বাতিল করে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বিলোপের সিদ্ধান্ত অসাংবিধানিক নয়। পাশাপাশি, ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিধানসভা ভোটের আয়োজন করার এবং জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর সময়সীমা জানানোরও নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। কিন্তু তা-ও জানানো হয়নি। রাহুল বুধবার বলেন, ‘লোকসভা ভোটের ফলাফলের পর থেকে মানুষকে ভয় পেতে শুরু করেছেন নরেন্দ্র মোদি।’

বিধানসভার ভোটের পরে গোরক্ষপুরে যাবে বুলডোজার

হুঁশিয়ারি অখিলেশের , জবাব দিলেন যোগীও

লখনউ, ৪ সেপ্টেম্বর: ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তদের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভাঙার নীতির সুপ্রিম কোর্ট সমালোচনা করায় বিড়ম্বনায় পড়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। এই আবহে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে নিশানা করলেন সমাজবাদী পার্টি (এসপি)-র প্রধান অখিলেশ যাদব। সোমবার তিনি বলেন, ‘২০২৭ সালের বিধানসভা ভোটের পরে সমস্ত বুলডোজারের মুখ গোরক্ষপুরের দিকে ঘুরে যাবে।’

অখিলেশের ওই মন্তব্যের পরেই জবাব দিয়েছেন যোগী। তিনি বলেন, ‘সকলে ঠিক মতো বুলডোজার চালাতে পারে না, এর জন্য মস্তিষ্ক এবং সাহসের প্রয়োজন।’ পূর্ব উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরই মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথের ‘রাজনৈতিক গড়’। সেখানকারই গোরক্ষনাথের মঠের মোহন্ত তিনি। ২০২২-এর বিধানসভা গোরক্ষপুর সদর কেন্দ্র থেকে জিতেই দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন তিনি। লোকসভা ভোটে উত্তরপ্রদেশে বিজেপির বিপর্যয়ের পর ২০২৭-এর বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এসপি-কংগ্রেস জোটের। সেই সম্ভবনার কথা মনে করিয়েই যোগীর উদ্দেশে ওই মন্তব্য করেছিলেন অখিলেশ।

প্রসঙ্গত, উত্তরপ্রদেশ-সহ কয়েকটি বিজেপি শাসিত রাজ্যে অপরাধের মামলায় অভিযুক্তদের বাড়ি বুলডোজারের মাধ্যমে ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে মামলা দায়ের হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। সোমবার সেই মামলার শুনানি হয় বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চে। আদালতে কেন্দ্রের তরফে উপস্থিত ছিলেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তাঁর উদ্দেশে দুই বিচারপতির বেঞ্চ বলে, ‘অভিযুক্ত হলেই কী ভাবে এক জনের বাড়ি ভেঙে ফেলা যায়? দোষী সাব্যস্ত হলেও ভেঙে ফেলা যায় না।’ শীর্ষ আদালতের ওই পর্যবেক্ষণের পরেই যোগী সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে বিরোধীরা।

বিহারে গানের অনুষ্ঠানে হুড়মুড়িয়ে ভাঙল ছাদ

পাটনা, ৪ সেপ্টেম্বর: মঙ্গলবার রাতে বিহারের ছাপড়ায় চলছিল একটি ‘মিউজিক শো’। মানুষের ঢল নেমেছিল ছাপড়া শহর এলাকার ওই গানের অনুষ্ঠানে। মঞ্চের সামনের মাঠে তো বটেই, এমনকী অনুষ্ঠানস্থল সংলগ্ন বাড়ির ছাদ, ব্যালকনি, এমনকী গাছেও ভর্তি ছিল দর্শক। অনুষ্ঠান চলাকালীন হঠাৎই একটি টিনের ছাদ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। ওই ছাদেও একশোর বেশি দর্শক বসেছিলেন। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে বহু। রাতেই শুরু হয় উদ্ধারকাজ। পুলিশ জানিয়েছে, কমপক্ষে ১০ জন দর্শকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। স্থানীয় হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছ, মহাবীর মেলা উপলক্ষে চলছিল ওই সঙ্গীতানুষ্ঠান। রাতে জনতার ভিড় ভেঙে পড়েছিল সেখানে। মঞ্চের সামনে, রাস্তায়, বাড়ির ছাদে, ব্যালকনিতে গিজগিজ করছিল মানুষ। অনেকেই জায়গা না পেয়ে রাস্তার ধারের গাছগুলিতে চড়ে বসেন। অনুষ্ঠানস্থলের কাছে একটি বাড়ির ছাদে ছিল শত খানেক দর্শক। দুর্বল টিনের ছাদ বেশিক্ষণ ওই চাপ নিতে পারেনি। আচমকা সেটি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন বহু দর্শক। দুর্ঘটনার পরে হুড়োহুড়িতেও

অনেকে আহত হন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁদের মধ্যে ১২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে গানের তালে নাচনাচি করাতেই বিপত্তি ঘটে যায়। তথাপি অনুষ্ঠানের আয়োজক কর্তৃপক্ষের গাফিলতির প্রশ্ন উঠছে।

বন্যায় মৃত্যুমিছিল রুখতে না পারার অপরাধে ৩০ কর্মীকে হত্যা!

পিয়ংইয়ং, ৪ সেপ্টেম্বর: কিম জন উনের একনায়কতন্ত্রের কথা সর্বজনবিদিত। তাঁর কঠোর শাসন নীতির কথা সকলেরই জানা। এবার সামনে এল কিম রাজার আর এক কীর্তির কথা। সম্প্রতি ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছিল উত্তর কোরিয়া। প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যু হয় হাজার হাজার মানুষের। ঘরছাড়া বহু। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বিস্তর। আর এই বন্যায় মৃত্যুমিছিল রুখতে না পারার ‘অপরাধে’ সর্বাধিনায়ক কিম নির্দেশে হত্যা করা হয়েছে ৩০ জন সরকারি কর্মীকে! পিয়ংইয়ংয়ের প্রতিবেশী রাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ার বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে এরকমই দাবি করা হয়েছে। রিপোর্টগুলোতে বলা হয়েছে, কিমের মতে ওই কর্মীরা চাইলেই নাকি প্রাণহানি, ক্ষয়ক্ষতি রুখতে পারতেন। কিন্তু তা করতে অপারগ হওয়ায় তাঁদের শাস্তির বিধান দেন কিম। গত অগস্ট মাসেই কিমের এই নির্দেশ পালন করা হয়। ৩০ জন সরকারি কর্মচারীকে হত্যা করে উত্তর কোরিয়ার সরকার। তবে প্রশাসন সর্বক্ষেত্রেই চূড়ান্ত গোপনীয়তা বজায় রাখে। তাই শুরুতে এই খবর প্রকাশ্যে আসেনি। উত্তর কোরিয়ার কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি (কেসিএনএ)-র একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, জুলাই মাসেই বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির জন্য দায়ী সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ‘কঠোর শাস্তি’র নিদান দিয়েছিলেন কিম। কেসিএনএ জানিয়েছে, ওই নির্দেশ দেওয়ার আগে একটি আপৎকালীন পলিটব্যুরো বৈঠকও ডেকেছিলেন কিম। উত্তর কোরিয়ার সিনুইজুতে সেই বৈঠকেই কিমের নির্দেশে প্রায় ৩০ জন সরকারি কর্মীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। উল্লেখ্য, গত জুলাই মাসে উত্তর কোরিয়ায় বিদেশি নাটক দেখার ‘অপরাধে’ প্রকাশ্যে গুলি করে খুন করা হয় ৩০ জন কিশোরকে। ঘটনার কথা প্রকাশ্যে আসার পর শিউরে ওঠে গোটা বিশ্ব। সেবারেও দক্ষিণ কোরিয়ার একাধিক সংবাদ মাধ্যমে দাবি করা হয়, বিদেশি নাটকের ভিডিও দেখতে গিয়ে ধরা পড়েছিল ওই ৩০ জন কিশোর। একনায়ক কিমের বিচারে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হয় তাঁদের।

দু’দিনের সফরে সিঙ্গাপুরে নরেন্দ্র মোদি, মজলেন উষ্ণ অভ্যর্থনায়

সিঙ্গাপুর, ৪ সেপ্টেম্বর: দু’দিনের ব্রুনেই সফরের শেষে এবার সিঙ্গাপুরে পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সিঙ্গাপুরের নতুন প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওয়াং এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রেসিডেন্ট থার্মান শন্মুগরত্নমের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন তিনি। বুধবারই সুলতান হাজি হাসানাল বলকিহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মোদি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় একথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ‘সুলতান হাজি হাসানাল বলকিহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আনন্দিত। আমাদের দেশগুলির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে।’ এর আগে সেদেশের বিখ্যাত ওমর আলি সাইফুদ্দিন মসজিদে যান মোদি। তার আগে ব্রুনেইয়ের ভারতীয় দূতাবাসের নয়া ভবনেরও উদ্বোধন করেন তিনি।

ব্রুনেই সফর সেরে এদিনই সিঙ্গাপুরে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। সেদেশের ভারতীয় সম্প্রদায় তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। গানবাজনায় মেতে ওঠেন তাঁরা। মোদিও যোগ দেন তাতে। তাঁকে দেখা যায় ঢোল বাজাতে। এক্স

হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, ‘সিঙ্গাপুরে পৌঁছেছি। ভারত-সিঙ্গাপুর বন্ধুত্বকে দৃঢ় করার লক্ষ্যে একাধিক বৈঠকের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। আমাদের যুবশক্তি দেশটিকে আদর্শ বিনিয়োগের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলছে। সেই সঙ্গেই সাংস্কৃতিক জোট গড়তেই আমরা মুখিয়ে রয়েছি।’ মঙ্গলবার মোদি ব্রুনেই পৌঁছন। রওনা হওয়ার আগে মোদিকে বলতে শোনা যায়, আমাদের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ৪০ বছর পালিত হচ্ছে। হাজি হাসানাল বলকিহা ও রাজপরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকের দিকে আমি তাকিয়ে আছি। আমাদের ঐতিহাসিক সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে। সেই সফর শেষে এবার সিঙ্গাপুরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী। এটাই তাঁর পঞ্চম সফর সেদেশে। তবে ২০১৮ সালের পর আর তিনি এখানে আসেননি। দ্বিপাক্ষিক বৈঠকগুলির পাশাপাশি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও বৈঠক করেন মোদি।

বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কা গাড়িতে, আগুন লেগে মৃত্যু ৪ ভারতীয়র

ওয়াশিংটন, ৪ সেপ্টেম্বর: আমেরিকায় ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত ৪ ভারতীয়! জানা গিয়েছে, টেক্সাসে তাঁদের গাড়িকে ধাক্কা মারে একটি বেপরোয়া গতির ট্রাক। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায় গাড়িতে। গাড়ির ভিতরেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় ৪ জনের। দেহগুলো শনাক্ত করার জন্য ডিএনএ টেস্ট করা হচ্ছে। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, এই দুর্ঘটনাটি গত শুক্রবার ঘটে। মৃতরা হলেন আরিয়ান রঘুনাথ ওরামপতি, ফারুক শাইক, লোকেশ পালাচারলা এবং দর্শিনী বাসুদেবন। এঁরা প্রত্যেকেই এসইউভিটিতে শেয়ারে যাচ্ছিলেন। ওরামপতি ও তাঁর বন্ধু শাইক ডালাসে এক পরিচিতের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। লোকেশের গন্তব্য ছিল বেন্টনভিল। তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। দর্শিনী টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর শেষ করেছেন। সেখানেই কর্মরত ছিলেন। মামার সঙ্গে দেখা করতে বেন্টনভিলে যাচ্ছিলেন দর্শিনী। কিন্তু নিয়তি সকলকে এক জায়গায় নিয়ে আসে। যে অ্যাপের মাধ্যমে সকলে গাড়ি ভাড়া করেছিলেন, সেই অ্যাপ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে টেক্সাস পুলিশ। সেখান থেকে মৃতদের পরিচয় জানা যায়। কিন্তু গাড়ির ভিতরে দেহগুলো পুড়ে যাওয়ায় শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে হাড় সংগ্রহ করে প্রায় এক সপ্তাহের কাছাকাছি ডিএনএ-র প্রক্রিয়া চলছে।

এই মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে পুলিশ জানিয়েছে, ওই ৪ জন আরকানসাসের বেন্টনভিলে যাচ্ছিলেন। পথে তাঁদের গাড়িতে ধাক্কা মারে একটি দ্রুত গতির ট্রাক। সংঘর্ষে গাড়িটিতে আগুন ধরে যায়। কেউই আর বাইরে বেরনোর সুযোগ পাননি। গাড়িতে ভিতরেই সকলের মৃত্যু হয়। ঘটনার তদন্ত চলছে। ওরামপতি ও শাইক ছিলেন হায়দরাবাদের বাসিন্দা। দর্শিনী তামিলনাড়ু থেকে পড়াশোনার জন্য আমেরিকায় গিয়েছিলেন। এই ঘটনার পর মেয়ের খোঁজ পেতে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের দ্বারস্থ হয়েছেন দর্শিনীর বাবা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

N.I.Q. No.- UKM/012/WW/2024-2025, Dated: 05.09.2024, 1. Lifting & lowering 2 number 20 H.P. Pump Motor set at different pump houses. 2. Rewinding & Repairing 2 number 20 H.P. Pump motor Set. 3. 300 mm x 200 mm dia deep tube well surging with chemical treatment. 4. Supplying Pipe Line Fittings. Quotation Submission closing Date: 13.09.2024. at 1.00 p.m. For More Details-Visit www.uttarparamunicipality.in
Sd/- Chairman
Uttarpara Municipality

NOTICE INVITING TENDER FOR WORK CONTRACTS
FUL/190(8)/15THCFC/2024-25 Date:02.09.2024,
FUL/192/15THCFC/2024-25 Date:04.09.2024
Tender is invited through online only from the experienced and resourceful bidders for execution of the works(s). Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of Government of West Bengal (www.wbtenders.gov.in).
Sd/- Prodhan
Fulsara Gram Panchayat
BOKCHARA,
North 24 Paraganas

e-TENDER NOTICE
E-tender notice invited by the Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, P.O. Krishnagar, Nadia. E-tender No.: WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-05/24-25 under 15th FC Fund 2024-25 (Tied) Date: 04/09/2024 Memo No.-[illegible]/2024-25 Last date of submission BID 12/09/2024 at 04.30 P.M. Technical Bid opening 14/09/2024 at 10.30 P.M. More details please contact to the office or visit https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Prodhan, Deypara Gram Panchayet, Shimultala,Krishnagar,Nadia.

e-TENDER NOTICE
E-tender notice invited by the Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, P.O. Krishnagar, Nadia. E-tender No.: WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-04/24-25 under 15th FC Fund 2024-25 (Tied) Date: 03/09/2024 Memo No.-[illegible]/2024-25 Last date of submission BID 12/09/2024 at 10.30 A.M. Technical Bid opening 14/09/2024 at 10.00 A.M. More details please contact to the office or visit https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Prodhan, Deypara Gram Panchayet, Shimultala,Krishnagar,Nadia.

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
No. WB-HMC/TN/ED/WS/03/24-25 ই-টেন্ডার তারিখ : ০৩.০৯.২০২৪
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া পৌর সংস্থা-এইচএমসি এলাকায় বার্ষিক পাম্প পরিচালন, পাম্প মেরামতি এবং সংস্থাপন, পাইপ লাইন সংস্থাপন, বার্ষিক অনলাইন ক্লোরিনেশন কাজের জন্য একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ, প্রখ্যাত সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের কাছ থেকে (নির্ধারিত ফর্মে) ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং ওএসডি(ডব্লুএস)এর বিভাগীয় অফিস ওয়েবসাইট www.wbtenders.gov.in থেকে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ (অনলাইন) : ২৪.০৯.২০২৪, বিকেল ৩ টা। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
৪৯(৩)/২৪-২৫ সেক্রেটারি
৪.৯.২৪ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

JAGADISHPUR GRAM PANCHAYAT
Jagadishpurhat, Howrah
E-TENDER INVITING NOTICE
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide Tender Reference no.:- i) WB/HOW/BJPS/JGP-170/NIT-7/2024-25, ii) WB/HOW/BJPS/JGP-171/NIT-8/2024-25, iii) WB/HOW/BJPS/JGP-172/NIT-9/2024-25, iv) WB/HOW/BJPS/JGP-173/NIT-10/2024-25, v) WB/HOW/BJPS/JGP-174/NIT-11/2024-25, vi) WB/HOW/BJPS/JGP-175/NIT-12/2024-25, vii) WB/HOW/BJPS/JGP-176/NIT-13/2024-25 & viii) WB/HOW/BJPS/JGP-177/NIT-14/2024-25, dated 04.09.24. Sl- 1 to 8 nos. Fund: MNB & 15TH FC (TIED). Bid submission start date: 05.09.24 at 12.00AM. Last date of Bid submission: 12.09.2024 upto 5.00PM, Date of opening: 16.09.2024 at 11.00AM. Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd/-
PRODHAN
JAGADISHPUR GRAM PANCHAYAT

পূর্ব রেলওয়ে
সংশোধনী
ই-টেন্ডার নোটিস নং. এসজিডব্লু-২৭২-২৫২-টি১-৫৬, তারিখ ০৭.০৮.২০২৪-এর সংশোধনী নং ৩ যা "পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনের অধীনে হাওড়া জংশনে এমএসডিএসি দ্বারা ডুয়াল ডিটেকশন-এর পরিপ্রেক্ষিতে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সমেত ইনডোর এবং আউটডোর সিগন্যালিং সরঞ্জামের (আংশিক) সামগ্রী সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা, ইন্টারলকিং এবং কমিশনিং"-এর কাজের জন্য (দুই প্যাকেট সিস্টেম-এর টেন্ডার টু স্টেজ রিভার্স অ্যাকশন সমেত)। চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার/প্রোজেক্ট, পূর্ব রেলওয়ে, ৪র্থ তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭ নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১ দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত। উপরোক্ত প্রকাশিত ই-টেন্ডার নোটিশ নং. এসজিডব্লু-২৭২-২৫২- টি১ -৫৬ তারিখ ০৭.০৮.২০২৪-এ, নিম্নলিখিত সংশোধনীটি প্রকাশিত হয়েছে ঃ সংশোধনী নং ৩ -আইআরইপিএস-এ ৩০.০৮.২০২৪ তারিখে প্রকাশিত। এই টেন্ডারের অন্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে। সংশোধনী নং ৩ সহ বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে। CON-56/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য রেলওয়ে এবং সরকারি/রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের যথাযথ তালিকাভুক্ত প্রখ্যাত প্রামাণ্য এবং যোগ্য ঠিকাদারদের নিকট থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ক্র. নং. ঃ ১। টেন্ডার নং এবং কাজের নাম ঃ ইএনজিজি-১-২৪ -২৫- এলএলএইচ ওপেন আইটেম-৪-আর, তারিখ ০৩.০৯.২০২৪ এবং এইএন/ডব্লুএস/এলএলএইচ এবং সিডব্লুএম/এলএলএইচ-এর অধীনে ২০২৪-২৫ পি.ই. ৩০.০৬.২০২৫ পর্যন্ত জোন নং. ৪-এর জোনাল কাজ-এর ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫১,০০,০০০.০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য। বায়না অর্থ ঃ ১,০২,০০০.০০ টাকা। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ১০ মাস। ক্র. নং. ঃ ২। টেন্ডার নং এবং কাজের নাম ঃ ইএনজিজি-২০-২৩-২৪-এলএলএইচ ওপেন, তারিখ ০৩.০৯.২০২৪ এবং রেলওয়ে হাসপাতাল, লিলুয়া-র সংস্কার এবং আধুনিকীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ওপিডি কমপ্লেক্স ২য় তল। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,১১,৪২,২৭০.৬৯ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য। বায়না অর্থ ঃ ২,০৫,৭০০.০০ টাকা। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ২৭০ দিন। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৬.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২ টা পর্যন্ত। বিশদ টেন্ডার https:// www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে অনলাইনে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে বলা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না। MISC-161/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. Tender title:- NIT No:-NM/PWDT/NIT-339e/2024-2025.Tender ID:-2024_MAD_744165_1.Type of Work:- Construction of Gallery at Stadium Bid Submission Start Date:- 05-09-2024. Bid Submission End Date: 13-09-2024 at 5.00 PM. N.B. : Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website https://wbtenders.gov.in also given https://nabadwipmunicipality.in
Sd/-Chairman
Nabadwip Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
1. Desilting & diverting the polluted drain, community green spaces (Plantation) starting from Ramnagar road to Lalpole at Barma Colony Pond under water body rejuvenation project (AMRUT 2.0), Ward No. - 19, Within Bongaon Municipality. 2. Desilting & strengthening of pond embankment by boulder apron, community green spaces (Plantation), Operation & Maintenance (for 5 Years) for Green Space development, Operation & Maintenance (for 5 Years) for Water Body at SDO pond near Bongaon court under water body rejuvenation project (AMRUT 2.0), in ward no-13 under Bongaon Municipality.
Tender reference: WBMAD/NIeT/35/BM/2024-25/PWD, Date: 04.09.2024
Tender ID- 2024_MAD_744709_1, 2024_MAD_744709_2
1. Bid Submission Start date: 04.09.2024 at 18.55. 2. Prebid meeting date: 23.09.2024 at 14.00. 3. End date: 27.09.2024 at 18.55. 4. Bid opening date: 30.09.2024 at 10.00. All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- Chairman
Bongaon Municipality

Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat
Belanagar, Abhoynagar, Nischinda, Howrah - 711205
Notice Inviting e-Tender
E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 1 no. development work(s) under LWM SBM(G) Fund vide e-Tender No. - WB/HOW/BJPS/DAII GP/NIT-06/2024-25, Dated: 04.09.2024. Bid submission end date: 11/09/2024 at 06.00 PM. Technical Bid opening date: 14/09/2024 at 11.00 AM. Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
সিএসটিই/প্রজেক্ট, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ওপেন টেন্ডার হিসাবে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা ১৫.১০.২০২৪ তারিখে দুপুর ৩.৩০ মিনিটে খোলা হবে। এই টেন্ডারগুলির জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় ও কোনো ম্যানুয়াল অফার জমা হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। কাজের নাম ঃ মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ব্লু লাইনে প্যাসেঞ্জার অ্যানাউন্সমেন্ট সিস্টেম (পিএএস) এবং প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন ডিসপ্লে সিস্টেম (পিআইডিএস)-এর প্রতিস্থাপন। টেন্ডার মূল্য ঃ ৩৩,২২,২৮,৫৫০.৪৮ টাকা। বায়না রাশি ঃ ১৮,১১,২০০ টাকা। কাজ শেষের মেয়াদ ঃ ১৮ মাস। এই টেন্ডারটি https://www.ireps.gov.in-তে দেখা যাবে। টেন্ডারদাতা/বিডারদের অবশ্যই আইআরইপিএস পোর্টালে নথিভুক্ত থাকতে হবে ও ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার থাকতে হবে। কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতা/বিডাররা ই-টেন্ডারে অংশ নিতে পারবেন। ই-টেন্ডারে অংশ নেবার সময় সকল সংশ্লিষ্ট নথি আপলোড করতে হবে।
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ এসঅ্যান্ডটি/ওয়ার্ক_০৮-২০২৪, তারিখ ঃ ০৪.০৯.২০২৪
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

TENDER NOTICE

NIT No.	Name of Work	Value of Work
[illegible] Dated [illegible]	Construction of Concrete Road at K.M. Roy Choudhury Road near H/O Tinin & Dhenadala Lane at H/O Bhupen Sardar to H/O Rahul in Ward No- 25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. [illegible]
[illegible] Dated [illegible]	Repairing and restoration of road at M.A Roy road at ward no 17, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. [illegible]
[illegible] Dated [illegible]	Construction of Concrete Road at Deuri Road near H/O Manas Mondal & Tarakdar Paranagar H/O Mangal in Ward No- 25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. [illegible]
[illegible] Dated [illegible]	Repairing and restoration of road at Panchanan Tala road & Bhuri pukur road at ward no 17, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. [illegible]
[illegible] Dated [illegible]	Construction of concrete road at Pulin Bihari road bye lane at Ward no. 1E under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. [illegible]

Bid Submission end date: 13.09.2024 at 11.00 hrs. For more information please visit: http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.
Rajpur-Sonarpur Municipality

ময়দান

YEKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 87, KOLKATA, THURSDAY
5 SEPTEMBER 2024, PAGE 8

কলকাতা ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪

প্রধান কোচ হয়ে রাজস্থান রয়্যালসে ফিরছেন দ্রাবিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত জুনে ভারতকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতিয়ে প্রধান কোচের দায়িত্ব ছাড়েন রাহুল দ্রাবিড়। দায়িত্ব আর চালিয়ে না যাওয়া কিংবা চুক্তি নবায়ন না করার কারণ হিসেবে সে সময় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) জানিয়েছিল, পরিবারকে সময় দিতেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

তবে জাতীয় দল থেকে সরে দাঁড়ালেও ক্রিকেট থেকে খুব বেশি দিন দূরে থাকতে পারলেন না দ্রাবিড়। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থান রয়্যালসের প্রধান কোচ হয়ে ফিরছেন ৫১ বছর বয়সী এই কিংবদন্তি। ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফো আজ এ তথ্য দিয়েছে।

সংবাদমাধ্যমটি জানতে পেরেছে, আইপিএলের আসন্ন মেগা (বড় পরিসরের) নিলাম সামনে রেখে সম্প্রতি রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন দ্রাবিড়। খেলোয়াড় ধরে রাখার ব্যাপারে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক আলোচনাও হয়েছে। দলটির বর্তমান অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে দ্রাবিড়ের বোঝাপড়া বেশ দারুণ। অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ে থাকতেই তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছেন স্যামসন। রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গেও দ্রাবিড়ের সম্পর্ক পুরোনো। ২০১১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত দলটির খেলোয়াড় ছিলেন। ২০১২ ও ২০১৩ আইপিএল ও ২০১৩ চ্যাম্পিয়নস লিগ টি-টোয়েন্টিতে দলকে নেতৃত্বও দিয়েছেন। এরপর ২০১৪ ও ২০১৫ মৌসুমে দলের পরিচালক ও পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১৬ সালে আরেক আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি দিল্লি ডেয়ারডেভিলসে (বর্তমানে দিল্লি ক্যাপিটালস) যোগ দেন। এরপর লম্বা সময় ভারতের জাতীয় ক্রিকেট একাডেমির (এনসিএ) প্রধান কোচের দায়িত্ব পালন করেন। দ্রাবিড়ের কোচিংয়েই ২০১৮ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জেতে ভারত। বয়সভিত্তিক দলে ঈর্ষণীয় সাফল্যের পুরস্কার হিসেবে ২০২১ সালে তাঁকে ভারত জাতীয় দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব দেয় বিসিসিআই।

ইএসপিএন আরও জানতে পেরেছে, রাজস্থান রয়্যালসে দ্রাবিড়ের সহকারী হিসেবে কাজ করবেন বিক্রম রাঠোর। জাতীয় দলেও রাঠোর দ্রাবিড়ের সহকারী ছিলেন, কাজ করেছেন ব্যাটিং কোচ হিসেবে। দ্রাবিড় রাজস্থানের প্রধান কোচের দায়িত্ব নিলে এই পদ থেকে সরে দাঁড়াবেন কুমার সাঙ্গাকারা। লঙ্কান এই কিংবদন্তি এরপর রাজস্থান রয়্যালসের মালিকানাধীন সব ফ্র্যাঞ্চাইজির (পার্ল রয়্যালস ও বার্বাডোজ রয়্যালস) পরিচালক হিসেবে কাজ করবেন।

২০০৮ সালে আইপিএলের উদ্বোধনী আসরের পর আর শিরোপা জিততে পারেনি রাজস্থান রয়্যালস। ২০২২ সালে ট্রফি-ছোঁয়া দূরত্বে থেকে ফিরতে হয়েছে। সে বছর ফাইনালে হেরেছে গুজরাট টাইটানসের কাছে। সর্বশেষ আসরে দলটি বিদায় নিয়েছে প্লে-অফ পর্ব থেকে। দ্রাবিড়ের কোচিংয়ে রাজস্থান দীর্ঘ শিরোপা-খরা ঘোচাতে পারে কি না, সামনের বছরগুলোতে সেটিই দেখার অপেক্ষায় থাকবেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

হাবাস-জমানা ভুলে যেতে চান মোলিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইএসএলের নতুন মরসুমে নতুন করে শুরু করতে চান মোহনবাগান কোচ। পুরনো কথা ভাবছেন না তিনি। আগের আন্দ্রে স্পানিয়ো হাবাসের জমানা ভুলে যেতে চান তিনি। ডুরান্ড ফাইনালে যে যে ভুলের জন্য হারতে হয়েছে, আইএসএলে তা করতে চান না বাগান কোচ।

আইএসএল শুরু হচ্ছে ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে। তার আগে কলকাতার একটি হোটেলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন মোহনবাগানের কোচ। গত বছর হাবাস মোহনবাগানকে লিগ শিল্ড জিতিয়েছিলেন। এ বার মোলিনার কাছে সেই একই দাবি বাগান সমর্থকদের। সেই প্রশ্নের জবাবে মোলিনা বলেন, তআমার উপর কোনও চাপ নেই। অনেক বছর ধরে কোচিং করাচ্ছি। গত বছর দল খুব ভাল খেলেছিল। কিন্তু গত বছরের কথা ভাবলে চলবে না। অতীতের কথা ভাবছি না। বর্তমানের দিকে তাকাচ্ছি।দ

কোচ হিসাবে মোলিনা দায়িত্ব নেওয়ার পরেই বাগানে হয়েছে আনোয়ার আলি অধ্যায়। মোহনবাগান ছেড়ে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েছেন তিনি। আনোয়ারের বিকল্প বাগান পেয়েছে কি না সেই প্রশ্নের জবাব চুপ মোলিনা। খালি বলেছেন, আমি জানি না।

ডুরান্ডের ফাইনালে দ্বিতীয়ার্ধে বাগানের ডিফেন্ডারেরা খারাপ খেলেছেন। সেটা মনে নিয়েছেন তিনি। মোলিনা বলেন, ডুরান্ডের ফাইনাল থেকে শিক্ষা নিতে হবে। দ্বিতীয়ার্ধে খুব খারাপ খেলেছি। তবে ডিফেন্ডারেরাও নতুন। একটু সময় ওদের দিতে হবে। আইএসএলে নতুন করে শুরু করতে চাই। সবে এক মাস হয়েছে। এখনও অনেক জায়গায় উন্নতির দরকার। আশা করছি দ্রুত মেরামত হয়ে যাবে।

বুধবার থেকেই অনুশীলন শুরু করে দিতে চান মোলিনা। এখন লক্ষ্য আপাতত মুম্বই সিটি এফসি। তাদের বিরুদ্ধেই প্রথম ম্যাচ খেলবেন তাঁরা। পুরো প্রস্তুতি নিয়ে নামতে চান মোলিনা। তিনি বলেন, কোনও ম্যাচই সহজ নয়। চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে প্রত্যেকটা ম্যাচ জিততে হবে। সে ভাবেই তৈরি হতে হবে। বুধবার থেকেই অনুশীলন শুরু করছি। আপাতত মুম্বই ম্যাচ নিয়েই ভাবছি।

এই মরসুমে বাগানে যোগ দিয়েছেন গত বছর অস্ট্রেলীয় লিগে সর্বাধিক গোল করা জেমি ম্যাকলারেন। ডুরান্ডে খেলেননি তিনি। আইএসএলেও তিনি কবে খেলবেন তা জানেন না কোচ। কারণ, চোটে রয়েছেন ম্যাকলারেন। মোলিনা বলেন, ম্যাকলারেন চোটে আছে। কবে সুস্থ হতে পারবে সেটা চিকিৎসকেরাই বলতে পারবে। যারা আছে তাদের নিয়েই পরিকল্পনা করব।

বাগান কোচের সঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন দিমিত্রি পেত্রাতোস, জেসন কামিংস, আশিক কুরুনিয়ানেরা। নতুন কোচের অধীনে ভাল খেলতে মুখিয়ে তাঁরা। পেত্রাতোস বলেন, নতুন মরসুমেও ভাল ফুটবল খেলতে চাই। প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। দলে বদল হয়েছে। পেশাদার ফুটবলার হিসাবে আমরা তাতে অভ্যস্ত। এখন থেকেই খুব দূরের কথা ভাবছি না। দলের হয়ে ভাল খেলতে চাই।

নতুন কোচের প্রশংসা করেছেন কামিংস। এই মরসুমেও ভাল খেলতে চান তিনি। সবুজ-মেরুনের বিদেশি স্ট্রাইকার বলেন, তমোলিনা বন্ধুর মতো মেশে। খুব ভাল কোচ। বাগানে আগেও কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে এ বার নতুন দল। আমরা ডুরান্ডে ভাল খেলেছি। আইএসএলেও সেটাই খেলতে চাই। এ বার ম্যাকলারেনের মতো ভাল স্ট্রাইকার দলে আছি। ওর সঙ্গে আমার প্রতিযোগিতা হবে। তার জন্য মুখিয়ে আছি। তবে সকলে মিলে দলকে জেতানো ছাড়া আর কিছু ভাবছি না।

চোটের কারণে গত মরসুমে খেলতে পারেননি আশিক। এ বার সুস্থ তিনি। অনুশীলনও শুরু করেছেন। দ্বিতীয় বার অস্ত্রোপচার হওয়ায় বাড়তি ঝুঁকি নিতে চাইছেন না তিনি। নিজের সময়ের অপেক্ষা করছেন ভারতীয় দলে খেলা এই ফুটবলার।

সাদা বলেও ইংল্যান্ডের কোচ হচ্ছেন ম্যাককালাম

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২২ সালের মে মাসে ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের দায়িত্ব নেন ব্রেন্ডন ম্যাককালাম। পরবর্তী সময়ে অধিনায়ক বেন স্টোকসকে সঙ্গে নিয়ে টেস্ট ক্রিকেট খেলার ধারা বদলে দেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক এই অধিনায়ক। ম্যাককালাম-স্টোকস জুটির 'বাজবল' ক্রিকেট-দর্শন বেশ দাপটও তৈরি করেছে ক্রিকেট বিশ্বে।

টেস্ট ক্রিকেটে সেই দাপটের ধারা এবার ওয়ানডেতেও প্রতিষ্ঠিত করতে চায় ইংল্যান্ড। সে লক্ষ্যে লাল বলের পর এবার ইংল্যান্ডের সাদা বলের সংস্করণেও কোচের দায়িত্বও দেওয়া হলো ম্যাককালামকে। সাবেক এই কিউই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান স্থলাভিষিক্ত হবেন অস্ট্রেলিয়ার ম্যাথু মটের।

ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভরাডুবি ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শিরোপা ধরে রাখতে ব্যর্থ হওয়ার জেরে ৩০ জুলাই ইংল্যান্ডের কোচের দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা দেন মট। এর পর থেকেই শূন্য ছিল সাদা বলের সংস্করণে ইংল্যান্ডের প্রধান কোচের পদ। ম্যাককালামকে এবার তিন সংস্করণেই কোচ বানাল ইংল্যান্ড।

নিজেদের ওয়েবসাইটে বিবৃতি দিয়ে ম্যাককালামকে নতুন দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। বিবৃতিতে ইসিবি জানিয়েছে, ইংল্যান্ডের ভারত সফর এবং আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি সামনে রেখে ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে দুটি দায়িত্বে কাজ শুরু করবেন ম্যাককালাম। ইংল্যান্ড দলের সঙ্গে তাঁর চুক্তি বলবৎ থাকবে ২০২৭ সালের শেষ পর্যন্ত। ম্যাককালাম দায়িত্ব নেওয়ার আগে অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সাদা বলের সিরিজে ইংল্যান্ডের কোচ হিসেবে কাজ করবেন অন্তর্বর্তীকালীন কোচ মার্কাস ট্রেসকোথিক।

নতুন দায়িত্ব পাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় ম্যাককালাম বলেছেন, 'আমি টেস্ট দলের সঙ্গে নিজের সময়টা দারুণ উপভোগ করছি। আমি সাদা বলের ক্রিকেটে নিজের বর্ধিত দায়িত্ব নিয়ে রোমাঞ্চিত। এই নতুন চ্যালেঞ্জ এমন কিছু, যা আমি গ্রহণ করতে প্রস্তুত। আমি জস বাটলার (অধিনায়ক) এবং দলের সঙ্গে মিলে কাজ চালিয়ে যেতে আগ্রহী। পাশাপাশি রব কি'র (ডিরেক্টর অব ক্রিকেট) যে ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি সেটাও এমন কিছু যার সঙ্গে আমি একাত্মবোধ করি।'

এর আগে মটের বিদায়ের পর সাদা বলে ইংল্যান্ডের সম্ভাব্য কোচ হিসেবে বেশ কিছু নাম শোনা গিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ, কুমার সাঙ্গাকারা ও জোনাথন ট্রটের নাম ছিল উল্লেখ যোগ্য। আগস্টের শুরুর দিকে কোচ হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন সাঙ্গাকারা। যদিও আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাননি বলেও জানান তিনি। শেষ পর্যন্ত সবাইকে ছাপিয়ে দায়িত্ব পেলেন সেই ম্যাককালামই।

খিলাড়ির খেল! প্যারালিম্পিক্সে রুপো এনে দিলেন সচিন, শট পাটে পদক পেল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: আরও একটি পদক এল ভারতে। প্যারিসে প্যারালিম্পিক্স থেকে দেশকে ২১তম পদক এনে দিলেন সচিন খিলাড়ি। শট পাটে রুপো পেলেন তিনি। ১৬.৩২ মিটার দূরে লোহার বল ছুড়ে রুপো পেলেন সচিন।কানাডার গ্রেগ স্টুয়ার্ট সোনা জিতেছেন। তিনি ১৬.৩৮ মিটার দূরে লোহার বল ছোড়েন। সেটাই এই মরসুমে তাঁর সেরা। দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেন সচিন। গত প্যারালিম্পিক্সে ১৯টি পদক জিতেছিল ভারত। এ বারে ইতিমধ্যেই ২১টি পদক জিতে নিয়েছে তারা। ১৯তম স্থানে রয়েছে ভারত। তিনটি সোনা, আটটি রুপো এবং ১০টি ব্রোঞ্জ পেয়েছে তারা।

শট পাটে সচিন ছাড়াও ছিলেন ভারতের মহম্মদ ইয়াসির এবং রোহিত কুমার। ইয়াসির শেষ করেন অষ্টম স্থানে। তিনি ছোড়েন ১৪.২১ মিটার। নবম স্থানে শেষ করা রোহিত ছোড়েন ১৪.১০ মিটার।

এশিয়ান গেমস এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছিলেন সচিন। এ বার প্যারিস প্যারালিম্পিক্সে রুপো পেলেন তিনি। নিজের ছ'টি থ্রো-ই সঠিক ছিল সচিনের। দ্বিতীয় থ্রোটি সবচেয়ে দূরে ছিল তাঁর। সচিনের পদকটি প্যারা-অ্যাথলেটিক্সে ভারতের ১১তম।

বেঙ্গল টেনপিন বোলিং অ্যাসোসিয়েশন সম্প্রতি কলকাতার অ্যামিবা মণি স্কোয়ারে ২৯শে আগস্ট থেকে ১লা সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ টেনপিন বোলিং চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন করেছে। এই চ্যাম্পিয়নশিপে মোট ২৪ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে।

টেস্ট বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠার সুযোগ কার বেশি?

নিজস্ব প্রতিনিধি: ন'মাস পরে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। ১১ জুন থেকে ইংল্যান্ডের লর্ডসে হবে সেই খেলা। লড়াই জমে উঠেছে। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নিউ জল্যান্ড তিন দলই লড়াইয়ে বাকিদের থেকে এগিয়ে। তাদের মধ্যে কাদের ফাইনালে ওঠার সুযোগ বেশি?

শীর্ষে রোহিতের ভারত; এখন শীর্ষে রয়েছে ভারত। তাদের পয়েন্টের শতাংশ ৬৮.৫২ (এই পয়েন্টের শতাংশের উপর ভিত্তি করেই শীর্ষ দুই দল ফাইনাল খেলে)। ভারতের বাকি তিনটি সিরিজ। ঘরের মাঠে বাংলাদেশ (দু'টি টেস্ট), নিউ জল্যান্ড (তিনটি টেস্ট) ও বিদেশে অস্ট্রেলিয়ার (পাঁচটি টেস্ট) বিরুদ্ধে খেলবেন রোহিত শর্মারা।

তিনটি সিরিজ জিতলে ভারতের সর্বাধিক পয়েন্টের শতাংশ হবে ৮৫.০৯। সে ক্ষেত্রে সকলের উপরে থেকেই ফাইনাল খেলবে তারা। তবে তার জন্য অস্ট্রেলিয়া সিরিজ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, দেশের মাটিতে দু'টি সিরিজ অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে রোহিতদের।

দ্বিতীয় স্থানে অস্ট্রেলিয়া; ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন প্যাট কামিন্সেরা রয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে। তাঁদের পয়েন্টের শতাংশ ৬২.৫০। তাঁদের দু'টি সিরিজ বাকি। ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্ট ছাড়াও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দু'টি টেস্টের সিরিজ খেলবে অস্ট্রেলিয়া। দু'টি সিরিজ জিতলে অস্ট্রেলিয়ার সর্বাধিক পয়েন্টের শতাংশ হবে ৭৬.৩২। সে ক্ষেত্রে একটি দল হিসাবে তারা ফাইনালে উঠবে। কারণ, ভারতকে হারাতে পারলে রোহিতদের পয়েন্টের শতাংশ কমবে। তাই সে ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার খেলা নিশ্চিত হবে।

তিন নম্বরে নিউ জল্যান্ড; ২০২১ সালে প্রথম বার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল জিতেছিল নিউ জল্যান্ড। এখন তিন নম্বরে তারা। নিউ জল্যান্ডের পয়েন্টের শতাংশ ৫০.০০।

তাঁদের তিনটি সিরিজ বাকি। ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্ট এবং ভারতের মাটিতে দু'টি ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে দু'টি টেস্টের সিরিজ খেলবে তারা। তিনটি সিরিজ জিতলে নিউ জল্যান্ডের সর্বাধিক পয়েন্টের শতাংশ হবে ৭৮.৫৭। সে ক্ষেত্রেও একটি দল হিসাবে তারা ফাইনালে উঠতে পারে।

ডাকনাম দিয়েছিলেন বিরাট, ভারতীয় দলে অভিষেকের অজানা কাহিনি জানালেন শামি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের হয়ে তিন ফরম্যাটেই খেলেছেন মহম্মদ শামি। জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার পরে বেশ কিছু দিন কোনও ডাকনাম ছিল না মহম্মদ শামির। তাঁকে ডাকনাম দিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। সেই কাহিনি বললেন শামি।

মঙ্গলবার শামির জন্মদিন ছিল। ৩৪ বছর বয়স হল তাঁর। জন্মদিন উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে নিজের অজানা কাহিনি বলেন শামি। ডাকনাম নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে ভারতীয় পেসার বলেন, তসকলেই জানে যে দলে আমার ডাকনাম লালা। এই নামটা বিরাট দিয়েছিল। প্রথমে আমার কোনও নাম ছিল না। কিন্তু বাকি সকলের ছিল। তাই বিরাট আমাকে ওই নামে ডাকতে শুরু করে। বোলার হিসাবে তাঁর আদর্শ ও কার বিরুদ্ধে বল করতে তিনি পছন্দ করেন, এই দুই প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছেন শামি। ভারতীয় পেসার বলেন, অনেকের বোলিং দেখে আমি শিখেছিল। তবে ওয়াকার ইউনিস ও ডেল স্টেনকে সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে। জো রুটের বিরুদ্ধে আমি বল করতে সবচেয়ে বেশি ভালবাসি। কারণ, ও খুবই ভাল এক জন ব্যাটার।

প্রথমে ভারতের এক দিনের দলে অভিষেক হয়েছিল শামির। সেই দিনের কথা এখনও ভুলতে পারেননি তিনি। শামি বলেন, আমাদের একটা নিয়ম ছিল। প্রথম ম্যাচের আগে একটা টুল বা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে কথা বলতে হয়। আমি উঠে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। একসঙ্গে এত বড় বড় ক্রিকেটারের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম। কী বলব বুঝতে পারিনি। সেই দিনটার কথা আমি কোনও দিন ভুলব না। গত বছর এক দিনের বিশ্বকাপের পরে আর মাঠে নামেননি শামি। অস্ত্রোপচার হয়েছে তাঁর। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। চলতি মাসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে তাঁর খেলার সম্ভাবনা প্রায় নেই। তবে নিউ জল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রত্যাবর্তন হতে পারে ভারতীয় পেসারের।

বাংলাদেশের ক্ষমা চাইলেন পাকিস্তান অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘরের মাঠে টানা ১০ টেস্টে জয়হীন পাকিস্তান (৬ হার, ৪ ড্র)। ধারাবাহিক ব্যর্থতায় বাবর আজমের কাছ থেকে টেস্ট অধিনায়কের দায়িত্ব গেল শান মাসুদের কাছে। দায়িত্ব নিয়ে নিজের প্রথম সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩ টেস্টেই হারে পাকিস্তান।

দলটি অস্ট্রেলিয়া বলে সমালোচনা তখন কমই হয়েছে। তবে পাকিস্তান এবার সিরিজ হেরেছে বাংলাদেশের বিপক্ষে, সেটাও ঘরের মাঠে। তাই তীব্র চাপের মুখে জাতির কাছে ক্ষমা চেয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক শান মাসুদ।

বাংলাদেশ এই সিরিজের আগে কখনোই পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট জিততে পারেনি। সেই বাংলাদেশ পাকিস্তানের মাটিতে টানা দুটি টেস্ট জিতেছে বড় ব্যবধানেই। প্রথম টেস্টে ১০ উইকেটে জেতার পর পরের টেস্টে বাংলাদেশের জয় ৬ উইকেটে। যেখানে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ২৬ রানে ৬ উইকেট হারিয়েছিল নাজমুল হোসেনের দল। এমন লজ্জার হারের পর শান মাসুদ সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, 'আমরা জাতির কাছে ক্ষমা চাইছি। আমাদের সবার উদ্দেশ্য পাকিস্তান ক্রিকেটের ভালোর জন্য কাজ করা।'

পাকিস্তানের এই টেস্ট দলে অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের সংখ্যা কম। ৩৪ বছর বয়সী অধিনায়ক মাসুদই টেস্ট খেলেছেন ৩৫টি। অভিজ্ঞ ক্রিকেটার হিসেবে দলে আছেন বাবর আজম, মোহাম্মদ রিজওয়ান, শাহিন শাহ আফ্রিদি ও সরফরাজ

আহমেদ। এঁদের মধ্যে সরফরাজ এই সিরিজে দলে সুযোগ পাননি। আফ্রিদি খেলেননি দ্বিতীয় টেস্টে।

মাসুদ সাকিব,মুশফিকদের উদাহরণ দিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতার ঘাটতির কথাও তুলে ধরেছেন, 'বাংলাদেশের দুজন ক্রিকেটার আছে, যারা ৭০-৯০টি টেস্ট খেলেছে (মুশফিকুর রহিম ও সাকিব আল হাসান)। এ ছাড়া লিটন ও মেহেদী (মিরাজ) ৪০টির বেশি টেস্ট খেলেছে। আমাদেরও লাল বলের ক্রিকেটে এমন অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। টেস্ট ম্যাচ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্করণ। এখানে অভিজ্ঞতা লাগবেই। আমাদের আরও টেস্ট ও লাল বলের ক্রিকেট দরকার। আপনি টি-টোয়েন্টি খেলে টেস্টের খেলোয়াড় তৈরি করতে পারবেন না। বিজ্ঞানের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে আপনি গণিত পরীক্ষায় বসতে পারবেন না। গণিত পরীক্ষা দিতে হলে গণিতের প্রস্তুতিই নিতে হবে। লাল বলের ক্রিকেট খেলতে চাইলে, লাল বলের ক্রিকেটই খেলতে হবে।'

মাসুদের টেস্ট ক্যারিয়ারও খুব একটা ভালো নয়। টেস্টে গড়টা এখনো ৩০,এর নিচে;২৮.৫৩। তাঁর অধিনায়কত্ব পাওয়া নিয়েও হয়েছে বিতর্ক। কারণ, দলের তাঁর জায়গা নিয়েও কিছুটা প্রশ্ন ছিল। টানা ৫ টেস্টে হারার পর অধিনায়কত্ব চলেও যেতে পারে মাসুদের। পাকিস্তান ক্রিকেটে বোধ হয় এমনটা না হলেই অবাক হতে হবে!

মাসুদ অবশ্য এসব নিয়ে শঙ্কিত নন, 'দায়িত্ব হারানো নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন নই। পরিবর্তন আনার জন্য দায়িত্ব নিয়েছি, আমরা বিশ্বাস করেছি এই পরিবর্তন দলের কাজে আসবে। আমার লক্ষ্য হলো যদি বিশ্বাস করি দল কোনো একটি সুনির্দিষ্ট একটা দিকে এগোতে পারে, সেখানে নিজে ব্যর্থ হলেও আমি খুশি হব দলের জন্য। যতটা সময় আমি পাব, কৃতজ্ঞ থাকব ও সেরাটা দিয়েই চেষ্টা করব।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**